পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 111 Sunday, 23 March, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১১১ সংখ্যা ❋ ৯ চৈত্র ১৪৩১ রবিবার, ২৩ মার্চ ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

‘বাংলারই সাফল্য’, মমতার বিলেত সফরে ‘গর্বিত রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মার্চ ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমি বাংলা। আর সেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রীই আমন্ত্রিত দু'শো বছর ধরে পদানত করে রাখা ব্রিটিশদের দেশে। এ অতি বড় গর্বের কথা! এভাবেই মুখ্যমন্ত্রীর লন্ডন সফরকে ব্যাখ্যা করে গর্বিত রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। শনিবার বণিকসভার একটি অনুষ্ঠানে তিনি জানালেন, বাংলার যে কোনও ভালো ঘটনাই তাঁকে আনন্দিত করে তোলে। অতিথি হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী লন্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য রাখতে সেখানে যাচ্ছেন, তাতে তিনি দারুণ গর্বিত। এই সম্মান আসলে বাংলার সাফল্য বলে মনে করছেন সিভি আনন্দ বোস। আর তাঁর এই বক্তব্যে আরও স্পষ্ট, অতীতের সমস্ত তিক্ততা ভুলে রাজ্যের উন্নয়নের ইস্যুতে প্রশাসনের পাশে থেকেই কাজে আগ্রহী রাজভবন। অক্সফোর্ড-সহ লন্ডনের তিনটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তাঁর লড়াইয়ের গল্প শুনতে আগ্রহী পড়ুয়ারা। এছাড়া ভারতের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নারীর ক্ষমতায়নে তাঁর একাধিক প্রকল্প আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশংসিত। শিল্পক্ষেত্রে রাজ্য সরকার একাধিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে। আর তাতে প্রভূত উন্নয়ন হয়েছে এরাজ্যের। কোন মন্ত্রবলে এমনটা ঘটল? তা জানতে চান বিলেতের প্রতিনিধিরা। সরকারের তরফে নাগরিক পরিষেবা একেবারে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দিয়ে যে আমূল বদল ঘটিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার, সেসব বিষয়েও আগ্রহী তাঁরা। আর তাই এবার ব্রিটেনে অতিথি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার সন্ধ্যার বিমানে মুখ্যমন্ত্রী রওনা দিলেন লন্ডনে। দুবাই হয়ে টেমস নদীর তীরে পৌঁছবেন তিনি। আর তাঁর এই সফর অত্যন্ত গর্বের বলে মনে করছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

ইউনুসকে উচ্ছেদের পরিকল্পনা?

ঢাকা, ২২ মার্চ ঃ দেশ চেড়ে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন শেখ হাসিনা, ক্ষমতা হারিয়েছে আওয়ামি লিগ। এরপরেও কি শান্তি রয়েছে বাংলাদেশে। প্রশ্ন সেখানেই। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস মোটেই শান্তিতে নেই। জানা গিয়েছে, এবার খোদ ঢাকা শহরে ‘ ইউনুস সরকারকে উচ্ছেদ করতে মাঠে নেমে পড়েছে একাংশ। তাদের দাবি, ইউনুস সরকারকে উচ্ছেদ করে দেশে সেনাশাসন কায়েম’ করার। দেখা গেল এক দল মানুষ মিছিল করছেন। অন্যদিকে ইউনুসের অনুগামী ছাত্রনেতা হাসনাত আবদুল্লা, সার্জিস আলমরা সেনার বিরুদ্ধে মিছিল করে। সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ জামানের পদত্যাগ দাবি করে কট্টরপন্থীদের একটি মিছিল ক্যান্টনমেন্টেও ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্যয় অসাধারণ সাফল্য

শীর্ষে অবিজেপি শাসিত তিন রাজ্য

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ ঃ ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) একটি প্রভাবশালী শক্তি হলেও, সামাজিক ব্যবহার ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো বিশেষভাবে আলোচনায় এসেছে। কেরল, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গ-এই তিন রাজ্য তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সমতা এবং জনকল্যাণে অসাধারণ সাফল্যের জন্য পরিচিত। এই রাজ্যগুলো বর্তমানে বামপন্থী, ডিএমকে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনাধীনে রয়েছে। এদের সামাজিক ব্যবহারের ধরন ভারতের অন্যান্য রাজ্যের জন্য একটি অনুকরণীয় মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এক সমীক্ষায় এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।

কেরলঃ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে অগ্রগামী- কেরল, যেখানে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এলডিএফ) শাসন করছে, সামাজিক ব্যবহারে সর্বদা শীর্ষে থেকেছে। এই রাজ্যের সাক্ষরতার হার ১০০ শতাংশে পৌঁছেছে, যা ভারতের অন্য কোনো রাজ্যের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। বামপন্থী সরকার শিক্ষার প্রসারে বিনিয়োগের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে। কোভিড মহামারীর সময় কেরলের দ্রুত সাড়া, বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ এবং স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হয়েছে। নিম্ন শিশু মৃত্যুহার এবং উচ্চ আয়ুষ্কাল কেরলের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রমাণ। এখানকার জনগণ সরকারি নীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়, যা একটি শক্তিশালী সম্প্রদায় চেতনা গড়ে তুলেছে। **তামিলনাড়ুঃ** সামাজিক ন্যায় ও অর্থনৈতিক উন্নতি-তামিলনাড়ুতে দ্রাবিড় মুন্নেত্র কড়গম (ডিএমকে) শাসনের অধীনে সামাজিক ব্যবহার ও অর্থনৈতিক উন্নযনের একটি সুষম মডেল গড়ে উঠেছে। এই রাজ্যের সাক্ষরতার হার ৮০ শতাংশের বেশি এবং স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত। তামিলনাড়ুতে সরকারি হাসপাতালগুলো সাশ্রয়ী মূল্যে উচ্চমানের চিকিৎসা প্রদান করে। ডিএমকে সরকার নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়নে বিশেষ জোর দিয়েছে, যার ফলে রাজ্যে নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বেড়েছে। এছাড়া, জাতিগত সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের জন্য দ্রাবিড় আন্দোলনের ঐতিহ্য তামিলনাড়ুকে একটি প্রগতিশীল সমাজে রূপান্তরিত করেছে। এই রাজ্যের জনগণের সামাজিক সচেতনতা ও সরকারের প্রতি দায়বদ্ধতা চোখে পড়ার মতো।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ সংস্কৃতি ও জনকল্যাণের মিশ্রণ

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি) শাসনের অধীনে সামাজিক ব্যবহারে একটি অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। এই রাজ্যে শিক্ষার হার ৭৭ শতাংশের বেশি এবং স্বাস্থ্যসেবায় জনকল্যাণমূলক প্রকল্প যেমন ‘স্বাস্থ্য সাথী’ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গ্রামীণ উন্নয়ন ও নারী ক্ষমতায়নে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ‘কন্যাশ্রী’ প্রকল্পের মতো কর্মসূচি মেয়েদের শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সামাজিক সংহতি এখানকার জনগণের ব্যবহারে প্রতিফলিত হয়।

লন্ডনের উদ্দেশে রওনা মুখ্যমন্ত্রীর ‘কোনও অসুবিধা হলে দেখে নেব, ভাববেন না’, রাজ্যবাসীকে অভয়বার্তা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মার্চ ঃ লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর লন্ডন সফরের সময়েও তিনি সর্বক্ষণ সংযোগে থাকবেন। হিথরো

বিমানবন্দর লাগোয়া বিদ্যুৎকেন্দ্রে আগুনের কারণে বিপদ এড়াতে পিছিয়ে গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর সফরের সময়। নতুন সূচি অনুযায়ী শনিবার রাত প্রায় সাড়ে ৮টার বিমানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লন্ডন রওনা হচ্ছেন। ঠিক সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টা নাগাদ তিনি দমদম বিমানবন্দরে পৌঁছে যান। বিমানবন্দরের ভিতরে প্রবেশের আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে অভয়বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, আমরা ৪-৫ দিনের জন্য থাকছি না। তবে এখানকার সঙ্গে সবসময়ে যোগাযোগ থাকবে। কারও কোনও অসুবিধা হলে আমরা দেখে নেব। আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন, শান্তিতে থাকবেন। কথা ছিল, শনিবার সকালের বিমানে দুবাই হয়ে লন্ডন যাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর টিম। কিন্তু শুক্রবার সকালে লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরের কাছে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে অগ্নিকাণ্ডের জেরে বিমানবন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয়। উড়ান ওঠানামা বাতিল হয়ে যায়। ফলে মুখ্যমন্ত্রীর বিমানও ওইদিনের মতো বাতিল করে দেওয়া হয়। পিছিয়ে যায় তাঁর লন্ডন সফর। তবে হিথরোর পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। তাই শনিবার সকালের বদলে রাতের বিমানে রওনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে মুখ্যসচিব ও বেশ কয়েকজন সদস্য। তাঁর অনুপস্থিতিতে কীভাবে প্রশাসনিক কাজকর্ম হবে, তার জন্য আগেই ৫ সদস্যের টাস্ক ফোর্স গড়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে জানিয়েছিলেন, তিনি নিজেও যোগাযোগ রাখবেন। কোনও অসুবিধা হলে আলোচনা করে সমাধান করবেন। শনিবারও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে সেকথাই বলে গেলেন। বললেন, যোগাযোগ থাকবে, সমস্যা হলে আমরা দেখে নেব। সফর পিছিয়ে যাওয়ায় তা যে বেশ ক্লান্তিকর হতে চলেছে, তাও জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, আমাদের রাতের বিমান। দুবাইয়ে পৌঁছব মাঝরাতে। তারপর আবার লন্ডনের ফ্লাইট। যাতায়াতে দু'দিন মতো সময় লেগে যায়। সরাসরি বিমান পরিষেবা না থাকায় এতটা সময় লাগে। আমাদের এই সফরটা বেশ হেকটিক হয়ে যাবে। তবে ঠিক আছে। ওখানে যা যা অনুষ্ঠান আছে, সেসব সময়মতোই হবে। তবে আপনারা সাবধানে থাকবেন। শান্তিতে থাকবেন। মুখ্যমন্ত্রীর লন্ডন সফরকে ব্যাখ্যা করে গর্বিত রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। শনিবার বণিকসভার একটি অনুষ্ঠানে তিনি জানালেন, বাংলার যে কোনও ভালো ঘটনাই তাঁকে আনন্দিত করে তোলে। অতিথি হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী লন্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য রাখতে সেখানে যাচ্ছেন, তাতে তিনি দারুণ গর্বিত। এই সম্মান আসলে বাংলার সাফল্য বলে মনে করছেন সিভি আনন্দ বোস। আর তাঁর এই বক্তব্যে আরও স্পষ্ট, অতীতের সমস্ত তিক্ততা ভুলে রাজ্যের উন্নয়নের ইস্যুতে প্রশাসনের পাশে থেকেই কাজে আগ্রহী রাজভবন। অক্সফোর্ড-সহ লন্ডনের তিনটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তাঁর লড়াইয়ের গল্প শুনতে আগ্রহী পড়ুয়ারা। এছাড়া ভারতের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নারীর ক্ষমতায়নে তাঁর একাধিক প্রকল্প আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশংসিত।

‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ প্রকল্পের বাস্তবায়ন নয়, প্রচারে গুরুত্ব দিয়েছে বিজেপি সরকার,

খার্গের দাবি

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ ঃ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে শনিবার বিজেপি-শাসিত কেঃদ্রীয় সরকারের মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি দাবি করেছেন ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গ্লোবাল ম্যানুফ্যাকচারিং হাব তৈরির প্রতিশ্রুতি দিলেও সেই প্রতিশ্রুতি আজও পূর্ণ হয়নি। একটি পোস্টে খার্গে উল্লেখ করেছেন, মোদী সরকারের ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ প্রকল্প হল একটি ক্লাসিক উদাহরণ যেখানে প্রচারের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে কাজ হয়নি। ২০১৪ সালের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে বিজেপি ভারতের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতকে বৈশ্বিক ভাবে শক্তিশালী করার জন্য ১০টি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু সেগুলোর কোনওটিই পূর্ণ হয়নি। খার্গে আরও বলেছেন, সাধারণভাবে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে, কারণ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মসংস্থান ব্যাপকভাবে কমে গেছে এবং জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং এর অংশও পতিত হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলি বিক্রি করা হচ্ছে, এমএসএমই (ছোট ও মাঝারি শিল্প) গুলি সমস্যায় প।ছে, এবং সরকারি দপ্তরের প্রতিবন্ধকতাও বহাল রয়েছে। ভারতীয় উদ্যোক্তারা বিদেশে কোম্পানি স্থাপন করছেন, ভারতকে বাদ দিয়ে। একদিকে রপ্তানি ব্যাপকভাবে কমে যাচ্ছে। খার্গে এই বিষয়ে আরও দুটি প্রশ্ন তুলেছেন, মোদী সরকার কি ১.৯৭ লক্ষ কোটি টাকার ‘প্ল্যান্ট লেদার ইনডাস্ট্রি’ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে, যখন ১৪টি সেক্টরের মধ্যে ১২টি সেক্টর শুরুই করতে পারেনি? কেন ভারতের মোট রপ্তানির মধ্যে মালপত্রের অংশ আজ ৫০ বছরে সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছে? কংগ্রেস সভাপতি ২০১৪ সালের পরবর্তী সময়ে ইউপিএ সরকারের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, ভারতীয় ইতিহাসে সবচেয়ে দ্রুত গতিতে দেশটি উন্নতি করেছে কংগ্রেস-ইউপিএ সরকারের অধীনে। হয়তো, মোদীজি এবার বুঝবেন যে প্রকৃত ‘আত্মনির্ভর ভারত’ ছিল কংগ্রেসের সময়। মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্প ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে বিশ্বব্যাপী শুরু করা হয় ভারতের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল ভারতকে বৈশ্বিক উপাদন কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। তবে খার্গে'র মন্তব্যে স্পষ্ট, এই পরিকল্পনার কার্যকরী রূপ এখন পর্যন্ত দেখা যায়নি, এবং ভারতীয় ম্যানুফ্যাকচারিং খাত আজও চ্যালেঞ্জের মুখে। এখন প্রশ্ন উঠছে কবে এই প্রকল্প সফল হবে, এবং আদৌ এটি দেশের অর্থনীতিতে দৃশ্যমান অবদান রাখতে পারবে কিনা।

নিচুতলায় অস্তিত্বই নেই মহিলা-শ্রমিক সংগঠনের! চিন্তায় সিপিএম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মার্চ ঃ রাজ্য সম্মেলনের পর একমাস কেটে গিয়েছে। তবুও নিচুতলায় সংগঠনের হাল ফেরানোর যে কাজ ছিল, তা ফেরানো সম্ভব হয়নি। বঙ্গ সিপিএম তাই নিয়ে বড় চিন্তায় রয়েছে বলে খবর মিলেছে। পার্টির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, বসে যাওয়া কর্মীদের পুনরায় দলে ফিরিয়ে আনার কথা ভাবা হয়েছিল, কিন্তু তা কোনও মতেই সম্ভব হচ্ছে না। আলিমুদ্দিনের এই বার্তা কার্যত ব্যর্থ। বুথ কমিটিতেও লোক পাওয়া যাচ্ছে না। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বুথে বুথে ভেঙে পড়া সংগঠনকে নতুন করে গড়ে তোলা যাবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে রাজ্য সিপিএম নেতৃত্বের মনে। শাখা কমিটিগুলিতে হাতেগোনা কর্মীদের নিষ্ক্রিয়তা ও হতাশা কোনওভাবেই কাটানো যাচ্ছে না বলে একাধিক জেলা থেকে রিপোর্ট এসেছে। সম্প্রতি রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বার্তা দিয়েছিলেন, পার্টির কাছ থেকে যারা দূরে সরে গিয়েছে, নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছে তাদের আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। জেলা থেকে আসা রিপোর্টে যা উঠে আসছে তা হল, নিচুতলায় দূরে সরে যাওয়া পুরনোদের টানাই যাচ্ছে না পার্টির দিকে। আর সবচেয়ে চিন্তার বিষয়, একেবারে শাখাস্তরে পার্টির গণসংগঠনের কোনও সক্রিয়তাই নেই। যুব-শ্রমিক-মহিলাদের শাখাভিত্তিক কোনও কর্মসূচিতে দেখাই যাচ্ছে না। নিচুতলায় যুব-মহিলা সংগঠনের কমিটি কার্যত নিষ্ক্রিয়। শাখা ও এরিয়া স্তরে পার্টির গণসংগঠন এভাবে মুছরে পড়ায় আরও ভাবাচ্ছে শীর্ষ নেতৃত্বকে। আর নতুন কর্মী না আসা কিংবা নিষ্ক্রিয়দের সক্রিয় করতে না পারায় পার্টির কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। স্থায়ী বুথ সংগঠন করা যাচ্ছে না। কোনও নতুন কর্মী বিশেষত তরুণ অংশকে টেনে আনতে পারা যাচ্ছে না। নতুন কর্মীকে পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত করতে না পারায় সক্রিয় করা যাচ্ছে না পার্টিকে। ছাব্বিশের বিধানসভার আগে আন্দোলনের প্রতি নিচুতলার এই অনীহা নিয়ে সিঁদুরে মেঘ দেখছে বঙ্গ সিপিএম। রাজ্য পার্টির নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, স্থানীয় ইস্যু, মানুষের সমস্যা থেকে দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন বাড়াতে হবে। বুথস্তরে হাতেগোনা কর্মী নিয়ে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজই ব্যাহত হচ্ছে। নিচুতলায় কর্মী-সমর্থকের অভাব মিটছে না বলেই পার্টিকে ঘুরে দাঁড় করানোর লক্ষ্যও ব্যর্থ হচ্ছে। তাই এখন কি করনীয় তা নিয়ে নেতৃত্ব ভাবছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। তবে তাদের আশা একদিন না একদিন তা ঘুরবেই। তাদের সেই আশা নিয়ে তারা এই ভাবে বসে থাকলে চলবে না বলেও জেলা নেতৃত্ব মনে করছেন। যে কোনও মূল্যে নীচু স্তরের কর্মীদের দলের কাজে ফিরিয়ে আনতে হবে।

স্ট্যালিনের ডাকা বৈঠকে নেই তৃণমূলের কোনও প্রতিনিধি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মার্চ ঃ ইন্ডিয়া জোটের শরিক ডিএমকে প্রধান এম কে স্ট্যালিনের ডাকা বৈঠকে নেই তৃণমূলের কোনও প্রতিনিধি। লোকসভা আসন পুনর্বিন্যাস নিয়ে শনিবার চেন্নাইতে বৈঠক ডেকেছেন ডিএমকে প্রধান। তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, নবীন পট্টনায়েকের বিজু জনতা দল এবং বিআরএসের প্রতিনিধিরা সেই আলোচনা সভায় যোগ দিলেও বৈঠকে নেই তৃণমূল। সূত্রের দাবি, লোকসভার আসন পুনর্বিন্যাস ইস্যুতে ‘একলা চলো’ নীতি নিয়ে চলতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস। ডুপ্লিকেট এপিক কার্ড বা ভুয়ো ভোটারে বিষয়টিই তৃণমূলের কাছে বর্তমানে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। তাই আপাতত ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে অন্যান্য ইস্যু থেকে দূরে থাকতে চাইছে ঘাসফুল শিবির। সম্প্রতি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ দেশের কয়েকজন অ-বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে লোকসভার আসন পুনর্বিন্যাসের বিষয়টিতে সতর্ক করেছিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তথা ডিএমকে নেতা এম কে স্ট্যালিন। চেন্নাইতে ২২ মার্চের এই বৈঠকে তৃণমূল নেত্রীকে আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন ডিএমকে নেতা। অথচ আজ, শনিবার লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছেন মমতা। ফলে তাঁর পক্ষে বৈঠকে যোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না। স্ট্যালিনের ডাকা এদিনের বৈঠকে ছিলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি এবং পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। এছাড়াও বিজেডি এবং বিআরএসের প্রতিনিধিরা। ইন্ডিয়া জোটের শরিক ডিএমকের ডাকা বৈঠকে আরেক শরিক তৃণমূলের ‘ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তবে দলীয় সূত্রে খবর, তৃণমূল লোকসভা পুনর্বিন্যাস ইস্যু নিয়ে এখনই মাঠে নামতে চাইছে না। কারণ তাদের মতে, গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হলে ভোটার তালিকায় থাকা ‘ভুত’ খুঁজে বের করা অত্যন্ত জরুরি। নাহলে গোটা ভোটপ্রক্রিয়া প্রভাবিত হবে। গণতন্ত্র সম্পূর্ণ ধ্বংস হবে। এই প্রবণতা রুখতে সংসদ থেকে নির্বাচন

এখনই পর্যটকদের জন্য খুলছে না বিশ্বভারতী! নয়া বিজ্ঞপ্তিতে অবস্থান স্পষ্ট করল কর্তৃপক্ষ

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২২ মার্চ ঃ নতুন উপাচার্য বিশ্বভারতীর দায়িত্ব নেওয়ার পরই শোনা যাচ্ছিল, তুলে

নেওয়া হয়েছে ক্যাম্পাসে পর্যটকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা। কিন্তু বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এবার নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল কর্তৃপক্ষ। জানানো হল, এই মুহূর্তেই খুলে দেওয়া যাচ্ছে না ক্যাম্পাস। বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তকমা পেয়েছে, তাই সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে তারপরই সকলের জন্য খোলা হবে বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতীর তরফে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিশ্বভারতীয় ঐতিহ্য হিসেবে চিহ্নিত এলাকার একটি অংশ জনসাধারণের জন্য বন্ধ থাকে। উত্তরায়ণ কমপ্লেক্স, যেখানে রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসভবন এবং বিভিন্ন শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য রয়েছে, বুধ এবং বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্য দিন সেখানে প্রবেশ করতে পারেন সাধারণ মানুষ। বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, অন্য সংস্থাগুলিকেও প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু তার জন্য বরাবরই নাকি জনসংযোগ দপ্তর থেকে দুই সপ্তাহ আগে অনুমতি নিতে হয়। আবেদন করতে হয় provisva-brarati.ac.in-এ। পরবর্তীতেও এই নিয়মই জারি থাকবে। এদিকে পাঠভবনে স্কুল চলাকালীন কোনও অবস্থাতেই (বুধ ও রবিবার ছাড়া সপ্তাহের যেকোনও দিন দুপুর ১.৩০টা পর্যন্ত) আশ্রম এলাকার ভিতরে প্রবেশ বিধিসম্মত নয়। পরবর্তীতেও তা অনুমোদিত হবে না বলেও জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করা হয়েছে। তবে শুক্রবারের এ সংক্রান্ত বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে পরবর্তীতে পর্যটকদের জন্য কিছু অংশ খুলে দেওয়া হবে।

সুদানের বাতাসে শুধুই বারুদের গন্ধ!

সুদানের রাজধানী শহর খারতুমের রিপাবলিকান প্যালেস ফের দখল করে নিল সুদানের সেনাবাহিনী

২২ মার্চ ঃ দু'বছরের লড়াই শেষে সুদানের রাজধানী শহর খারতুমের রিপাবলিকান প্যালেস ফের দখল করে নিল সুদানের সেনাবাহিনী। এমনটাই জানানো হয়েছে ফৌজের তরফে। সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, ভাঙা আসবাবের মধ্যে থেকেই সেনাকর্মীরা অস্ত্র উঁচিয়ে ধরে চিৎকার করছেন, ভগবান সর্বশক্তিমান। এদিকে সুদানের তথ্যমন্ত্রী খালেদ আল-আইসার এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, ‘আজকে পতাকা তোলা হয়েছে। এরপরে জয় সম্পূর্ণ করায়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে।’ গত দুই বছর ধরে গৃহযুদ্ধে জর্জরিত সুদান। সেদেশের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সের সমস্যা থেকে গোলমালের সূত্রপাত। এই সময়কালে রিপাবলিকান প্যালেস ছিল আধাসামরিক বাহিনীরই দখলে। অবশেষে তা ফের দখল করল সামরিক বাহিনী। ২০১৯ সালে গদিচ্যুত হয়েছিলেন সুদানের প্রাক্তন

রাষ্ট্রনায়ক ওমর-আল বশির। এর পরবর্তী সময়ে দুই সেনাবাহিনীই চালাচ্ছিল দেশ। কিন্তু ক্রমেই পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। এই সংঘর্ষে প্রাণ হারান ১০ হাজার মানুষ। গৃহহীন হন বহু মানুষ। আসলে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নেমেছিলেন দেশটির সশস্ত্র বাহিনীরই দুই জেনারেল-সেনাপ্রধান আবদেল আল ফতা আল বুরহান ও জেনারেল মহম্মদ হামদান দাগালো। প্রথম জন সুদানের সেনাপ্রধান এবং ২০১৯ থেকে দেশের সর্বোচ্চ শাসনব্যবস্থার জন্য ভারপ্রাপ্ত কাউন্সিলের প্রধান। দ্বিতীয় জন দেশের আধাসামরিক বাহিনী ‘র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স’ (আরএসএফ)-এর প্রধান তথা কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য। দু'জন জেনারেলের বিরুদ্ধেই মানবাধিকার ভঙ্গ, লুটতরাজ, নৃশংসতা ও ধর্ষণে মদতের অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে যুদ্ধবিরতি শেষে ফের গাজায় আগুন ঝরাচ্ছে ইজরায়েল। হামাসের ডেরা খুঁজে খুঁজে আক্রমণ শানাচ্ছে ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ)। এবার তেল আভিভের হামলায় গাজায় খতম হয়েছে হামাসের ৩ শীর্ষ কমান্ডার। পাশাপাশি নিকেশ হয়েছে ইসলামিক জেহাদের এক জঙ্গিও। দীর্ঘ দিন ধরে এই জেহাদি গাজায় গাজায় অস্ত্র পাচার করছিল। এই মুহূর্তে মধ্য এবং দক্ষিণ গাজার বেশ কয়েকটি এলাকায় ভয়ংকর অভিযান চালাচ্ছে ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স (আইডিএফ)। মধ্য গাজার নেতজারিম করিডরের অনেকখানি দখল করে ফেলেছে তারা। এই নেতজারিম করিডরের মাধ্যমেই উত্তর এবং দক্ষিণ গাজার মধ্যে যোগাযোগ বজায় থাকে। সেই করিডর ইজরায়েলের হাতে চলে যাওয়ার পর গাজার দুই প্রান্ত কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।জানা গিয়েছে, তেল আভিভের হামলায় দক্ষিণ গাজার খান ইউনুস শহরে খতম হয়েছে হামাসের নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান রাশিদ জাহজু, আয়মান আতসিলা ও সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান ওসামা তাবাশ।। আইডিএফের অভিযোগ, এই জেহাদিরা গাজাজুড়ে হামাসের মতাদর্শ প্রচার করত। অন্যান্য সদস্যদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে নানা গোয়েন্দা তথ্য পাচার করত। পাশাপাশি নানা ষড়যন্ত্রের ছক কষত। এদিকে, আইডিএফের অন্য এক অভিযানে নিকেশ হয়েছে ইসমাইল আবাদ আল-আল। এই জেহাদি গাজায় অস্ত্রের চোরাচালান করত।

ব্যাংককে বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলন

আগামী এপ্রিল মাসে মোদি-ইউনুস সাক্ষাৎ-র সম্ভবনা!

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ ঃ শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। হাসিনার প্রত্যর্পণ, হিন্দু নির্যাতন-সহ একাধিক ইস্যুতে দুদেশের মধ্যে চাপানউতোর বাড়ছে। মহম্মদ ইউনুসের সরকার এখন ‘পাক প্রীতি’তে মজে। আর অন্যদিকে, দিল্লিকে নিয়ে একের পর এক মন্তব্য করে যাচ্ছেন ইউনুসের উপদেষ্টারা। এই পরিস্থিতিতে আগামী এপ্রিল মাসে মুখোমুখী হতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা! বিদেশমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী এপ্রিল মাসের ২ থেকে ৪ তারিখ থাইল্যান্ডের ব্যাংককে বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে মোদির। যাওয়ার কথা রয়েছে ইউনুসেরও। ফলে জল্পনা শুরু হয়েছে যে, এই আন্তর্জাতিক সামিটের ফাঁকেই কী আলাদা করে বৈঠকে বসবেন দু'জনে?

গত বছরের ৫ আগস্ট পতন হয় হাসিনার। ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে শপথ নেন মহম্মদ ইউনুস। আট মাস হয়ে গেলেও এখনও তাঁর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়নি নমোর। গত সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ভাষণ দিয়েছিলেন মোদি। সেখানে গিয়েছিলেন ইউনুসও। তখন অধিবেশনের ফাঁকে মোদির সঙ্গে বৈঠক করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা দু'জনের।প্রসঙ্গত, এখন হাসিনা ভারতের আশ্রয়ে রয়েছেন। দিল্লির সেফ হাউস থেকেই আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মীদের তিনি বার্তা দিচ্ছেন। এনিয়ে মুজিবকন্যার বিরুদ্ধে তোপ দেগে নানা মন্তব্য করেছিলেন ইউনুস। কয়েকদিন আগেই হাসিনা বার্তা দিয়েছেন, ‘বিচারের নামে যে নারকীয় ঘটনা ঘটানো হয়েছে তার বিচার তিনি করবেন। খুনিদের শাস্তি দিতে ফের বাংলাদেশে ফিরবেন। আর মুজিবকন্যার এই হুঙ্কারে কপালে চিন্তার ভাঁজ ইউনুসের। ফলে মোদির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় তাহলে হাসিনাকে ফেরত চেয়ে কী বার্তা দেন ইউনুস সেদিকেই নজর সমস্ত কূটনীতিকদের।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক মাস্টারদা সূর্য সেনের শুভ জন্মদিন

দুরন্তবার্তা,বাঁকুড়াঃ১৮৯৪ সালের ২২ শে মার্চ চট্টগ্রামের রাউজান থানার নোয়াপাড়ায় দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মাস্টারদা সূর্যসেন। তাঁর বাবার নাম রাজমণি সেন। মায়ের নাম শশী বালা সেন।শৈশবে পিতা মাতাকে হারিয়ে সূর্য সেন কাকার কাছে মানুষ হয়েছেন। সূর্য সেন খুব ভালো ছাত্র ছিলেন ।অসাধারণ মেধা। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর জীবনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল।১৯১৬ সালে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্র থাকাকালীন সূর্য সেন সরাসরি রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত হন। তিনি এই কলেজের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর সংস্পর্শে আসেন। সূর্য সেন কে তিনি বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা দেন। সূর্য সেন ১৯১৮ সালে শিক্ষা জীবন শেষ করে চট্টগ্রামে এসে বিপ্লবী দলে যোগদান করেন।১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দিন ঠিক করা হয়। মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করা হয়। চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করা হয় ।চট্টগ্রাম ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত ছিল মাত্র চার দিন।চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর ইংরেজ সৈন্য তাদের আক্রমণ করলে বিপ্লবীরা বিভিন্ন জায়গায় আত্মগোপন করেন। ১৯৩০ সাল থেকে সূর্যসেন পলাতক ছিলেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। অবশেষে ১৯৩৩ সালের ১৭ ই ফেব্রুয়ারি ইংরেজ সরকার সূর্য সেন কে গ্রেপ্তার করে। এরপর চলে বিচারের নামে প্রহসন। ১৯৩৪ সালের ১২ই জানয়ারি সূর্য সেনের ফাঁসি কার্যকর করা হয়।ভারতবর্ষের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা মাস্টারদা সূর্য সেন আজ তোমার শুভ জন্মদিন। বাংলার জনপ্রিয় দৈনিক সংবাদপত্র দুরন্ত বার্তার পক্ষ থেকে আমরা জানাই তোমাকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

লরেটো কলেজে বসন্ত উৎসব

কলকাতা, ২২ মার্চ ঃ ঋতুদের রাজদরবারে ধরাচুড়ো পরে বসে থাকেনা বসন্ত।' অচেনা রাজা '- র মত সে বারবার পথে নামে ভরিয়ে দিতে। কখনো আবার ছড়িয়ে দেয় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার নানান লোক-আখ্যান। শতাধিক বছরের প্রাচীন মিশনারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান লরেটো কলেজ - এর এবারের বসন্ত উৎসব উদযাপনে উঠে এল এই ভাবনাই। কর্মচঞ্চল পার্ক স্ট্রিটের অদূরেই কলেজের ইস্টার্ন কালচারাল সোসাইটির সদস্য ছাত্রীরা কলেজ চত্বরেই যেন তুলে আনল এক টুকরো বৃন্দাবন। তাদের নিবেদন ' বসন্ত আওল'- র শুরু থেকে শেষ, তাই নাচে, গানে, আবৃত্তিতে ও অভিনয়ে.কখনো ধরা দিয়েছে ফুল হোলি, লাঠমার হোলি, রং পঞ্চমী থেকে শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব।এই উপস্থাপনা প্রসঙ্গে সমিতি প্রধান উদিতি মহাপাত্র জানায়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কলেজে পড়তে আসা ছাত্রীরা, যাদের বাংলার দোল কিংবা বসন্ত উৎসব সম্পর্কে তেমন ধারণা নেই, তাদের সকলকে এই উদযাপনে সামিল করার জন্যই এহেন আয়োজন।অনুষ্ঠানের শুরুতে টিচার ইন চার্জ সিস্টার ডঃ এ নির্মলার স্বাগত ভাষণেও বারবার উঠে আসে বসন্তের ছোঁয়ায় বৈচিত্র্যের মধ্যেই নতুন ও পুরোনো সব সম্পর্কের প্রাণ পাওয়ার কথা। সব্যসাচী চন্দ-র তালবাদ্য সঙ্গতে কলেজের প্রাক্তনী সংগীতশিল্পী দময়ন্তী দুবে-র অসাধারণ ঠুমরী উপস্থাপন থেকে ভানুসিংহের পদাবলীর গানের সাথে নৃত্য প্রদর্শন, দর্শকাসনে পাশাপাশি বসে একযোগে উপভোগ করতে দেখা যায় শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, প্রাক্তনী ও সদ্য কলেজে পা রাখা ছাত্রীদের। বসন্তের এই সমগ্র উদযাপনটিকে যেন বিনি সুতোয় বেঁধে রেখেছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর ' বসন্ত ' নাটকের বেশ কিছু সংলাপ, যা মনে করিয়ে দিল পূর্ণ থেকে রিক্ত, রিক্ত থেকে পূর্ণ।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল বাস, আহত ২০

হুগলি, ২২ মার্চ ঃ শনিবার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়লো বাস। এদিন সকালে এই দুর্ঘটনা ঘটে হুগলির পুরশুড়ার হরিহরে। যাত্রিবাহী বাসটি পানসিউলি থেকে তারকেশ্বর যাচ্ছিল। সে সময়ই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা ধারে উল্টে যায় বাসটি।এই ঘটনার জেরে প্রায় ২০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।

বাওলিয়ালি ধামের অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রধানমন্ত্রীর

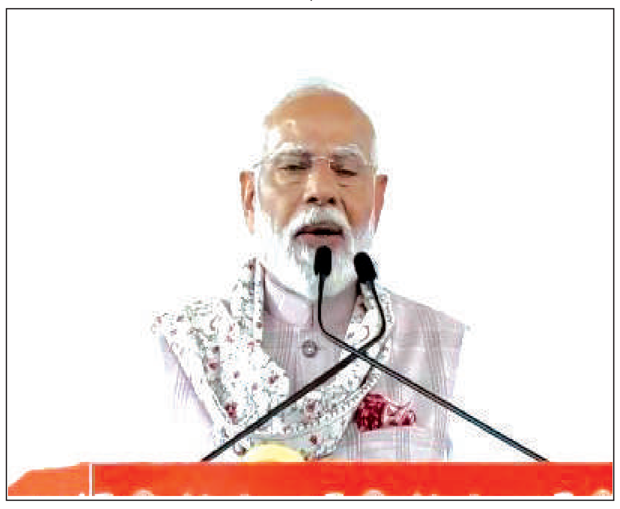

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃবাওলিয়ালি ধামে গুজরাটের ভারওয়া। সমাজের এক অনুষ্ঠানে ভিডিও বার্তার মাধ্যমে আজ ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। সমাবেশে শ্রী মোদী মহন্ত শ্রী রাম বাপু, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং উপস্থিত হাজারো ভক্তবৃন্দকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ভারওয়া। সমাজ এবং সাধু ও মহন্ত, যাঁরা এই পরম্পরাকে রক্ষা করে চলেছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তিনি। ঐতিহাসিক মহাকুম্ভের আনন্দ ও গর্বের কথা তুলে ধরে শ্রী মোদী ঐ পবিত্র অনুষ্ঠানে মহন্ত শ্রী রাম বাপুকে মহামণ্ডলেশ্বর উপাধি প্রদান এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে আখ্যা দিয়ে একে এক অসাধারণ সাফল্য এবং সকলের কাছে এক গভীর সন্তোষের কারণ বলে ব্যাখ্যা করেন।গত সপ্তাহজু।ে ভাবনগরের পবিত্র ভূমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনের রূপ নিয়েছে বলে শ্রী মোদী মন্তব্য করেন। সেখানে ভগবত কথার পাশাপাশি ভক্তি-নিষ্ঠার এক অনন্য পরিবেশ গা।ে উঠেছে জানিয়ে তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ কৃষ্ণভক্তিতে নিজেদের নিমজ্জিত করেছেন। বাওলিয়ালি কেবল একটি ধর্মীয় স্থানই নয়, এটা ভারওয়া। সম্প্রদায় সহ অন্যদের বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও ঐক্যের এক প্রতীক হয়ে দাঁ।িয়েছে।নাগা লাখা ঠাকুরের আশীর্বাদধন্য বাওলিয়ালি ধর্ম স্থান ভারওয়া। সম্প্রদায়কে অনন্ত অনুপ্রেরণা এবং সঠিক দিশা দেখিয়েছে বলে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে নাগা লাখা ঠাকুর মন্দির নির্মাণের সুবর্ণ সুযোগ একটি তাপর্যপূর্ণ ঘটনা। হাজার হাজার মহিলা এখানে যে রাস উৎসব পালন করেছেন তাকে বৃন্দাবনের এক জীবন্ত মহিমা হিসেবে বর্ণনা করেন তিনি। শ্রী মোদী আরও বলেন যে ভগবত কথার মূল্যবান উপদেশের মাধ্যমে এই সম্প্রদায় নিজেদেরকে ঋদ্ধ করেছে।মহন্ত শ্রী রাম বাপুজি এবং বাওলিয়ালি ধামের সংগঠকরা এই পবিত্র অনুষ্ঠানে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংসদ চলায় তিনি ব্যস্ত থাকায় ব্যক্তিগতভাবে সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। ভবিষ্যতে কোনো সুযোগ পেলে, তিনি সেখানে উপস্থিত থেকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।বাওলিয়ালি ধামের সঙ্গে ভারওয়া। সম্প্রদায়ের দীর্ঘ সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী সেবা এবং প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসায় এই সম্প্রদায়ের ত্যাগ ও নিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, গো-সংরক্ষণে তাঁদের দায়বদ্ধতা নজির গ।ছে। নাগা লাখা ঠাকুর সেবাকর্মে যে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, তার উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, শত শত বছর পরেও তা সকলের কাছে এক দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে। ভয়াবহ খরা যখন গুজরাটে সঙ্কটজনক পরিস্থিতি তৈরি করেছিল, সেই সময় পূজ্য ইসু বাপুর সেবাকর্মের নজির তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। ধানধুকা এবং রামপুর জলাভাবে ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল। পূজ্য ইসু বাপুর নিঃস্বার্থ সেবাকর্মকে ঐশ্বরিক কর্ম হিসেবে আখ্যা দেন প্রধানমন্ত্রী। স্থানচ্যুত সম্প্রদায়ের কল্যাণকর্মে এবং তাঁদের সন্তানদের পড়াশোনার পাশাপাশি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সর্বোপরি গো-সংরক্ষণ ইসু বাপুর নিষ্ঠা এবং সেবার প্রতি আলোকপাত করেন তিনি। শ্রী মোদী বলেন যে ইসু বাপুর কাজের মধ্য দিয়ে সেবা ও ভালোবাসার পরম্পরা প্রতিফলিত হয়েছে।ভারওয়া। সম্প্রদায়ের ত্যাগ, নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রমের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং ঐ সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর অতীতের নানা আলোচনার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, লাঠির পরিবর্তে তিনি তাঁদেরকে কলম ধরতে উসাহিত করেছিলেন যাতে শিক্ষার গুরুত্ব কাজের মধ্য দিয়ে স্বীকৃতি পায়। এই সম্প্রদায়ের নব-প্রজন্ম নতুন দিশাদর্শী হয়ে তাঁদের সন্তানদেরকে শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে চলেছে বলে শ্রী মোদী তাঁর গর্বের কথা ব্যক্ত করেন। ভবিষ্যতের অগ্রগতির ওপর আলোকপাত করে তিনি বলেন যে এই সম্প্রদায়ের কন্যারাও কম্পিউটারে প্রশিক্ষিত হবে। ' দেব ভবঃ' পরম্পরার প্রতি এই সম্প্রদায়ের যে নিষ্ঠা তা তাঁদের সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতার পরিচায়ক বলে বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যই হল যৌথ পরিবারের প্রবীণদের প্রতি যত্নশীল হওয়া। আধুনিকতাকে গ্রহণ করার পাশাপাশি তাঁরা প্রথাগত ঐতিহ্যকেও ধরে রেখেছেন জানিয়ে তিনি বলেন, স্থানচ্যুত পরিবারগুলির সন্তানদের জন্য হস্টেলের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া এবং বিশ্বজু।ে নতুন সম্ভাবনার সঙ্গে এই সম্প্রদায়কে যুক্ত করার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। এই সম্প্রদায়ের কন্যারা ক্রীড়াক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করুন, তাঁর সেই ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী জানান যে গুজরাট খেল মহাকুম্ভে তাঁদের মধ্যে সেই সম্ভাবনা তিনি লক্ষ্য করেছেন। গবাদি পশু সংরক্ষণে এই সম্প্রদায়ের যে নিষ্ঠা তা প্রতিফলিত হয়েছে গির গো প্রজননে যা সর্বত্র প্রশংসিত। গির-এর গরু বিশ্বজু।ে আলোচিত। নিজেদের সন্তানদের মধ্যেও গবাদি প্রতিপালনের এই নিষ্ঠাভাব যাতে তাঁরা গড়ে তোলেন সেই আর্জি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।ভারওয়া। সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর নিজের গভীর সংযোগের কথা উল্লেখ করে এই সম্প্রদায়কে তাঁর নিজের পরিবার আখ্যা দিয়ে শ্রী মোদী বলেন, বাওলিয়ালি ধামের এই সমাবেশ আগামী ২৫ বছরে বিকশিত ভারতের লক্ষ্য পূরণে এগিয়ে আসবে। যৌথ প্রয়াসের গুরুত্বের প্রতি আলোকপাত করে লালকেল্লার প্রাকার থেকে ঘোষিত তাঁর ' প্রয়াস' সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রের এক বৃহত্তর শক্তি হিসেবে তা দেখা দিতে পারে। বিকশিত ভারত গা।ে তোলার ক্ষেত্রে গ্রামের উন্নতি প্রাথমিক লক্ষ্য বলে আখ্যা দেন শ্রী মোদী। গবাদি পশুদের নিখরচায় টিকাকরণ কর্মসূচির যে প্রয়াস সরকার গ্রহণ করেছে তার ওপর আলোকপাত করে তিনি বলেন যে এই সম্প্রদায় যাতে নিয়মিত তাঁদের গবাদি পশুদের টিকাকরণ করে তা নিশ্চিত করতে হবে। গবাদি পশুপালকদের জন্য কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের সূচনার ফলে তাঁরা স্বল্প সুদে ঋণ নিয়ে তাঁদের ব্যবসা আরও বাড়াতে পারবেন। দেশজ পদ্ধতিতে গবাদি পশুর প্রজননের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে শ্রী মোদী বলেন, গবাদি পশু সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জাতীয় গোকুল মিশনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই কর্মসূচির যাবতীয় সুযোগ নেওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। বৃক্ষ সৃজনের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী মায়ের সম্মানে একটি গাছ রোপণে এই সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করেন। ধরিত্রী মায়ের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে নতুন দিশাদর্শী এই উদ্যোগ শোষিত প্রকৃতি যা রাসায়নিক ভারে জীর্ণ, তার গায়ে তা এক স্নেহের পরশ হয়ে উঠতে পারে। গুজরাটের রাজ্যপাল শ্রী আচার্য দেবব্রত প্রাকৃতিক চাষের প্রসার ঘটাতে যে উদ্যোগ নিয়েছেন তার প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী সেই কাজে এই সম্প্রদায়কেও যুক্ত হতে বলেন।ভারওয়া। সম্প্রদায়কে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নাগা লাখা ঠাকুরের আশীর্বাদে প্রত্যেকে যাতে ধন্য হন, তার প্রার্থনা করেন। বাওলিয়ালি ধামের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্য, কল্যাণ ও অগ্রগতির কামনা করে শ্রী মোদী এই সম্প্রদায়কে লেখাপ।ার প্রতি আরও বেশি করে যত্নশীল হতে বলেন যাতে এক শক্তিশালী সমাজ গড়ে তুলতে এই সম্প্রদায়ের কন্যারা লেখাপ।ায় কৃতকর্ম হতে পারেন। আধুনিকতার মধ্য দিয়ে এই সম্প্রদায়ের সশক্তিকরণ ঘটলে তা তাঁদের এগিয়ে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করবে। এই পবিত্র অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে প্রধানমন্ত্রী তাঁর অপরিসীম আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেন।

বিশ্ব জল দিবস পালিত হল ওন্দা ব্লকের মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়াঃবাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অধীন ওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত শিশু মিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যথাযথ ভাবে বিশ্ব জল দিবস পালিত হচ্ছে।পৃথিবীর তিন ভাগ জল, একভাগ স্থল। এর মধ্যে ৯৭ জল সমুদ্রের জল। বাকি তিন শতাংশ জল আমাদের ব্যবহারের উপযোগী। এর মধ্যে মেরু প্রদেশে জমা আছে ২.৩১ শতাংশ। বাকি মাত্র দশমিক ছয় নয় শতাংশ জল আমরা ব্যবহার করি। ফলে সহজেই অনুমেয় জল আমাদের কতটা গুরুত্বপূর্ণ। জলের ঘাটতির কারণে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের ভয়াবহ জল সংকটের মুখে পড়তে হবে।এই সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবিলায় জাতি সংঘের উদ্যোগে ১৯৯৩ সাল থেকে প্রতি বছর ২২ শে মার্চ বিশ্ব জল দিবস সারা বিশ্বের সব দেশে পালিত হয়ে আসছে।মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে জল দিবসে জলের অপচয় বন্ধ করতে স্লোগান সহ জনসচেতনতার আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় জানান যে, বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জলের সংকট বাড়ছে। তাই জলের গুরুত্ব সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের অবহিত করতে-এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। তিনি আরও জানান যে, বিদ্যালয়ে বৃষ্টির জল ও নলকূপের জল ভূগর্ভে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

লুকোচুরি শেষ, নাগপুর হিংসায় অবশেষে গ্রেফতার হামিদ ইঞ্জিনিয়ার

নাগপুর, ২২ মার্চ ঃ মহারাষ্ট্রের নাগপুরে সংঘর্ষ ও হিংসাত্মক ঘটনায় পুলিশের জালে ধরা পড়ল হামিদ ইঞ্জিনিয়ার। গত শুক্রবার গভীর রাতে হামিদকে গ্রেফতার করেছে নাগপুর পুলিশ। হামিদ ইঞ্জিনিয়ার মাইনরিটিস ডেমোক্রেটিক পার্টির কার্যনির্বাহী সভাপতি।শনিবার সকালে নাগপুরের ডিসিপি লোহিত মাতানি বলেছেন, নাগপুরের হিংসার ঘটনায় শুক্রবার গভীর রাতে হামিদ ইঞ্জিনিয়ার নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। হিংসাত্মক ঘটনার পর থেকেই সে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, ধৃত হামিদ মাইনরিটিস ডেমোক্রেটিক পার্টির কার্যনির্বাহী সভাপতি।

অমিত শাহের নেতৃত্বে দেশে সন্ত্রাসবাদের অবসান ঘটছেঃদিলীপ ঘোষ

খা।গপুর, ২২ মার্চ ঃ খড়গপুরে ফের খোশ মেজাজে দেখা গেল বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষকে। অন্যান্য দিনের মতো শনিবার সকালেও সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন তিনি। নানা বিষয়ে জানালেন নিজের মনের কথা। শনিবার সকালে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, অমিত শাহের নেতৃত্বে দেশে সন্ত্রাসবাদের অবসান ঘটছে। আর বোমার শব্দ নেই, আর মাইন বিস্ফোরণও হচ্ছে না। এটা ভালো যে তিনি সরাসরি বিষয়টিকে লক্ষ্য করেছেন।আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডাক্তার সুবর্ণ গোস্বামীর বদলির বিষয়ে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেন, সেই সময়, অভয়া মামলা নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী লোকজনকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে, সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। এখন, যখন আবার আন্দোলন শুরু হচ্ছে, তখন যারা বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের নিশানা করা হচ্ছে।

ঘাটতিশূন্য অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ হাওড়া পুরসভায়, উন্নয়নে বিশেষ জোর

নিজস্বসংবাদদাতা,হাওড়া,২২ মার্চঃ ঘাটতিশূন্য অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ হলো হাওড়া পুরসভায়, উন্নয়নে বিশেষ জোর। গত শুক্রবার দুপুরে হাওড়া পুরসভায় অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করা হয়। ২০২৫-২৬ এ ঘাটতিশূন্য বাজেট পেশ হয় এদিন। পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী বলেন, এবারের বাজেট ৩৯৮ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকার। ২০২৪-২৫ এ তা ছিল ৩৪১ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকার। এবার উন্নযন খাতে খরচের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ৭টি বরোর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ২০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। আগের বছরে তা ছিল ২০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। আলোর জন্য খরচ করা হবে ১১ কোটি টাকা। আগের আর্থিক বছরে তা ছিল ৯ কোটি টাকা। রাস্তার জন্য ৩২ কোটি টাকা বাড়িয়ে এবার করা হয়েছে ৩৫ কোটি টাকা। ৪৬ এবং ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের জন্য বাড়তি এক কোটি টাকা আলাদা রাখা হয়েছে আলো এবং রাস্তার উন্নয়নের জন্য। আগের বছর ৪৭ এবং ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডে এই উন্নয়নের কাজ করা হয়েছে। এবারের বাজেটে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এর জন্য ৬ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২ কোটি টাকা করা হয়েছে। স্বাস্থ্যের জন্য ২১ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৮ কোটি টাকা করা হয়েছে। কনজারভেন্সির জন্য ৪১ কোটি থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৬৫ কোটি টাকা। বস্তি উন্নয়নের জন্য এক কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে তা এবার করা হয়েছে ১০ কোটি টাকা। হাওড়া পুর এলাকার ৪টি বিধানসভায় ৪টি বস্তিকে উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। হাওড়া পুরসভার প্রজেক্ট 'সক্ষম' এর বিল্ডিং এর জন্য ২.৩ কোটি টাকা খরচ করা হবে। শেষ আর্থিক বছরে গ্রাচুইটি ব্যবস্থা করা হয়েছে ১০ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। কোনও ট্যাক্স বাড়ানো হবে না। রেভিনিউ বাড়াতে ট্যাক্স যারা দিচ্ছেন না তাঁদের চিঠি পাঠানো হচ্ছে। না দিলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা দেওয়া হবে। এছাড়াও দুয়ারে ট্রেড লাইসেন্স করা হয়েছে। ট্যাক্স যাতে পাওয়া যায় তার জন্য পুরো প্রপার্টি ট্যাক্স অনলাইনে হয়ে যাবে। পাশাপাশি হোর্ডিং এবং পার্কিংয়ে আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে টার্গেট পূরণ করা যায়।

রকমারি টিউলিপের সমাহার, ২৬ মার্চ খুলছে কাশ্মীরের এই বাগান

শ্রীনগর, ২২ মার্চ ঃ চারিদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে রকমারি ফুলের সমাহার। যে দিকে চোখ যায়, শুধুই ফুল আর ফুল। টিউলিপের বাহার দেখলে চোখের পলক পড়বে না। ভূস্বর্গের কোলে সকলেরই নজর টানে টিউলিপের বাগান। যার সৌন্দর্য্যে মোহিত সকলেই। এই মুহূর্তে এশিয়ার সবচেয়ে বড় টিউলিপের বাগান হল এটি।কাশ্মীর উপত্যকায় পর্যটন মরশুমের সূচনা উপলক্ষ্যে আগামী ২৬ মার্চ জনসাধারণের জন্য এই টিউলিপ বাগান উন্মুক্ত করা হবে। ওই দিন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ উন্মুক্ত করবেন টিউলিপ বাগান। ভূস্বর্গ বরাবরই পর্যটকদের অন্যতম প্রিয় গন্তব্য। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মুগ্ধ করে পর্যটকদের, তেমনই টিউলিপের এই বাগানও পর্যটকদের আকৃষ্ট করে।শ্রীনগরের ডাল লেক এবং জাবারওয়ান পাহাড়ের কোলে সারি সারি টিউলিপ যেন ভূস্বর্গের সৌঃদর্য্যকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। টিউলিপ বাগানের আগের নাম ছিল সিরাজ বাগ। পরে নাম রাখা হয় 'ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল টিউলিপ গার্ডেন'। শুধু টিউলিপই নয়, এই বাগানে রয়েছে আরও অনেক ফুল। ড্যাফোডিল, রানুনকুলি-সহ ৪৬ রকমের ফুল রয়েছে এখানে।

দিল্লি সরকারকে নিশানা এএপি-র, বিক্ষোভে শামিল অতিশী ও সৌরভ

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ ঃ দিল্লির মহিলাদের ২,৫০০ টাকা দেওয়ার বিষয়ে মহিলা সম্মান যোজনা বাস্তবায়ন না করার অভিযোগ তুলে শনিবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন দিল্লি বিধানসভার বিরোধী দলনেত্রী অতিশী মারলেনা। তিনি বলেছেন, নির্বাচনের আগে, প্রধানমন্ত্রী মোদী দিল্লির মহিলাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ৮ মার্চ প্রতিটি মহিলা ২,৫০০ টাকা পাবেন। কিন্তু কোনও টাকা জমা হয়নি। এর অর্থ হল এটি একটি 'জুমলা' ছিল। ২,৫০০ টাকা তো দূরের কথা, এই প্রকল্পের জন্য নিবন্ধনও এখনও শুরু হয়নি।এএপি নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ৮ মার্চ দিল্লির প্রতিটি মহিলাকে ২,৫০০ টাকা দেওয়া হবে। আমরা 'ব্যাংক অফ জুমলা'-এর ২,৫০০ টাকা লেখা চেকটি দিয়েছি। হয়তো এখন, বিজেপি লজ্জিত হবে এবং তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে।

বিহারের প্রগতি হচ্ছে, আরজেডি-কে কটাক্ষ করে মন্তব্য লালন সিংয়ের

পাটনা, ২২ মার্চ ঃ বিহারের প্রগতি হচ্ছে, জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন (লালন) সিং। শনিবার পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, বিহারের প্রগতি হচ্ছে। এখন দেশের যে কোনও জায়গায় বিহারী হিসেবে ডাকাটা সম্মানের। বিহার দিবসে বিহারের জনগণকে শুভেচ্ছা। বিহারের বিরোধী নেতারা মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের পদত্যাগ দাবি করার বিষয়ে তিনি বলেন, কে পদত্যাগ দাবি করছে? তারা যা বলছে তার কোনও অর্থ নেই এবং এর কোনও প্রতিক্রিয়া হতে পারে না।

শম্ভু ও খানৌরি সীমানায় যানবাহন চলাচল শুরু, মোতায়েন সুরক্ষা বাহিনী

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ ঃশম্ভু ও খানৌরি সীমানা থেকে অবশেষে যানবাহন চলাচল শুরু হল। পঞ্জাব-হরিয়ানা খানৌরি সীমানা থেকে প্রতিবাদী কৃষক ও কৃষকদের দ্বারা নির্মিত অস্থায়ী কাঠামো অপসারণের পর, ওই রুটে যানবাহন চলাচল পুনরায় শুরু হযেছে। তবে, এখনও পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রয়েছে।পঞ্জাব-হরিয়ানা খানৌরি সীমানায় হরিয়ানার দিকে কৃষকদের আটকাতে নির্মিত সিমেন্টের দেওয়ালটিও সরিয়ে ফেলা হয়েছে, যার ফলে চলাচলের পথ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। সীমানার হরিয়ানার দিকে নিরাপত্তার জন্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

গো সেবা রত্ন অলংকরণ উৎসবে ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল

রায়পুর, ২২ মার্চ ঃ ছত্তিশগড়ের খৈরাগড়-ছুঁইখাদান-গাণ্ডাই জেলায় গত শুক্রবার অনুষ্ঠিত হল 'গো সেবা রত্ন অলংকরণ উৎসব'। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল রমেন ডেকা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।রাজ্যপাল এদিন মনোহর গোশালায় পৌঁছে পূজা-অর্চনা ও গো মাতার আরাধনায় অংশ নেন। এরপর তিনি মন্দিরে গো আরতিতে যোগ দেন এবং গো মাতার পূজা করেন। রাজ্যপাল গো সেবার গুরুত্বের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন এবং গো রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট থাকার আহ্বান জানান।পূজা ও আরতির পর রাজ্যপাল গোশালা চত্বর পরিদর্শন করেন এবং সেখানে গো সেবার জন্য নেওয়া পদক্ষেপগুলির প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, গো সেবা আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি পরিবেশ ও গ্রামীণ জীবনের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই অনুষ্ঠানে গোশালা পরিচালন কমিটির সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা উপস্থিত ছিলেন।

আসুন ঐক্যবদ্ধ হই ও ন্যায্য সীমানা না পাওয়া পর্যন্ত প্রতিবাদ করিঃস্ট্যালিন

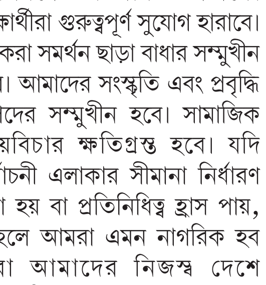

চেন্নাই, ২২ মার্চ ঃআসুন ঐক্যবদ্ধ হই ও ন্যায্য সীমানা না পাওয়া পর্যন্ত প্রতিবাদ করি। আসন পুনর্বিন্যাস নিয়ে প্রথম যৌথ কমিটির বৈঠকে এই মন্তব্য করেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। শনিবার এই বৈঠকে স্ট্যালিন বলেছেন, আমরা এমন কোনও কিছুর বিরোধিতা করি না যা গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বকে শক্তিশালী করে, তবে সেই পদক্ষেপটি অবশ্যই ন্যায্য হতে হবে এবং ন্যায্য রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বকে প্রভাবিত করা উচিত নয়। এই প্রতিবাদ সীমানা নির্ধারণের বিরুদ্ধে নয়, বরং ন্যায্য সীমানা নির্ধারণের আহ্বান জানাতে।এম কে স্ট্যালিন আরও বলেছেন, যদি প্রতিনিধিত্ব হ্রাস পায, তাহলে রাজ্যগুলির তহবিল পাওয়ার জন্য লড়াই শুরু হবে। আমাদের ইচ্ছা ছাড়াই আইন তৈরি করা হবে। এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যা আমাদের জনগণকে প্রভাবিত করবে। শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হারাবে। কৃষকরা সমর্থন ছাড়া বাধার সম্মুখীন হবে। আমাদের সংস্কৃতি এবং প্রবৃদ্ধি বিপদের সম্মুখীন হবে। সামাজিক ন্যায়বিচার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা হয় বা প্রতিনিধিত্ব হ্রাস পায়, তাহলে আমরা এমন নাগরিক হব যারা আমাদের নিজস্ব দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা হারাবে।

ঝাড়খণ্ডে ২৩ মার্চ বজ্রপাত ও বৃষ্টির পূর্বাভাস

রাঁচি, ২২ মার্চ ঃ নিম্নচাপের প্রভাবে ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি, ঝড়ো হাওয়া ও শিলাবৃষ্টি হয়। সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে চাইবাসায় (৫৪ মিমি)। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২৩ মার্চ সান্থাল, কোলহান ও রাঁচির সংলগ্ন এলাকাগুলিতে বজ্রপাত ও ৩০-৪০

শুষ্ক আবহাওয়া কাশ্মীরে, ২৭-২৮ মার্চ বৃষ্টি ও তুষারপাত প্রত্যাশিত

শ্রীনগর, ২২ মার্চঃ আগামী ২৬ মার্চ পর্যন্ত মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। এই সময়ে আবহাওয়া উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হবে না। তবে, ২৭-২৮ মার্চ জম্মু ও কাশ্মীরের উঁচু পাহাড়ি এলাকায় হালকা বৃষ্টিপাত ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৬ মার্চ সন্ধ্যা পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। ২৭-২৮ মার্চ জম্মু ও কাশ্মীরের উঁচু পাহাড়ি এলাকায় হালকা বৃষ্টিপাত ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ২৯-৩১ মার্চ পর্যন্ত আবহাওয়া শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, এই মুহূর্তে কৃষকদের কৃষিকাজ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী ৩ দিনে, দিনের তাপমাত্রা ৪-৬ ডিগ্রি পর্যন্ত কমতে পারে দক্ষিণবঙ্গে, উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ৩-৫ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে চলবে ঝ।-বৃষ্টিও। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৩.৯ ছিল ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৩ ডিগ্রি বেশী।জোয়ার-সকাল৮ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল৮ টা ৫০মনিট এবং রাত ২ টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৪৮মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৪৬মনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

৯ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,রবিবার, ইংরেজীঃ২৩ মার্চ ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ ৮ চৈত্র, চান্দ্রঃ৫ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৭ চৈত্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৬ চৈত্র ১৯৪৬, মৈতৈঃ৫ লমতা, আসামঃ৪ চৈত্র, মুসলিমঃ৪-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৭ঃ ৪২ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৩৮ঃ ৪৫।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৮ঃ৪২ঃ ৫২(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১০ঃ২০ঃ ৪৬(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃপঞ্চমী (পূর্ণা) রাত্রিঃ০৭ঃ৫৯ঃ৫৩ দং ৩৫৫১৫ পর্যন্তনক্ষঃভরণী কাল ঘ ০৭ঃ১৭ঃ৪৬ দং ৩২২৭.৫ পর্যন্ত পরে কৃত্তিকাকরণঃবালব রাত্রিঃ০৭ঃ ৫৯ঃ৫৩ দং ৩৫৫১৫ পর্যন্ত পরে কৌলবযোগঃইন্দ্র। অমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ১৮ঃ০০ থেকে - ১০ঃ৩৮ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৮ঃ২৬ থেকে - ০২ঃ৩১ঃ৫৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ ১৮ঃ৩৮ থেকে - ০৪ঃ৫২ঃ০৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৩৮ঃ৫১ থেকে - ০৬ঃ২৮ঃ০৭ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ ৫৫ঃ৫৪ থেকে - ১১ঃ২৩ঃ৪১ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫১ঃ২৯ থেকে - ০৩ঃ৩০ঃ০০ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৮ঃ২৬ থেকে - ০১ঃ ৪৫ঃ১০ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ ১২ঃ৫৭ থেকে - ০১ঃ০২ঃ১৩ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ২৫ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৩ঃ০৩ পর্যন্ত। কালবেলাদিন ০১ঃ১৫ঃ৫৭ থেকে - ০২ঃ৪৩ঃ৩৫ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ ০৭ঃ১১ঃ১৩ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৩৫ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ ১০২০১৬৫২ (২৫) ১ পদ চন্দ্রঃ ০২৪৫৪২ (২) ৪ পদমঙ্গলঃ ২২২২২৪৯ (৭) ১ পদবুধঃ ১১৪২৬৪ (২৬) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১১৮৪৭২৯ (৪) ৩ পদশুক্রঃ ১১১০৪৬১২ (২৬) ৩ পদশনিঃ ১০২৪১০২০ (২৫) ২ পদরাহুঃ ১১৬১৪৪৫ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৬১৪৪৫ (১২) ৩ পদশুক্র বক্রি।লগ্নঃকুম্ভ রাশি সকাল ০৬ঃ ৩০ঃ৪৫ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৮ঃ০১ঃ৪৯ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৯ঃ৪২ঃ২২ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১১ঃ৪০ঃ৪৫ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০১ঃ৫৪ঃ০৬ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৪ঃ০৯ঃ৪৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৬ঃ২১ঃ ০৯ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ ৩১ঃ১৯ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ১০ঃ ৪৫ঃ২৯ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ০১ঃ১৪ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ০৬ঃ৩২ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৩ঃ২৫ পর্যন্ত।

ড্রোনের মাধ্যমে পুর এলাকাগুলিতে জরিপের কাজ শুরু রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২মার্চ ঃ রাজ্যের নতুন মৌজাভিত্তিক ভূ মানচিত্র তৈরীর অঙ্গ হিসেবে রাজ্য সরকার ড্রোনের মাধ্যমে পুর এলাকাগুলিতে জরিপের কাজ শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই জিআইএস বা ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে সমস্ত পুরসভায় মাস্টারপ্ল্যান তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। উত্তরবঙ্গের ফালাকাটায় ড্রোন ব্যবহার করে জরিপের কাজ সম্পন্ন। সেখানে বর্তমানে জিও রেফারেন্স এর কাজ চলছে বলে পুরো ও নগর উন্নয়ন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। আগামী তিন মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে দফতর। এছাড়া রাজ্যের শহরাঞ্চলে জমা জলে সমস্যা থেকে পাকাপাকি মুক্তি পেতে ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি সার্বিক নিকাশের মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ব্যারাকপুর মহকুমা এবং বিধাননগর পুর এলাকার আধুনিক নিকাশি প্রকল্পের জন্য সাড়ে চার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রাজপুর সোনারপুর, বারুইপুর পুরসভার জন্য ১ কোটি ২০ লক্ষ এই মাস্টার প্ল্যান নির্মাণের বিকল্প প্রকল্প রিপোর্ট তৈরীর কাজ শেষ বলেও জানা গিয়েছে। এছাড়া চন্দননগর ভদ্রেশ্বর, চাঁপদানি পুর এলাকায় জিআইএস ভিত্তিক ড্রেনেজ মাস্টার প্ল্যান তৈরির জন্য বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। ডানকুনি, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, শ্রীরামপুর ,বৈদ্যবাটি পুর এলাকায় প্রকল্পের চূড়ান্ত কাজ কয়েক দিনের মধ্যেই শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে।

রাজ্যের পুলিশকর্মীদের পোস্টিং ও বদলির নতুন নিয়ম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২মার্চ ঃ রাজ্যের পুলিশকর্মীদের পোস্টিং ও বদলির নতুন নিয়ম চালু হল। এবার থেকে আর এই মর্মে কোনও লিখিত আবেদন গ্রহণ করা হবে না। বদলি ও পোস্টিংয়ের জন্য পুলিশ কর্মীদের শুধুমাত্র পিপিএমএস মোবাইল অ্যাপ এবং ই-এইচআরএমএস পোর্টাল এর মাধ্যমে আবেদন জানাতে হবে । ১৮ মার্চ থেকে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত সাব-ইনস্পেক্টর , সহকারী সাব-ইনস্পেক্টর, কনস্টেবল, মহিলা কনস্টেবল ও পুলিশ ড্রাইভাররা নিজেদের বদলি বা পোস্টিংয়ের জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। সাধারণ বদলির জন্য ওই সময় পর্যন্ত পোর্টাল খোলা থাকবে। তবে শারীরিক অসুস্থতার কারণে বদলির জন্য সারা বছরই আবেদন করা যাবে।

গড়িয়া দম্পতির রহস্যমৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২মার্চ ঃ কলকাতায় আবার চলে গেলো দুটি প্রাণ। মুহূর্তে এক মর্মান্তিক ঘটনার খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভাড়াবাড়ির একই ঘর থেকে উদ্ধার জোড়া দেহ। স্বামীর দেহটি ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল। আর খাটে পড়েছিল স্ত্রীর দেহ। গলায় দাগ। গাল থেকে রক্ত ঝরছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন স্ত্রী। তবে কী কারণে এই ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ৪৫ বছরের তরুণ দাস ৩৫ বছরের স্ত্রী আশা দাসকে নিয়ে গড়িয়ার আদর্শ পল্লিতে গুরুপদ মণ্ডলের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। তাঁদের দুই সন্তানও আছে। স্বামী-স্ত্রী কাজ করতেন। একই বাড়িতে পরিবার নিয়ে ভাড়া থাকতেন আশাদেবীর বোনও। প্ররিবেশিরা পুলিশে খবর দিলে পুলিশ দেহ দুটিকে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। দুই সন্তান ও আত্মীয় ও পরিজনদের সঙ্গে পুলিশ কথা বলছে।

জাহান্নগর জি.এস.এফ.পি বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল কুইজ প্রতিযোগিতা

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২২ মার্চঃ স্থানীয় দ্রষ্টব্য স্থান ও স্থানীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে পড়ুয়াদের আগ্রহী করে তোলার জন্য আজ পূর্বস্থলী ১ ব্লকের জাহান্নগর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জাহান্নগর জি.এস.এফ.পি বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে একটি বিশেষ কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতার মূল লক্ষ্য ছিল পড়ুয়াদের মধ্যে স্থানীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা ব্যক্তিদের সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করা এবং তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করাই ছিল এই আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই প্রতিযোগিতাটি শ্রেণি অনুযায়ী ৫ টি বিভাগে বিভক্ত ছিল, যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের বয়স এবং জ্ঞানের স্তরের ভিত্তিতে অংশগ্রহণ করতে পারে। মোট ১৫২ জন পড়ুয়া অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে এই কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার শেষে প্রতিটি বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়, যা তাদের আরও অনুপ্রাণিত করে। এদিন এই কুইজ প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমরেশ দেবনাথ উপস্থিত ছিলেন এবং তার পাশাপাশি অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা ও বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দও অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও পড়ুয়াদের উত্সাহ এই প্রতিযোগিতাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে। এই ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতেও গ্রহণ করা হবে বলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আশাবাদী, যাতে পড়ুয়ারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানতে পারে এবং দেশপ্রেমের চেতনা তাদের মধ্যে বিকশিত হয়।

ডিউটিরত এক পুলিশ কর্মীকে পেটানোর ঘটনায় আটক দুই

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২২ মার্চঃ আবার ও আক্রান্ত পুলিশ। এবার ভাঙড়ে। সারা রাজ্যে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পুলিশ ও নিরাপদ নয়। বারবার তা প্রমান হচ্ছে। এবার ঘটনাস্থল ভাঙড়ের পোলেরহাট থানা এলাকার নাটাপুকুর এলাকায়।

ভাঙড়

আক্রান্ত কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল সুশান্ত মণ্ডল। কর্তব্যরত অবস্থায় ধাক্কা মারার পাশাপাশি কিল ঘুসি মারা হয় বলে অভিযোগ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,ভাঙড়ের পোলেরহাট থানা এলাকার নাটাপুকুরে জমি সংক্রান্ত একটি বিষয়ে দুই পক্ষের ঝামেলার ঘটনায় পোলেরহাট থানার এ আর ও টিম পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলে হঠাৎই এক যুবক কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীকে ধাক্কা মারে। এমনকি কিল ঘুসি চালায়। অভিযুক্ত যুবককে আটক করলে গ্রামের সাধারণ মানুষ পুলিশের গাড়ি ধরে বিক্ষোভ দেখায়। গাড়ি ভাঙচুর করার হুশিয়ারি দেয়। নাটাপুকুর এলাকায় একটি জমি নিয়ে বসিরুদ্দিন মোল্লা,নাসির উদ্দিন মোল্লা সহ তাঁদের পরিবারের সাথে ঝামেলা বাঁধে তৌফিক মোল্লা, জাহাঙ্গীর মোল্লা সহ তাঁদের পরিবারের সদস্যদের। ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়।

পুলিশকে খবর দিলে কলকাতা পুলিশের পোলেরহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। অভিযোগ সেই সময় কনস্টেবল সুশান্ত মণ্ডলের উপর আক্রমণ করে জাহাঙ্গীর। ঘটনায় দুজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পোলেরহাট থানার পুলিশ।

হুগলি পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছে শহরের গৃহহীন মানুষদের থাকার জন্য নতুন ঘর

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া হুগলি, ২২ মার্চঃ জাতীয় নগর জীবিকা মিশন ও হুগলি পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছে শহরের গৃহহীন মানুষদের থাকার জন্য নতুন ঘর।শহরের গৃহহীন মানুষদের জন্য নতুন জীবন খুঁজে দেওয়ার দৃষ্টান্ত তৈরি করল হুগলি চুঁচুড়া পৌরসভা। এক কথায় বলা চলে জীবনের মূল স্রোত থেকে ছিটকে যাওয়া মানুষদের আবারও জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে এসে তাদেরকে নতুন এক জীবন প্রদান করবে পুরসভার উদ্যোগ, যার নাম দেওয়া হয়েছে নবজীবন। একসঙ্গে প্রায় ৫০ জন গৃহহীন মানুষদের থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থাপনা করা হয়েছে এই নবজীবনের মধ্যে। এই ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমা শাসক স্মিতা সান্যাল শুক্লা, চুঁচুড়ার আইসি রামেশ্বর ওঝা, হুগলি চুঁচুড়ার পৌরসভার পৌরপ্রধান অমিত রায়, উপ পৌরপ্রধান পার্থ সাহা, পৌরসদস্য গৌরীকান্ত মুখার্জি, জয়দেব অধিকারী, সমীর সরকার, নির্মল চক্রবর্তী, মৌসুমী সাহা প্রমুখ। যে সমস্ত মানুষদের থাকার জন্য কোন ঘর নেই, রাস্তাতেই দিনযাপন করতে হয় তাদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে এই বিশেষ ব্যবস্থা। বলা চলে সর্বহারা যে সমস্ত মানুষ রয়েছেন তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এবার হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভা ও বিধায়ক অসিত মজুমদার। এদিন উদ্বোধনের পর বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, ‘‘যাদের মাথার উপরে কোনও ছাদ নেই, ভবঘুরে তাদের জন্য এই ভবন। আমাদের শহরে অনেক গরিব মানুষ আছে যাদের থাকার কোনও জায়গা নেই রাতে রাস্তায় বা অন্য কোনও জায়গায় অসহায় অবস্থায় রাত কাটান। কোনও দুর্যোগ এলে ভয়ে থাকতেন। সেই সব অসহায় মানুষদের জন্য এই ভবন তৈরি করা হয়েছে। শুধু থাকাই নয়, এখানে যারা থাকবেন তাদের তিনবেলা খাবারের ব্যবস্থাও করা হবে। প্রায় ৫০ জন মানুষের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে এই নবজীবনে।

প্রেমিকাকে ফোন করে আত্মঘাতি এক যুবক

সোনারপুর, ২২ মার্চঃ সোনারপুর থানার মানিকপুর এলাকায় মর্মান্তিক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। মানসিক অবসাদ ও আর্থিক সমস্যার কারণে ২৫ বছর বয়সী অভিষেক দাস নিজেই নিজের জীবনের ইতি টেনেছে বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। অভিষেক তার বাবা পিন্টু দাসের সঙ্গে ভাড়া থাকত। শুক্রবার সকালে বাবা কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পরই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার দুপুরে কাজ সেরে বাড়ি ফিরে দেখেন ঘরের মধ্যে অভিষেক ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীদের ডাকেন এবং ছেলেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, অভিষেক দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিল। তার মা ছোটবেলায় মারা যাওয়ার পর থেকে সে বাবার সঙ্গেই থাকত। সে কোনো উপার্জন করত না এবং আর্থিক অনটনের মধ্যে দিন কাটছিল। অভিষেকের চারপাশে প্রচুর ধারদেনা হয়ে গিয়েছিল, যা নিয়ে সে উদ্বেগে ছিল। এছাড়া, পুলিশ জানতে পেরেছে, সে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল এবং নিয়মিত টাকা ধার চাইত। এমনকি তার প্রেমিকার কাছ থেকেও সে টাকা চাইত বলে জানা গেছে। ঘটনার কিছুক্ষণ আগে সে তার প্রেমিকাকে মেসেজ করে টাকা চেয়েছিল। কিন্তু প্রেমিকা টাকা দিতে অস্বীকার করে এবং সম্পর্ক রাখবে না বলে জানিয়ে দেয়।আর এরপরেই অভিষেক মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে এবং আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় বলে অনুমান।শনিবার অভিষেকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ আত্মহত্যার কারণ বিশদে খতিয়ে দেখছে।আর এই মৃত্যু র খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, অভিষেক বেশ কিছুদিন ধরে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল এবং মাঝে মাঝেই নেশায় আসক্ত থাকত। কেউ কেউ বলছেন, আর্থিক অনটন ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েনই তাকে এই চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে।এই ঘটনায় বিশেষজ্ঞ দের মতে, মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আরও সচেতন হওয়া জরুরি। আর্থিক অনটন ও ব্যক্তিগত জীবনের সংকট মানুষকে মানসিক অবসাদের দিকে ঠেলে দেয়। অভিষেক যদি কাউকে নিজের সমস্যার কথা খোলাখুলি বলতে পারত, তাহলে হয়তো এই পরিণতি এড়ানো যেতঅভিষেকের এই মর্মান্তিক পরিণতি সমাজের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। মানসিক অবসাদ ও আর্থিক সংকটের সঙ্গে লড়াই করা মানুষদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের সহযোগিতা করা এবং সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন, যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা না ঘটে।

শ্রীরামপুরে নিকাশি নালা পরিষ্কারের কাজ আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে করা হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, শ্রীরামপুর হুগলি,২২ মার্চঃ কেএমডির সহযোগিতায় শ্রীরামপুর পুরসভার ২৯টি ওয়ার্ডের ২৭টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিকাশি নালা ও স্যুয়ারেজ সিস্টেম পরিষ্কার করা নিয়ে বৈঠক হয়। বর্ষার আগেই জমা জলের মোকাবিলায় নিকাশি নালা ও স্যুয়ারেজ সিস্টেমের খোলনলচে বদলে উদ্যোগী হলো শ্রীরামপুর পুরসভা। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, অনেক বছর পরে নিকাশি নালা পরিষ্কারের কাজ আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে করা হচ্ছে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুরের পুরপ্রধান গিরিধারী শাহ, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল (স্যুয়ারেজ) সন্তোষকুমার সিং ও কেএমডিএর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াররা। পুরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রভাসনগর, হিন্দি স্কুল, নয়া বস্তি সংলগ্ন এলাকায় নিকাশির কাজ শুরু হয়েছে। জেটিং যন্ত্রের মাধ্যমে প্রথমে নর্দমায় জমে থাকা আবর্জনা, প্লাস্টিক ও ডাবের খোলা খুঁজে নিষ্কাশনের মাধ্যমে নর্দমাগুলি পরিষ্কার করা হবে। ফলে, নর্দমাগুলিতে জল জমার সম্ভাবনা কমবে। বর্ষার সময়ে রাস্তাঘাট ও বাড়িঘর জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কাও কমবে। ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের পরে শ্রীরামপুর চাতরা, মাহেশের নেহরু নগর কলোনি, জান্নগর রোড, রাইল্যান্ড রোড, আশুতোষ চ্যাটার্জি লেন, শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতাল চত্বর, নিউ মাহেশ, মল্লিক পাড়া, নেতাজি সুভাষ অ্যাভিনিউর মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার নালানর্দমা পরিষ্কার করা হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সাফাইয়ের কাজে যাতে রোজকার জীবনে বিঘ্ন না ঘটে, সেই জন্য রাতে কেএমডিএর ইঞ্জিনিয়াররা নিজেরা দাঁড়িয়ে কাজ করাচ্ছেন।

বিশ্ব জল দিবস উদযাপিত হল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

অভিজিৎ হাজরা , হাওড়া,২২ মার্চ ঃ আমরা জানি জলই জীবন। জল ছাড়া সমগ্র প্রাণী জগৎ অচল। সেই জলেরই যখন অস্তিত্ব সংকট তখন জাতিসংঘ ১৯৯২ সালের ২২ মার্চ কে বিশ্ব জল দিবস হিসাবে ঘোষণা করেন। এর ঠিক পরের বছর ১৯৯৩ সালে প্রথম বাৎসরিক ভাবে জল দিবস পালন হয়। সেই থেকে প্রতিবছর জল দিবস পালিত হয়ে আসছে।

জলের গুরুত্ব প্রয়াজনীয়তা এবং এটা রক্ষা করার উদ্দেশ্য বারমংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে আই, টি,সি সুন হেরা কাল এবং জল জীবন মিশনের সহযোগিতায় জল সংরক্ষণ, জল অপচয় রোধ, কমিউনিটি সচেতনতা শিবির,রালি, কালী পূজার প্যান্ডেলে পোস্টার এবং বিদ্যালয়ে ড্রয়িং কম্পিটিশন এর মাধ্যমে দিন টি উৎযাপন করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজদূত সামন্ত বলেন - আমরা প্রতি বছর এই দিবস টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পালন করে আসছি,

এই বছর দুই দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে আই, টি,সি সুনে হরা কাল ও পচিমবঙ্গ সরকারের জল জীবন মিশন এর সহায়তায় অত্যন্ত সফল ভাবে করতে পেরে খুবই আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। শিশুরা অত্যন্ত সচেতনতার সাথে জলের গুরুত্ব, সংরক্ষণ, অপচয় রোধ বিষয়ে নিজেদের ভাবনা রং তুলিতে ফুটিয়ে তুললো যেটা আগামীদিনে এই শিশুদের ভবিষ্যত জীবন সুরক্ষিত হবে ও সমাজ আগামীদিনে একজন দায়িত্বশীল নাগরিক কে পাবে।

ঈদ উপলক্ষে দেওড়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো দুঃস্থ মানুষদের বস্ত্র বিতরণ

দুরন্ত বার্তা, আমতা, ২২ মার্চঃ দেওড়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো বস্ত্র বিতরণ। প্রায় ৭০ জন দুস্থ মানুষদের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। আমতা ওয়ান ব্লকের উদয়ন টু গ্রাম পঞ্চায়েতের হাজি পাড়ায় এই বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। ঈদ মরসুমকে সামনে রেখে এই বস্ত্র বিতরণ যেন এলাকাতে খুশির হাওয়া বইছে। এই প্রসঙ্গে সংগঠনের সম্পাদক সালমা বেগম মন্ডল বলেন, আমরা একটা উদ্যোগ নিয়েছি এইভাবে সাধারণ মানুষের পাশে সব সময় আমরা থাকতে পারি। দেওড়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামে আমরা একটা গ্রুপ তৈরি করেছি। আমরা এই গ্রুপের মাধ্যমে সোশ্যাল ওয়ার্ক করা আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আমাদের নিজেরাই এটির আয়োজন করেছি। মূলত আমাদের এই জায়গাতে পিছিয়ে পড়া মানুষজনের স্বার্থে আমাদের এই বস্ত্র বিতরণ। আমরা

খুব খুশি যে আমরা নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে। এইভাবে আমরা পথ চলতে পারি সেই আশীর্বাদও মানুষ আজ করেছে। নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এর সম্পাদক ড. শান্তনু বেরা বলেন, এনএসএফ হল একটি পাবলিক চ্যারিটেবল ট্রাস্ট যা দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর। বর্তমানে সুন্দরবনের বেশ কয়েকটি ব্লকে এনএসএফ দুর্দশার সময়ে মানুষের কাছে পৌঁছায়। বিশেষ করে মেধাবী অথচ অভাবী শিক্ষার্থীদের জন্য অনুপ্রেরণা ও সহায়তা প্রদান, বিশেষ অনুষ্ঠানে গৃহহীনদের খাওয়ানো, রক্তদান শিবির আয়োজন করে। আস্তে আস্তে এই কাজ সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সে ক্ষেত্রে মাননীয়া সালমা বেগম মন্ডলের উদ্যোগে নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন দেওরা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাথে আমতা ১ ব্লকের উদয়ন ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে এই সেবা ফাউন্ডেশনের কাজের প্রসার ঘটাতে চলেছে। এটি সামাজিক ক্ষেত্রে মানুষের উন্নয়নের জন্য বড় পদক্ষেপ ওই এলাকায় হতে চলেছে।

অন্যদিকে সংগঠনের সভাপতি এস কে আমানুল্লা বলেন, আমরা খুব কম সময়ের মধ্যে আমাদের এই আয়োজন করেছিলাম। এলাকার মানুষজনকে নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে আমরা ভিজিট করে এবং মানুষদের হাতের একটি করে কুপন দিয়ে এসেছিলাম। যার মাধ্যমে আমাদের কাজ করতে অনেকটা সুবিধা হয়েছে এবং শুধু কুপন ছাড়াও আরো অনেকে এসেছিলেন আমাদের সাধ্য মতো তাঁদেরকেও সাহায্য করেছি। এই ভাবে আগামী দিনে আরও সামাজিক কাজ করব।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শেখ জাকির হোসেন, শেখ আব্দুল্লা,রাজু মল্লিক, শেখ মনির উদ্দিন সহ প্রমূখ।

বিশ্ব জল দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া হুগলি, ২২ মার্চঃ রাজা জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় এর স্বপ্ন সার্থক হয়েছে, রাজ্য সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় বাংলার সর্ব বৃহৎ জল প্রকল্প যা কে এম ডি এর তত্বাবধানে সমাপ্ত হয়েছে আমাদের এই পৌরসভা অঞ্চলের মধ্যে, ইতিমধ্যেই ১৯ টি ওয়ার্ডে ২৪ ঘন্টা জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশ্ব জল দিবস উপলক্ষে জল সংরক্ষণ এবং সুচারুভাবে জল ব্যবহার করার আবেদন নিয়ে আজ সকালে বাবুঘাট থেকে উত্তরপাড়া প্রবেশদ্বার অব্দি পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান সহ অন্যান্য কাউন্সিলরগন। পদযাত্রার শেষে এক নৃত্যানুষ্ঠান এর আয়োজন করা হয়।

গরীব দুঃস্থ মানুষদের হাতে তুলে দেওয়া হলো তোহফায়ে রমজান সামগ্রী

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর,২২ মার্চঃ রমজান মাস চলছে। বাকি আর কয়েকটা দিন। আর এই সময় গরীব দুস্থ ধর্মপ্রাণ মুসলিম মানুষদের পাশে সাহায্যর হাত বাড়িয়ে দিতে এগিয়ে এলেন বঙ্গীয় সংখ্যালঘু পরিষদ। তাদের মহতী উদ্যোগে শনিবার সংগ্রামপুর হাটে হয়ে গেল তোহফায়ে রমজান বিতরণ শিবির। এদিন এই শিবিরের মধ্যে দিয়ে এলাকার শতাধিক গরীব দুঃস্থ মুসলিম ধর্মপ্রাণ মানুষদের হাতে খাদ্য ও বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। এদিন এই বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মোজাফফর হোসেন, প্রফেসর জাহান আলি পুরকাইত,সমাজসেবী গোলাম মুতর্জা, শিক্ষক আবদুর রউফ, মাওলানা আবুল কালাম,নজরুল ইসলাম,মাওলানা আনোয়ার হোসেন কাসেমী, অধ্যাপিকা সালেহা বেগম, সাবির হোসেন, আবদুল আলিম সহ আরো অনেকে।

বঙ্গীয় সংখ্যালঘু পরিষদের পক্ষ থেকে এদিন আগত মানুষদের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে আগামী দিনে ও এই ধরনের শিবির করা হবে জানালেন।

উত্তর হাওড়া বাদে শিবপুর ও মধ্য হাওড়ায় জল সরবরাহ স্বাভাবিক হলো

পাইপলাইন মেরামতের কাজ চলছে পুরোদমেই, শনিবার কাজ পরিদর্শন করেন মন্ত্রী অরূপ রায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২২ মার্চঃ উত্তর হাওড়ায় পানীয় জলের সঙ্কট এখনও অব্যাহত। তবে, এরইমধ্যে মধ্য হাওড়া এবং শিবপুরে জল সরবরাহ শুক্রবার রাত থেকেই স্বাভাবিক হয়েছে বলে দাবি করেছে হাওড়া পুরসভা। এর পাশাপাশি বেলগাছিয়া ভাগাড় সংলগ্ন এলাকায় মানুষের ভোগান্তি শনিবারও ছিল চরমে। শুক্রবারের মতো শনিবার সকালেও দেখা যায় মানুষজন রীতিমতো আতঙ্কিত। বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়ে রয়েছে। ভাগাড়ে ক্রমাগত ভূমিধসের জেরে বিভিন্ন বাড়িতে ফাটলের ছবি দেখা গেছে। এখানকার বেশ কিছু পরিবারকে এখান থেকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি স্কুল এবং ক্লাবে রাখা হয়েছে। সেখানেই তাদের আপাতত

এদিন সকাল থেকে ভাগাড় এলাকায় প্রশাসনের তরফ থেকে মাইকিং করা হয়। বিপদজনক জায়গা থেকে সকলকে নিরাপদ দূরত্বে সরে আসার আবেদন জানানো হয়। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, আমরা আতঙ্কে রাত জেগে সময় কাটাচ্ছি। চোখের সামনে দেখছি ধস নামছে। বাড়িতে রান্না হচ্ছেনা। বাচ্ছাদের অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের দাবি, প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে দেখুক। এদিন স্থানীয়রা দাবি তোলেন বেলগাছিয়া ভাগাড়ে অবিলম্বে মাল ফেলা বন্ধ করুন। পুরসভার ময়লার গাড়ি আটকেও এদিন বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। হাওড়ার নগরপাল, জেলাশাসকের কাছে তাঁরা তাঁদের দাবিও জানান। অন্যদিকে, শনিবার

সকালে বিপর্যস্ত এলাকায় যান রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়। তিনি এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। সঙ্গে ছিলেন ভাস্কর ভট্টাচার্য, সুশোভন চট্টোপাধ্যায়। বেলগাছিয়া মোড়ে বিকল্প পাইপলাইনের কাজ পরিদর্শন করেন মন্ত্রী। এদিন সকাল থেকেই কাজের তদারকি করেন হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা.সুজয় চক্রবর্তী, উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী, কমিশনার বন্দনা পোখরিয়াল সহ পুর অধিকারিকরা। মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় মানুষ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়।

এখানে মানুষেরা প্রায় ১০০ বছর ধরে বসবাস করছেন। ২০০৯ সালে বিগত সরকার এখান থেকে এদের উচ্ছেদের পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু আমি আটকেছিলাম। এবার ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটেছে। মধ্য হাওড়া, শিবপুর, সালকিয়া সর্বত্রই সমস্যা হয়েছে।

তারমধ্যে হাওড়া এবং শিবপুরে জলের সমস্যার সমাধান হয়েছে। সালকিয়ায় এখনও সমাধান হয়নি। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কেএমডিএ কাজ করছে। এরইমধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলছে। কিন্তু তারই মধ্যে কাজ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনার খোঁজ করছেন। সরকার দুর্গত পরিবারের পাশে আছে। কিভাবে এখান থেকে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ভাগাড়কে পরিষ্কার করা যায় এবং এই জমিকে ব্যবহার করা যায় সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। এটা আগেও আলোচনা হয়েছে। বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি সমস্যা মিটে যাবে। এটা একটা ভয়ঙ্কর বিপর্যয়। কিছু করার নেই। যত দ্রুত সম্ভব সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। ভাগাড়ের কারণে পাইপের এই অবস্থা হয়েছে। দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। সেই কারণে আমাদের সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। সেই কারণে মানুষকে উদ্ধারের জন্য তুলে নিয়ে আসা হয়েছে। দুর্ঘটনা ঘটলে কারও কিছু করার থাকে না। যতটা সম্ভব মানুষকে রক্ষা করা, পানীয় জলের জোগান দেওয়া তার চেষ্টা করা হচ্ছে।

পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে পাড়ায় পাড়ায় জলের ট্যাঙ্ক পাঠানো হয়েছে। উত্তর হাওড়ায় সমস্যা বেশি। এখনও সেখানে সমস্যার সমাধান হয়নি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে কাজের ব্যাঘাত হচ্ছে। সেই কারণে কাজের সমস্যা হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে কাল-পরশুর মধ্যে সমস্যা মিটে যাবে। উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী বলেন, কলকাতা কর্পোরেশন আমাদের জলের গাড়ি পাঠিয়েছে। যেখানে যেখানে জলের সমস্যা বেশি আছে সেইসব জায়গায় এই গাড়ি পাঠানো হবে।

হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা. সুজয় চক্রবর্তী এদিন বলেন, বড় ধরনের বিপর্যয়ের ফলে জলের সঙ্কট হয়েছে। এই সঙ্কট মোকাবিলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যেয়, কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম সাহায্য করেছেন। ইতিমধ্যেই মধ্য হাওড়া এবং শিবপুরের জলের সমস্যা অনেকটাই মেটানো সম্ভব হয়েছে।

আগামী ২ দিনের মধ্যে উত্তর হাওড়ার জলসঙ্কট মেটানো হবে। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে কেএমডিএ কাজ করছে।

সোনারপুরে পারিবারিক অশান্তির জেরে শ্যালকের কান কামড়ে নিল জামাইবাবু

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২২ মার্চঃ এবার সোনারপুরের নোয়াপাড়ার আনন্দপল্লীতে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটলো। পারিবারিক বিবাদের জেরে শ্যালকের কানে কামড় দিয়ে ছাদ থেকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করলেন জামাইবাবু। এই ঘটনায় আক্রান্ত শ্যালক রাজা শ্রীবাস্তব। তিনি সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে, যদিও এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। সোনারপুর মালিপাড়ার বাসিন্দা সৌরভ সেন প্রায় প্রতিদিন মদ্যপান করেন। অভিযোগ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তিনি প্রায়ই স্ত্রী সুস্মিতা সেনকে মারধর করেন। শুক্রবার গভীর রাতেও একই ঘটনা ঘটে। স্ত্রীর উপর অত্যাচার চালাতে থাকেন সৌরভ। সেই সময় পাশের বাড়িতে থাকা

সুস্মিতার ভাই রাজা শ্রী বাস্তব দিদির কান্নার আওয়াজ ও তাকে মারধর করার শব্দ শুনে ছুটে আসেন। তিনি জামাইবাবুর হাত থেকে দিদিকে বাঁচানোর চেষ্টা করলে সৌরভ আরও হিংস্র হয়ে ওঠেন। অভিযোগ,নেশার ঘোরে সৌরভ নিজের রাগ সামলাতে না পেরে শ্যালকের কানে কামড় বসিয়ে দেন। শুধু তাই নয়, ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার ও চেষ্টা করেন। গুরুতর আহত হন রাজা। রাতেই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং চিকিৎসা করা হয়। গভীর রাতে ঘটে যাওয়া এই ভয়াবহ ঘটনার পর শনিবার সকালেই সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন আক্রান্ত রাজা শ্রী বাস্তব। পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে, তবে এখনো পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। এই ঘটনার পর আতঙ্কে রয়েছে রাজা ও তাঁর পরিবার। দীর্ঘদিন ধরে সৌরভের অত্যাচার সহ্য করলেও এবার পুরো বিষয়টি আইনি পথে মেটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা না ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত সৌরভ সেনের খোঁজ চলছে এবং দ্রুতই তাকে গ্রেফতার করা হবে। আর এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি এলাকাবাসী ও সৌরভের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১১১ সংখ্যা, রবিবার ৯ চৈত্র ১৪৩১

বিপ্লবী সূর্য সেন প্রতি শ্রদ্ধা

শারীরিক ভাবে বেশ শীর্ণ, রুগ্ন মাস্টারদা সূর্য সেন কে সহযোদ্ধারা রসিকতা করে বলতেন, পুলিশ এলে আপনাকে খপ করে ধরবে আর নিয়ে যাবে, মাস্টারদা স্বয়ং হেসে বলতেন দেখা যাবে। ইংরেজি ক্যালেণ্ডারে সেদিন ১০নভেম্বর, ১৯২৬ বিকেল বেলা। হাতে একটি চায়ের কেটলি নিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসছে বাড়ির ভৃত্য। তাঁকে বেশ জোরে ধমক দিল হিন্দুস্থানী সেপাই,-'কিধার যাগেগা? অন্দর যাও'। বরফ অবশ্য গলেছিল একটু পরে,দারোগাকে একটা সেলাম, গেটে প্রহরারত কনস্টেবলের দিকে দু'বার সেলাম ঠুকে গুটি গুটি পায়ে চা আনতে বেরিয়ে গেলেন ওই ভৃত্য। পুলিশও বুঝতেই পারল না তাদের চোখে ধুলো দিয়ে ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের অবিসংবাদিত নেতা,মাস্টারদা সূর্য সেন পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেলেন। মাস্টারদা সহযোদ্ধাদের রসিকতার জবাবে হেসে বলতেন দেখা যাবে, তারদের গায়ে জোর বেশি, ছুটতে পারে,দৌড়তে পারে তারা আগে ধরা পড়ছে। আমি সময় মত সরে পড়তে পারব। বড় সত্যি হল এক নয় একাধিক বার তিনি পুলিশের চোখ কে ফাঁকি দিয়ে উধাও হয়েছেন,তাঁর খোঁজে গিয়ে পুলিশ বুঝতে পেরেছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি,প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব,এবং অসম সাহসিকতায় তাদের টেক্কা দিয়ে,তাদের বোকা বানিয়ে মাস্টারদা চলে গিয়েছেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। সেদিন ও সাধারণ একটা দিন,তবে দিনটা যে মোটেও খুব সাধারণ নয় বিষয়টি অনুধাবন করতে ভুল হয়নি সূর্য সেনের। তিনি দেখতে পেলেন ব্রিটিশের পুলিশ বিপ্লবীদের খোঁজে গোটা বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। এর আগেও চট্টগ্রামে ২৫ অক্টোবর ১৯২৪,তারিখে পুলিশ তাঁর বাড়ি ঘিরে ফেলেছিল,তবে তাকে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা পুলিশের হয় নি,বাড়ির খাটা পায়খানার ফাঁক দিয়ে নিঃশব্দে পেছনের ঘন জঙ্গলে ঢুকে গভীর অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এবার কী হবে! গোটা বাড়িটা যে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘিরে রেখেছে, পালাবার যে কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না! বিচক্ষণ সূর্য সেন মুহূর্তে গায়ের জামা, গেঞ্জি সব খুলে ফেললেন, নিজের পায়ের জুতো ফেলে দিলেন। পাশে ঝোলানো কোনও একজনের একটা অত্যন্ত অপরিস্কার,ময়লা,তেল চিটচিটে গামছা কাঁধে ফেলে মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিলেন। হাতে একটি চায়ের কেটলি নিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসেছেন। বাড়ির বাইরের দরজার সামনে হিন্দুস্থানী এক পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল সে প্রচণ্ড জোরে ধমক দিল মাস্টারদাকে, 'কিধার যায়েগা? অন্দর যাও' দু'পা পিছিয়ে পুলিশকে দিলেন এক সেলাম ঠুকে, ঢোক গিলে বললেন 'উপরের বাবু লোক চা খেতে চাইছেন;পয়সা দিয়েছেন তিন পেয়ালা চা আনতে হবে' ডান হাতের মুঠ খুলে পয়সাও দেখালেন। পুলিশের কনস্টেবল অবশ্য নিজের দায়িত্ব পালন করছে,সে পরিস্কার বলে দিল-'নেহী আনতে হোবে;যাও অন্দর'। মাস্টারদা একটু ইতঃস্তত করলেন। পাশে দাঁড়িয়ে ছিল এক দারোগা তিনি অবশ্য বাঙালি। বাড়ির ভৃত্যের আপাদমস্তক পুলিশের চোখে তিনি ভাল করে দেখে বললেন 'সেপাই,ছেড়ে দাও,ও বাড়ির চাকর'। সঙ্গে-সঙ্গে দারোগাকে একটি সেলাম দিয়ে কনস্টেবলের দিকে দুবার সেলাম।

পথের পাঁচালী'র বিভূতি

কীভাবে লেখক হয়ে উঠলেন তিনি? লেখালেখি করবেন, লেখক হবেন; এই স্বপ্ন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল না। ছেলেবেলা থেকেই অভাব-অনটনের মধ্যে বড় হয়েছেন। আর এই অভাব-অনটন ডিঙিয়েই তিনি লেখক হয়েছেন। তাঁর লেখক হওয়ার গল্পটা খুবই চমকপ্রদ। ১৯১৮ সালে রিপন কলেজ থেকে ডিসটিংশন নিয়ে বিএ পরীক্ষায় পাস করেন বিভূতিভূষণ। শুরু হয় চাকরির প্রচেষ্টা, যোগ দেন হুগলির জাঙ্গিপাড়ার মাইনর স্কুলে। পরে জাঙ্গিপাড়া থেকে যান সোনারপুরের হরিনাভিতে। আর এই হরিনাভিই বিভূতিভূষণের জীবনের ছক বদলে দেয়। ১৯২০ সালের জুন মাস। হরিনাভির দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ অ্যাংলো সংস্কৃত বিদ্যালয়ে পড়ানোর কাজে যোগ দিয়েছেন বিভূতিভূষণ। একা থাকেন। এর মধ্যে পরিচয় হয় স্থানীয় পাঁচুগোপালের (ভালো নাম যতীন্দ্রমোহন রায়) সঙ্গে। পাঁচুগোপাল লেখালেখি করেন। বয়স অল্প। স্কুলের সময়টুকু ছাড়া বেশির ভাগ সময় পাঁচুগোপালের সঙ্গেই কাঁটে বিভূতিভূষণের। তাঁরা গ্রামের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে দেখেন। আর এই ঘোরাঘুরি করতে করতেই পাঁচুগোপালের সঙ্গে বিভূতিভূষণের সখ্য হয়। একদিন বিভূতিভূষণের হাতে একটি বই ধরিয়ে দিয়ে দুজনে মিলে একটা বই লেখার প্রস্তাব দেন পাঁচুগোপাল। প্রস্তাবে রাজি হওয়া তো দূরের কথা, বিভূতিভূষণ কোনো ভ্রুক্ষেপই করেন না। ফলে যা ঘটার তাই ঘটে।পরের দিন স্কুলে গিয়ে বিভূতিভূষণ দেখেন, তাঁর উপন্যাস বেরোচ্ছে মর্মে দেয়ালে দেয়ালে বিজ্ঞাপন সাঁটা। কাজটা যে পাঁচুগোপালের, তা বুঝতে একমুহূর্তও দেরি হয় না বিভূতিভূষণের। তিনি উত্তেজিত হয়ে পাঁচুগোপালের কাছে প্রশ্ন করেন, এমনটা কেন করলে? এই রসিকতার মানে কী? উত্তরে একটুও ভণিতা না করে পাঁচুগোপাল বলেন, ভেবেছিলাম দুজনে মিলে লিখে ফেলব। এমন সোজাসাপটা উত্তরে কিছু বলতে পারেন না বিভূতিভূষণ। আবার সহ্যও করতে পারেন না। সহকর্মী থেকে শুরু করে পরিচিত, স্বল্পপরিচিত;সবার মুখে এক প্রশ্ন, কবে আসবে উপন্যাস? কী করব, কী করি ভাবতে ভাবতে শেষমেশ লেখার সিদ্ধান্ত নেন বিভূতিভূষণ। কিস্তিতে প্রকাশিত হয় 'পথের পাঁচালী'। ঝলমল আলোকের টলমল রূপরেখার মতো 'পথের পাঁচালী'র কয়েক কিস্তি প্রকাশিত হতেই চারদিকে শোরগোল পড়ে যায়। বাংলা সাহিত্যে ধ্রুবতারারূপে অবতীর্ণ হন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আসলে কীভাবে সৃষ্টি হয় তা বোঝা খুবই মুশকিল। সৃষ্টি হতেই থাকবে। তা কোনও সময়ে বন্ধ করা সম্ভব নয়।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

ধর্ম হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক রূপ। তাকে জীবন সত্যে পরিণত করতে হয়। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত করতে হয়। না হলে ধর্ম এক সময়ে মানুষের বিরুদ্ধাচারণ করতে থাকবে। মাই সর্ব সর্বশক্তিমান। যিনি মাতৃশক্তি লাভ করতে পেরেছেন তিনি অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। সেই কারণে দরকার মাতৃশক্তিকে অর্জন করা।। বলুন, মা শক্তি দাও। জ্ঞান দাও। বুদ্ধি দাও। ভক্তি দাও। মায়ের আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মা ভবতারিনী সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে যেতে হবে।

সাধক রামপ্রসাদ

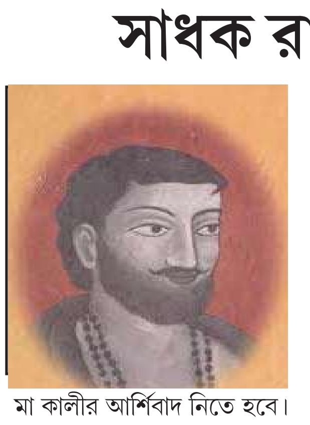

মা কালীর আর্শির্বাদ নিতে হবে। পেতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকলে তিনি নিশ্চয় সাড়া দিবেন। ডাকার মতো করে ডাকতে হবে। কালী মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। নিজেকে মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে উপকার করতে হবে। জাগাতে হবে নিজেকে ভালো কাজের মধ্যে দিয়ে। জাগরিত করতে হবে আপন শক্তিকে। অশুভ শক্তিকে পরাজিত করতে হবে। শুভ শক্তির সূচনা করার প্রয়োজন। হালিশহর নিবাসী মা কালী রামপ্রসাদ বলতেন, দান, ধ্যান এবং শিক্ষা দান করলে কোনও সময় তা কমে না। বরং বৃদ্ধি পায়। জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হবে। যিনি শিক্ষা এবং ধন দান করেন তিনি শেষ হয়ে যান না। তার সম্পদও আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর যিনি দান করেন তিনি পরম ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পান। পরম ঈশ্বর তাঁর শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তাকে কেন্দ্র করে সবাই পরিক্রমা করতে শুরু করে দেয়। যেমন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ঘিরে সবাই পরিক্রমা করতে শুরু করে দিয়েছিল। ভগবান হলেন জগত সেরা।

এম এন রায় ওরফে মার্টিন বাংলার বিপ্লবী যিনি গুপ্ত সমিতির আন্তর্জাতিক যোগ সূত্র গড়ে তোলেন তার অস্তিত্ব প্রকাশ করেন কলকাতার গোয়েন্দাকর্তা ডেনহ্যাম

বিশেষ প্রতিবেদক

১৯৩৯ সালের ৩০শে জুলাই তারিখে প্রকাশিত 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উপরে লিখিত একটি প্রবন্ধে মানবেন্দ্রনাথ রায় জানিয়েছিলেন; দেশ ছাড়ার আগে চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে আমার কয়েকবার দেখা হয়েছিল। ... অরবিন্দ ঘোষের মামলায় অপূর্ব সওয়াল ও বাগ্মীতা

তাঁকে রাজনীতিতে টেনে আনে। ... তখনকার রাজনীতি সত্যই বৈপ্লবিক ছিল। আর তখনকার এই বৈপ্লবিক রাজনীতির একজন নেতা হিসেবেই নরেন ভট্টাচার্য, যিনি পরে মানবেন্দ্রনাথ রায় নামে সাধারণের মধ্যে পরিচিত হয়েছিলেন, জার্মানদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এদেশে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য অস্ত্র আনয়নের বন্দোবস্ত করবার জন্য ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে প্রথমবার এবং সেই একই বছরের আগস্ট মাসে চার্লস মার্টিন ছদ্মনামে দ্বিতীবারের জন্য ব্যাটাভিয়ায় গিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার দেশ ছাড়বার পরে নরেন ভট্টাচার্য চিন, জাপান, ফিলিপিনস ইত্যাদি সব দেশ ঘুরে ১৯১৬ সালের জুন মাসে আমেরিকায় পৌঁছেছিলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত প্রবন্ধে মানবেন্দ্রনাথ আরও লিখেছিলেন; গয়া কংগ্রেসের প্রাক্কালে আমার এক দূত আমার একটি চিঠি নিয়ে তাঁর (চিত্তরঞ্জন দাশ) সঙ্গে দেখা করেন। সেই চিঠিতে আমি যা কিছু লিখেছিলাম সে সম্পর্কে তিনি খুবই সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং ওই পত্রবাহক মারফৎ উনি আমায় যা কিছু জানিয়েছিলেন সেসব আমাকে এখনও গোপন রাখতে হচ্ছে।

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জীবনীকারদের মতে, ১৯২৪ সালের কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী নলিনী গুপ্ত তাঁর দূত হিসেবে তখন চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। পরবর্তীকালে এপ্রসঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অন্যতম জীবনীকার সমরেন রায় জানিয়েছিলেন,১৯৫০ সালে নলিনী গুপ্ত সে সম্পর্কে আমাকে কিছু বলেন। গয়া কংগ্রেসের জন্য মানবেন্দ্রনাথ যে প্রস্তাব ও কার্যসূচী চিত্তরঞ্জন দাশকে মস্কো থেকে পাঠান;উনি সেই প্রস্তাবের প্রতি তাঁর সমর্থন জানান কিন্তু ব্রিটিশ শাসনে দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বিচার করে তিনি সেই প্রস্তাবের মূল বক্তব্যটি নিজের ভাষায় গয়া কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে উল্লেখ করেন। এই প্রস্তাবটি ছিল, আমি যে স্বাধীনতা চাই তা সাদা চামড়ার পরিবর্তে কালো চামড়ার শাসন নয়, আমি দেশের শতকরা ৯৮ জনের জন্য স্বাধীনতা চাই।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, ওই সময়ে মানবেন্দ্রনাথ প্রেরিত এই প্রস্তাবটি ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রে কংগ্রেস অধিবেশনের ঠিক দু'দিন আগে কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে কমিউনিস্ট অনুপ্রবেশের আতঙ্ক সৃষ্টি করবার জন্য প্রকাশ করা হয়েছিল। সমরেন রায়ের লেখা থেকে আরও জানা যায় যে, তখন চিত্তরঞ্জন দাশ নলিনী গুপ্তকে আরও বলেছিলেন যে নরেন পোস্ট অফিস চায়। অর্থাৎ মানবেন্দ্রনাথ তখন ভ্যানফ্যার্ড ইত্যাদি পত্রপত্রিকা ও বই পাঠাবার জন্য দেশের মধ্যে এমন কিছু ঠিকানা চেয়েছিলেন, যেসব ঠিকানায় তিনি ভারতের মধ্যে বিপ্লবের প্রচার করবার জন্য সেসব পত্রিকা পাঠাতে পারতেন। এছাড়া মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জীবনীকারেরা বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগের বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে এই তথ্যও সংগ্রহ করেছিলেন যে, মানবেন্দ্র তখন বিপ্লব সংক্রান্ত ৩/৪ হাজার কপি পত্র-পত্রিকা ভারতবর্ষের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করেছিলেন। একাজে চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিলেন। তিনি নলিনী গুপ্তকে তৎকালীন ভারতের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির ঠিকানা দিয়েছিলেন এবং তাঁদের তিনি নিজে একথাও জানিয়ে দিয়েছিলেন যে জার্মানি, সুইজার ল্যান্ড প্রভৃতি জায়গা থেকে মানবেন্দ্র তাঁদের নামে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা পাঠাবেন এবং তাঁরা যেন সেগুলিকে গ্রহণ করেন ও অন্যান্যদের মধ্যে বিতরণ করবার ব্যবস্থা করেন।

তবে মানবেন্দ্রনাথ কিন্তু নিজের বৈপ্লবিক জীবনের বহু কথাই কাউকে বলেননি বা কোথাও লিখে যাননি। এমনকি তাঁর 'স্মৃতিকথা' নামক গ্রন্থেও তিনি এসব বিষয়ে অনেক কথাই লেখেননি। এছাড়া তিনি তাঁর প্রথম স্ত্রী এভেলিনের কথাও যেমন কোথাও লেখেননি, তেমনি আবার বিদেশে বৈপ্লাবিক কর্মে তাঁর একজন প্রধান সহযোগী অধ্যাপক আর্থার পোপ,এর নামোল্লেখও কোথাও করেননি। কিন্তু মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বিভিন্ন জীবনীমূলক গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায় যে;এভেলিন ও অধ্যাপক পোপ;উভয়ের সঙ্গেই তিনি স্ট্যানফোর্ডে পরিচিত হয়েছিলেন। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় ও তাঁর আমেরিকান স্ত্রীর মারফৎ এঁদের দু'জনের সঙ্গে সেখানে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। এপ্রসঙ্গে সমরেন রায় জানিয়েছিলেন; ১৯৮১ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে শহরে এ সম্পর্কে আমি অনেক নথিপত্র এবং দলিল পাই। এর মধ্যে একটি দলিল হলো স্যান ফ্র্যান্সিসকোয় অবস্থিত উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলের এ্যাটর্নি প্রেস্টন সাহেবের একটি গোপন নোট, অধ্যাপক পোপ সম্পর্কে ওয়াশিংটনে এ্যাটর্নি জেনারেলকে লেখা, ১৯১৮ সালের ২রা এপ্রিল তারিখে। অন্যান্যদের লেখা থেকেও জানা যায় যে, মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার কয়েকমাস পরেই অধ্যাপক পোপ বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার চাকরি থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এরপরে তিনি আমহার্স্ট কলেজে অধ্যাপনা করবার কাজ পেলেও, কিছু সময় পরে একই কারণে তাঁকে এই কাজটি থেকেও পদত্যাগ করতে হয়েছিল। তারপরে তিনি আমেরিকার যুদ্ধ বিভাগে একটি চাকরি পেয়ে ছিলেন। সমরেন রায় তাঁর গ্রন্থে যে গোপন নোটটির কথা উল্লেখ করেছিলেন, তাতে প্রেস্টন সাহেব ওয়াশিংটনের এ্যাটর্নি জেনারেলকে জানিয়েছিলেন যে, ঠিক কি কারণে অধ্যাপক পোপকে এই চাকরিতেও বহাল রাখা সম্ভব নয়। তাঁর ভাষায় নোটটি নিম্নরূপ ছিল। অধ্যাপক আর্থার উপহাম পোপ লালা হরদয়ালের সঙ্গে ১৯১১ সালে পরিচিত হ'ন এবং তখন থেকেই হিন্দু বিপ্লবীদের সহযোগী হ'ন। ... কিন্তু সব থেকে ন্যাক্কারজনক হলো হিন্দু বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। এই নরেন্দ্র হলেন ভারতবর্ষের সব থেকে হিংসাত্মক বিপ্লবী। নরেন্দ্রনাথকেই ভার দেওয়া হয়েছিল 'ম্যাভারিক' জাহাজে প্রেরিত জার্মান অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করতে। পরে নরেন্দ্র ভারতবর্ষ থেকে ব্যাটাভিয়া এবং সাংহাই,এ জার্মানদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ১৯১৬ সালের মাঝামাঝি 'মার্টিন' ছদ্মনামে নরেন্দ্র স্যান ফ্রানসিস্কো শহরে আসেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই নিজের নাম পরিবর্তন করে মানবেন্দ্রনাথ রায় নাম গ্রহণ করেন। আমেরিকার পশ্চিমকূলে কিছুদিন থাকবার পর এবং জার্মানদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে রায় নিউ ইয়র্কে যান। সেখানেও জার্মানদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেন। নিউইয়র্ক থেকে জার্মানি সাববেরিন 'ডয়েচল্যান্ড',এ ওঁর বার্লিন যাওয়ার কথা ছিল;দক্ষিণ চিনের এক যুদ্ধনেতার কাছ থেকে অস্ত্র কেনার ব্যবস্থা করতে। এটি কোন কারণে ভেস্তে যায়। তার কিছুদিনের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু-জার্মান ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে, তখন রায় 'ম্যানুয়েল মেন্ডেজ' নাম নিয়ে মেক্সিকো পালিয়ে যান। এবং সেখানে এখনও ওই লোকটি জার্মানদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আমেরিকান মহাদেশে অবস্থিত এই লোকটিই সব থেকে বিপজ্জনক এবং এখনও উনি এই মহাদেশে উপস্থিত। ওঁর সঙ্গে অধ্যাপক পোপের যোগাযোগ থাকবার কোন সুকারণ নেই। অধ্যাপক পোপ প্যালোএ্যান্টে (স্ট্যানফোর্ড) শহরে রায়ের সঙ্গে দেখা করেন এবং তারপর থেকেই দু'জনে এমন অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন যে নিউইয়র্ক থেকে রায় ওঁকে চিঠি লিখে জানান যে রায় 'ম্যানুয়েল মেন্ডেজ' নামটি গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া রায় নিউইয়র্ক থেকে ১৯১৬ সালের শেষ দিকে জাপানে রাসবিহারী বসুকে সাংকেতিক ভাষায় একটি চিঠি লিখে জানান কাজ-কর্মের জন্য টাকা পাঠাতে এবং তাতে লেখেন যে ওই টাকা যেন অধ্যাপক পোপের কাছে পাঠানো হয়। পোপের অজ্ঞাতসারে ওই চিঠি লেখা হয়ে থাকতে পারে না।

বলাই বাহুল্য যে, প্রেস্টন সাহেব এই গোপন নোটটি পাঠাবার পরে অধ্যাপক পোপ আমেরিকান যুদ্ধ-দপ্তরের চাকরিটি থেকেও পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শুধু মানবেন্দ্রনাথের বিপ্লবী জীবনকে জানবার জন্য নয়, পরাধীন ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও প্রেস্টন সাহেবের এই গোপন নোটটি আজও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সংগঠনের কাজের গোপনীয়তা এবং সেই গোপনীয়তা রক্ষা করবার জন্য বিপ্লবীদলের কর্মীদের অঙ্গীকারবদ্ধতা;পরাধীন ভারতের বৈপ্লবিক রাজনীতির একটি মৌলিক ভিত্তি ছিল। একারণেই বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগ তখন সেই গোপনীয় সূত্রগুলি থেকে বিপ্লবীদের কাজ-কর্মের পদ্ধতি এবং তাঁরা কে কোথায় কি করছেন; এবিষয়ে তথ্য উদ্ধার করবার জন্য, বিশেষ করে বাংলার বিপ্লবীদের পেছনে অনেক গুপ্তচর নিযুক্ত করেছিল। এ প্রসঙ্গে সমরেন রায়ের লেখা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জীবনীর প্রথম খণ্ড;অশান্ত ব্রাহ্মণ বা দ্যা রেস্টলেস ব্রাহ্মীন;নামক বইটির ভূমিকায় ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, আমাদের বৈপ্লবিক জীবনে অন্য কোন কর্মীর কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া বা ঔৎসুক্য প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ছিল। আমরা শুধু নিজেদের দায়িত্ব পালন করতুম, তার বাইরে কোন কিছু জানতে চাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ',এর গুপ্ত সমিতির আদর্শে আমরা অনুপ্রাণিত ছিলাম এবং সেই আদর্শ আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলতাম। অন্যদিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উপরে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর নিবন্ধটি ১৯৩৯ সালের পরাধীন ভারতের যুগে লিখেছিলেন বলে তিনিও তাতে সেই একই গোপনীয়তা রক্ষা করেছিলেন। আর পরাধীন ভারতের বিপ্লবীদের এই গোপনীয়তা রক্ষা করবার সংকল্পের জন্যই পরবর্তীসময়ে মানবেন্দ্রনাথের জীবন সম্পর্কে লিখতে বসে সমরেন রায়, স্বদেশরঞ্জন দাস, জীবেন্দ্র সিংহ রায়, অপূর্ব দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ রায় প্রমুখ সকলকেই বিস্তর বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তবে তাঁদের সকলের লেখা থেকে এবিষয়ে যে সাধারণ তথ্যটি পাওয়া যায়, সেটা হল যে, তাঁর বৈপ্লবিক কার্যপরিধি ভারতবর্ষ থেকে চিন, জাপান এবং আমেরিকা-মেক্সিকো থেকে ইউরোপ এবং রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

তবে এই মানবেন্দ্রনাথই আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে হিটলারের নেতৃত্বে চলা ফ্যাসিবাদকেই বিশ্বের শান্তি ও স্বাধীনতার প্রধান শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং একারণে এসময়ে তিনি আমেরিকা এবং বৃটেনকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য এসময়ে সোভিয়েত রাশিয়াকে বিপন্মুক্ত করাই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এভাবে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ফ্যাসি শক্তির বিরুদ্ধে ও মিত্রশক্তির পক্ষে বিনাশর্তে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেও, এরপরে ১৯৪৩ সালে ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতে বৃটিশ সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধান রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল একটি গোপন নোটের মাধ্যমে তৎকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচার-সচিবকে পরিষ্কারভাবেই জানিয়ে দিয়েছিলেন,আমরা এম. এন. রায়কে বিশ্বাস করি না। যুদ্ধের প্রস্তুতি করাই তাঁর আসল উদ্দেশ্য।দ (হোম, রাজনৈতিক, ৭ ১৭ ৪৩, ভারত সরকার) কিন্তু এর আগে, ১৯৪১ সালের শেষেরদিকে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জাপানে পদার্পন করবার আগে, রাসবিহারী বসুর একজন ভারতীয় দূত একটি গোপন বার্তা নিয়ে মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেছিলেন বলে জানা যায়। মানবেন্দ্রনাথের জীবনীকারদের মতে, সেই বার্তাটি আই.এন. এ, এর গঠন সম্পর্কে এবং এজন্য ভারতের মধ্যে প্রয়োজনীয় একটি সংগঠন তৈরি করবার বিষয়ে ছিল, যে সংগঠনটি ভারতের মধ্যে আই.এন.এ,এর অগ্রসরকে সাহায্য করতে পারত। আর এই উদ্দেশ্যেই তখন ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। এপ্রসঙ্গে সমরেন রায় জানিয়েছিলেন, ১৯১৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বর আমি জয়প্রকাশ নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করি 'রায় সম্পর্কে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আপনার কি মত ছিল?' জয় প্রকাশজি কলকাতায় এসেছিলেন সর্বভারতীয় রাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট সম্মেলনের উদ্বোধন করতে। ৬নং শর্টস্ট্রীটে জয়প্রকাশজির শ্যালক এস. এন. প্রসাদের ফ্ল্যাটে সাক্ষাৎকারটি হয়। জয়প্রকাশজি আমাকে বলেন 'আমরা রায়কে বুঝতাম। জানতাম তিনি আমাদের পথ সমর্থন করেন না। কিন্তু তাঁকে আমরা সব কথা বলতে কুণ্ঠা বোধ করতুম না, আলোচনাও করেছি। কারণ, আমাদের বিশ্বাস ছিল তিনি আমাদের কথা গোপন রাখবেন। এই বিশ্বাস অন্যদের সম্পর্কে আমাদের ছিল না।'

আসলে জীবন দিয়ে গোপনীয়তা রক্ষা এবং একের প্রতি অন্যের বিশ্বাসই পরাধীন ভারতের বৈপ্লবিক রাজনীতির মূলভিত্তি ছিল। আর তাই তখন বিশ্বাস ঘাতকতার শাস্তিও কঠোরতম ছিল। একারণেই ১৯৪১ সালে রাসবিহারী বসুর কাছ থেকে যে ব্যক্তি দূত হিসেবে মানবেন্দ্রনাথের কাছে এসেছিলেন, তাঁর সম্পর্কে ১৯৪৬ সালে তিনি লিখেছিলেন,

সেই দূত আমাকে বলেছিলেন অন্যদের সঙ্গেও তিনি দেখা করেছেন এবং যাঁদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন বা করবেন তাঁদের নামও তিনি আমাকে বলেন। ... কিন্তু এসব তথ্য এখনও আমাকে গোপন রাখতে হবে। (আই. এন. এ ও আগস্ট বিপ্লব, মানবেন্দ্রনাথ রায়, রেনেশাঁস পাবলিশার্স, ১৯৪৬ সাল, পৃ- ৬৩)।

লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী

প্রতিবাদী নাট্যকার অভিনেতা শিল্পী উৎপল দত্ত ইংরেজি সাহিত্যের একজন দিকপাল ছিলেন

বিশেষ প্রতিবেদক

অনেকেই বলেন অনেকে ব্রিটিশের থেকেও তিনি ভাল ইংরেজি বলতেন! ইংরেজি ভাষা ও শেকসপিয়ার যদি উৎপল দত্তের শ্বাস-প্রশ্বাস হয়,তবে বাংলা ভাষা আর বাংলার প্রতি ছিল অদম্য টান। সেই টান কেমন দেখিয়ে গিয়ে. ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের পুরস্কার

প্রদান অনুষ্ঠানে। নাটকের জন্য জেল খেটেছেন অনেকদিন।

বাংলা ছবির পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের ঘোষণা ইংরেজিতে হচ্ছে দেখে পুরস্কার মঞ্চে একপ্রকার বোমা ফাটিয়েছিলেন। দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন 'বুঝতে পারছি না কোথায় আছি লন্ডন না আমেরিকায়....আমি এখানে যে উপস্থিত তাতেই আমি লজ্জিত'। তারপর স্টেজ থেকে নেমে এসে হনহন করে প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

চলচ্চিত্রে বিশেষ অবদানের জন্য মৃত্যুর এক বছর আগে বি.এফ.জে.এর লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার পেয়েছিলেন উৎপল দত্ত,এর আগের বছর 'আগন্তুক' ও 'পথ ও প্রসাদ' এ অভিনয়ের জন্য ওই সংস্থার সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছিলেন। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান ১৯৯২-এর রবীন্দ্রসদনে। পুরস্কার ঘোষণার পর্ব চলছে, সবটাই হচ্ছে ইংরেজিতে। উৎপল দত্তের নাম যথারীতি ঘোষিত হল সেই ইংরেজিতে,মঞ্চের ওপরে উঠে কার্যত একপ্রকার কার্যত বোমা ফাটানো- 'বুঝতে পারছি না কোথায় আছি লন্ডন না আমেরিকায়....আমি এখানে যে উপস্থিত তাতেই আমি লজ্জিত'। কতটা মূল্যায়ন উৎপল দত্ত সম্পর্কে হয়েছে বলা বেশ কঠিন তবে চলচ্চিত্র সমালোচক,বোদ্ধারা বলেন তিনি বাণিজ্যিক হোক বা তথাকথিত আর্ট ফিলম,বাংলা অথবা হিন্দি, অভিনয়ের সুত্রে তিনি সত্যিই সব্যসাচী। অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী,জীবনের জেগে থাকা সময়ের যেকোনও মুহূর্তে বই ছিল চিরসঙ্গী,শুটিং করছেন,সেখানেও বই,শট রেডি হলে বইটা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে পরিচালকের নির্দেশ মত অনবদ্য অভিনয়,প্রায় সিঙ্গল টেক আর ওকে। শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধ এক মানুষ,যখন ১৮বছর তখন থেকে পেশাদার অভিনেতা। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময় তৈরি করেছিলেন 'দ্য শেকসপিয়ারানস',অভিনয় করেছিলেন ইংরেজি নাটক 'রিচার্ড দ্য থার্ড'। শেকসপিয়ার বা ইংরেজি ভাষা যদি হয় তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস তবে বাংলা ভাষা আর বাংলার প্রতি ছিল অদম্য টান,সেই টান কেমন তিনি দেখিয়েছেন বাংলা চলচ্চিত্রের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে। উৎপল দত্তের কাছে নাটক ছিল প্রতিবাদের ভাষা। হাতিয়ার হিসেবে নাটককে ব্যবহার করতেন। নিজের সম্পর্কে উৎপল দত্ত বলতেন আমি শিল্পী নই। নাট্যকার বা অন্য যেকোনও আখ্যা লোকে আমাকে দিতে পারে। তবে আমি মনে করি আমি প্রোপাগান্ডিস্ট। গণনাট্য সংঘের কলকাতা শাখায় যোগ দিয়ে প্রথম বাংলা নাটক অভিনয় 'ভাগ বন্দর'-এ,পরে 'ম্যাকবেথ' বাংলায় অভিনয় করেন,আমৃত্য ইংরেজি ভাষা চর্চা করেছেন। কল্লোল' এক কালজয়ী নাটক,জন্ম দেয় গণ আন্দোলনের।নিষিদ্ধ হয় কল্লোল নাটক। ১৯৬৫ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর মহালয়ার দিন গ্রেফতার করা হয় উৎপল দত্তকে। জেল খাটলেন অনেকদিন।নাটকটি অমর হয়ে রয়েছে গণমানুষের নাটক হয়ে, সাথে সাথে অমরত্ব দিয়েছে মহান নাট্যকার উৎপল দত্তকেও।

নাটকের দৃশ্যে উনি মঞ্চে ঢুকেই নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বলতেন, 'নামগুলো পড়ো খনামগুলো পড়ো'। নামগুলো পড়া হত 'কল্লোলে'র জন্য উৎপল দত্তকে জেলে ভরে দিয়ে শাসক ভেবেছিল নাটক বন্ধ করা যাবে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অনেক শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী উৎপলের মুক্তি চেয়ে বিবৃতি দেন। শ্লোগান উঠেছিল 'কল্লোল চলছে, চলবে'। ভারতবর্ষ শুধু নয় নাটকের কথা, পৌঁছে গিয়েছিল বিদেশেও। ভারতীয় নাটকে প্রথমবারের জন্য স্টেজে এসেছিলেন শ্রমিকরা এবং নায়কের ভূমিকায়, নতুন করে বলার দরকার হয় না নাটকের নাম উৎপল দত্তের 'অঙ্গার'। রবিশংকরের আবহসঙ্গীত নাটকে আলাদা মাত্রা যোগ করেছিল, সঙ্গে তাপস সেনের আলো।প্রতি শোয়ে গান করে যেতেন নির্মলেন্দু চৌধুরী, সেজন্য তিনি কোনও পারিশ্রমিক নিতেন না, উৎপল,শোভারা সম্ভব হলে কখনও কিছু যাতয়াতের ভাড়া দিতেন। সেইসময় ধানবাদে কয়লা খনিতে দুর্ঘটনা ঘটে। বহু শ্রমিক মারা গিয়েছিলেন, খবর পেয়েই কয়লাখনিতে ছুটে গিয়েছিলেন উৎপল দত্ত, সেই নিয়েই তিনি 'অঙ্গার' নাটকটি লেখেন। টিম ওয়ার্ক আদপে কি বস্তু বুঝিয়ে দিয়েছিল 'অঙ্গার'-এর অসমান্য সাফল্য। মিনার্ভা থিয়েটার প্রেক্ষাগৃহে লিটল্ থিয়েটার গ্রুপ কর্তৃক উৎপল দত্তর রচনায় ও পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় 'অঙ্গার' নাটক। নাটকে তুলে ধরা হয়েছিল ভারতের কয়লাখনি শ্রমিকদের প্রতি শোষণের কাহিনী এবং অন্ধকার খনিগর্ভের মধ্যে জলবন্দী হয়ে আটকে থাকা কয়েকজন শ্রমিকের ভয়াবহ বিভীষিকাময় দিনের ঘটনা। সত্যজিৎ রায়ের মত প্রবাদপ্রতিম চিত্র পরিচালকের অভিমত উত্তমকুমার ছাড়া 'নায়ক' ছবি করা সম্ভব হত না,তেমন উৎপল দত্তের অভিনীত প্রথম হিন্দি ছবি 'ভুবন সোম' চরিত্রে তিনি ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প ভাবা যায় না। কিংবদন্তি সত্যজিৎ রায় তাঁর ২১নম্বর ছবিতে প্রথম উৎপল দত্তকে সুযোগ দিলেন, ১৯৭৬ সালে মুক্তি প্রাপ্ত ছবি 'জন অরণ্যে'।

পাঠকদের কাছ থেকে লেখার প্রকাশ

বিশেষ প্রতিবেদক

ফাইনাল পরীক্ষায় ফেল করে বসল এক ছাত্র। কিন্তু ফেল করলে তো চলবে না! যেভাবেই হোক পাশ করতে হবে।

সে গেল প্রিন্সিপাল স্যারের রুমে। কিন্তু অনেক কাকুতি মিনতি করেও স্যারের মন গলাতে পারল না।

তখন ছাত্রটি মনে মনে একটা ফন্দি আঁটল। সে গম্ভীর হবার ভান করে বলল, স্যার, আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করব। যদি আপনি সঠিক উত্তর দিতে পারেন, আমি আমার রেজাল্ট মেনে নেব। আর যদি উত্তর দিতে না পারেন তাহলে আমাকে পাশ করিয়ে দিতে হবে।

ছাত্রটির বুদ্ধিশুদ্ধির ওপর প্রিন্সিপাল স্যারের খুব একটা আস্থা ছিল না। এরকম গবেট টাইপের একটা ছেলে কি এমন প্রশ্ন করবে যার জবাব তার মতো অভিজ্ঞ শিক্ষক দিতে পারবে না! অতএব, তিনি রাজি হলেন।

ছাত্রটি একটা ফিচলে হাসি দিয়ে বলল, বলুন তো, কোনটা লিগ্যাল কিন্তু লজিকাল না? কোনটা লজিক্যাল তবে লিগ্যাল না? আর কোনটা লিগ্যাল বা লজিক্যাল কোনোটাই না?

প্রিন্সিপাল স্যার এবার বেকায়দায় পড়লেন। ভেবে ভেবে চুল ছিঁড়ে ফেলার অবস্থা, কিন্তু সঠিক উত্তর কিছুতেই মাথায় আসছে না। শেষে ছাত্রের শর্ত মেনে নিয়ে তাকে পাশ করিয়ে দিলেন।

পরদিন তিনি ক্লাস নিতে গিয়ে ভাবলেন, গতকালের প্রশ্নটিই তিনি আজ ছাত্রদের করবেন। প্রশ্ন করতেই তিনি হতভম্ব। প্রায় সবাই হাত তুলেছে।

তিনি তখন সামনের বেঞ্চের একজন ছাত্রকে বললেন, বল দেখি! ছাত্রটি মুচকি হেসে বলল, স্যার, আপনার বয়স ৫৯, আর আপনার স্ত্রীর বয়স ১৮! এটা লিগ্যাল, কিন্তু লজিক্যাল নয়।

স্যার তখন ছাত্রটিকে তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিয়ে বললেন, আরে বস বস হারামজাদা, তোকে আর বলতে হবে না।

আরেকজন ছাত্র মাঝের সারি থেকে লাফ দিয়ে উঠে বলল, স্যার, আপনার স্ত্রীর সাথে সমবয়সী এক ছেলের অ্যাফেয়ার চলছে! এটা লজিক্যাল, কিন্তু লিগ্যাল না।

স্যারের তো বিষম খাওয়ার অবস্থা। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। কোনোমতে গ্লাস হাতে নিয়ে ঢক ঢক করে পানি খেলেন।

কিন্তু তখনও অবাক হওয়ার আরো বাকি ছিল! লাস্ট বেঞ্চের একজন বলে উঠল, স্যার, আপনার স্ত্রীর বয়ফ্রেন্ড ফাইনাল পরীক্ষায় ফেল করা সত্ত্বেও আপনি তাকে পাশ করিয়ে দিয়েছেন। এটা না লজিক্যাল, না লিগ্যাল। স্যার মাথা ঘুরে ধপাস করে পড়ে গেলেন।

বাংলায় এই রকম হাসির গল্প খুবই প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। গল্পের পরিধি বেশি নয়। খুবহ ছোট। বলা যেতে পারে এটা একটি অণুগল্প। একন অণুগল্প খুবই চালু হয়েছে। তবে সেই সব অণুগল্পের মধ্যে বেশ বুদ্ধির রয়েছে। জ্ঞানের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। রস সমৃদ্ধ অমুগল্প দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ছোট আকারের গল্প। সেই গল্পগুলি পড়তে বেশ ভালো লাগেই। লোকেদের হাতে এখন আর পড়ার বেশি সময় নেই। সেই কারণে তৈরি করা হয়েছে অণুগল্প। বেশ কয়েকটি দৈনিক পত্র পত্রিকা অণুগল্প প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। এক ঝলকে গল্প পড়া বলা চলে। ট্রেনে বাসে করে যেতে যেতে এই গল্প শেষ হয়ে যায়। কোথাও বেড়াতে যাওয়ার সময়ে এইসব অণুগল্প পড়া চলে। সঙ্গে চলে আড্ডাও। চা সিঙ্গারা তো আছেই। তার সঙ্গে আছে অণুগল্প।

চোখে কাপড় বেঁধে দৃষ্টিহীনদের সঙ্গে 'টি-টোয়েন্টি' খেললেন সাংসদ কীর্তি আজাদ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২২ মার্চ ঃ চোখে কাপড় বেঁধে দৃষ্টিহীনদের সঙ্গে 'টি-টোয়েন্টি' খেললেন সাংসদ কীর্তি আজাদ, কীর্তিতে হতবাক সবাই। শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতার ইডেন গার্ডেনে শুরু হতে চলেছে আইপিএল- ২০২৫। দেশ জুড়ে বিরাট উচ্ছাস। সেই দিনই শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরের ৫নং ওয়ার্ডের কাশীরাম মাঠে অনুষ্ঠিত হচ্ছে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে 'টি-টোয়েন্টি ব্লাইন্ড ক্রিকেট প্রতিযোগিতা'। শনিবার সকালেই খেলার উদ্বোধন করতে পৌঁছালেন সাংসদ তথা ১৯৮৩ বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ। চোখে কাপড় বেঁধে নামলেন মাঠে। দৃষ্টিহীনদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলেই উদ্বোধন করলেন খেলার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদের পাশাপাশি প্রশাসক মন্ডলীর চেয়ারপার্সন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন কাউন্সিলর দেবব্রত সাঁই প্রমুখ। সাংসদ কীর্তি আজাদ বলেন, 'আজকে যে শিখলাম জীবনে কোনদিন শিখিনি। চোখের মধ্যে আর দেখতে পায় না, কিন্তু মনের জোরে এরাও খেলতে পারে। দৃষ্টিহীনরাও এগিয়ে যাচ্ছে। ওরাও লড়াই করে বাঁচতে জানে। ওদের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ রয়েছে। আমিও ওদের সঙ্গে এই খেলায় অংশ নিতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করছি। আমরা ওদের পাশে দাঁড়াবো প্রত্যেক মুহূর্তে'। তিনি আরও বলেন, 'এটা আমার কাছে খুবই স্পেশ্যাল। এখান থেকে আমি অনেক কিছুই শিখলাম। আমার এত বছরে আমি কখনও দেখিনি। যেভাবে ওরা খেলে, ওদের দৃষ্টি নেই। আমার পক্ষে এই খেলা একেবারেই অসম্ভব। ওরা এতগুলো বল মারতে পারছে সেখানে আমি একটাও পারিনি।' উদ্যোক্তারা বলেন, 'আমরাও দৃষ্টিহীনদের নিয়ে বিশেষ কিছু করতে চাই। আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন সাংসদ কীর্তি আজাদ। আমরা নিজেদের গর্বিত মনে করছি। দৃষ্টিহীনদের খেলার মাধ্যমে দুর্গাপুরের মানুষদের উৎসাহিত করা।' এলাকার বয়স্ক মানুষদের বক্তব্য, খুব ভালো লাগছে। এই ধরনের খেলা একাধারে ছেলে - মেয়েদের আরও উৎসাহিত করবে। এক দর্শক বলেছেন, 'এমন খেলা আমি আগে কখনও দেখিনি। এটা খুবই ভালো উদ্যোগ। প্রতিবন্ধীদের উৎসাহিত করেছে। আমার খুবই ভালো লেগেছে। আমি দেখলাম আশে-পাশে যে শব্দ হচ্ছে সেই শব্দ বুঝে বুঝে খেলছে। ঠিক যেন লক্ষ্যভেদ। এই খেলা দেখে যারা প্রতিবন্ধী অনেকেই উৎসাহিত হবেন। অনেকেই চাইবেন এমনভাবে খেলানোর জন্য। এর আগে কখনও এমন খেলা আমি দেখিনি। এক কথায় অসাধারণ লেগেছে।

এবিএসএস-এর অন্তর্গত স্টেশনগুলির কাম-কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনে এনএফআর-এর জিএম

মালিগাঁও, ২২ মার্চ ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর)-এর জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব ২১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম (এবিএসএস)-এর অন্তর্গত স্টেশনগুলির পুনর্বিকাশের যে- কাজ চলছে তার অগ্রগতি সর্বাঙ্গীণ ভাবে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করলেন। স্টেশনগুলি হল, নারেঙ্গি, জাগিরোড, চাপরমুখ ও হয়বরগাঁও। এই স্টেশনগুলি হল অসমের সেই ৫০টি স্টেশনের অন্তর্গত যেগুলিকে উক্ত স্কিমের অধীনে রূপান্তর সাধন করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। এই পুনর্বিকাশের ফলে স্টেশনগুলি উল্লেখযোগ্য ভাবে উন্নীত হবে। এই কাজে নারেঙ্গির জন্য ৩০.৯৫ কোটি টাকা, জাগিরোডের জন্য ৩১.১৮ কোটি টাকা, চাপরমুখের জন্য ৩১.৮৭ কোটি টাকা, ও হয়বরগাঁওয়ের জন্য ১৪.৯৪ কোটি টাকার আনুমানিক বিনিয়োগ ধার্য্য করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের এখতিয়ারে থাকা মোট ৯২ টি স্টেশনকে এবিএসএস-এর অধীনে পুনর্বিকাশের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল স্টেশনগুলিকে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধায় সজ্জিত করা যাতে যাত্রীরা উন্নত অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন। এই রেল স্টেশনগুলিকে আধুনিক ও যাত্রীদের অনুকূল স্থানে রূপান্তর সাধনের জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নের যেসব কাজ চলছে সেগুলির অগ্রগতি মূল্যায়ন করে দেখলেন জেনারেল ম্যানেজার তাঁর পরিদর্শন সফরে। তিনি এই বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেন যে, এই কাজের জন্য গুণমান সম্পন্ন কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজন আছে, এই কাজ সঠিক সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে হবে এবং সুরক্ষা সংক্রান্ত মানদণ্ডগুলিকে কঠোর ভাবে মেনে চলতে হবে। এবিএসএস-এ এই বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে- যাত্রীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা উন্নত করা, নান্দনিক দিক দিয়ে স্টেশনগুলিকে উন্নীত করা এবং আধুনিক সুবিধার ব্যবস্থা করা, যেমন- উন্নত প্রতীক্ষালয়, আরও ভাল আলোর ব্যবস্থা, উন্নত সাইন বোর্ড, পরিচ্ছন্ন শৌচালয় ও উন্নীত সার্কুলেটিং এরিয়াগুলির মাধ্যমে বাধাহীন অ্যাক্সেস। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গেও মত বিনিময় করেছেন জেনারেল ম্যানেজার। তিনি তাঁদের এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, বর্তমানে যেসব কাজ চলছে সেগুলিকে দ্রুত গতিতে করতে হবে, তার জন্য যাত্রী পরিষেবা যাতে খুব বেশি ব্যহত না- হয়। এতদিনে প্রকল্পের কাজ যে ভাবে এগিয়েছে তার প্রশংসা করে তিনি এই বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেন যে কাজের এই ধারাকে অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে এই প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ হয়। এই স্টেশনগুলির পুনর্বিকাশ করা হচ্ছে এই লক্ষ্য নিয়ে- যাত্রীদের সফরের অভিজ্ঞতাকে উন্নত করা, তার পাশাপাশি ভারতীয় রেলকে বিশ্ব মানের পরিবহন পরিষেবায় পরিণত করার বৃহত্তর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার পথে এগিয়ে যাওয়া।

বিশ্ব জল দিবসে জল সচেতনতায় পরিবেশ প্রেমী সংস্থা দিশারী সংকল্পের পক্ষ থেকে বালুরঘাট শহরে জল সমীক্ষা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ মার্চ ঃ আজ ২২ মার্চ বিশ্ব জল দিবসে বালুরঘাট শহরে পরিবেশ প্রেমী সংস্থা দিশারী সংকল্পের পক্ষ থেকে জল সচেতনতার পাশাপাশি জল সমীক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করলো। আজকের জল সমীক্ষায় দেখা হয় শহরের ট্যাপ গুলো কি অবস্থায় রয়েছে। তাতে প্রায় ৫০ টি ট্যাপ সমীক্ষা করে দেখা যায় প্রায় ৩০ টি ট্যাপ একদম ভালো অবস্থায় রয়েছে। ১০ টি ট্যাপ কিছুদিন আগে খারাপ হয়েছিল। নতুন করে ট্যাপের মুখ লাগানো হয়েছে। আর ১০ টি ট্যাপ থেকে অনবরত জল পড়ে নষ্ট হচ্ছে। দিশারী সংকল্পের পক্ষ থেকে আজ নতুন ট্যাপ লাগিয়েও দেওয়া হয়। কিন্তু কয়েকটিতে তা সম্ভব হয়নি। কেননা আগেকার ট্যাপ, ট্যাপের মুখ এমন অবস্থায় রয়েছে যে তা মিস্ত্রি ছাড়া সম্ভব নয়। এই বিষয়ে সংস্থার পক্ষ থেকে বালুরঘাট পৌরসভা অথবা কাউন্সিলরদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের কথা বলা হয়েছে। যেমন - চৌরঙ্গী ক্লাব সংলগ্ন, ছিন্নমস্তা কলোনি শিব কালী মন্দির সংলগ্ন, ত্রিধারা ক্লাব সংলগ্ন এলাকা সহ শহরের বিভিন্ন জায়গায়। অন্যদিকে অযোধ্যা কালিদাসী বিদ্যানিকেতনে আজ বিশ্ব জল দিবস উপলক্ষ্যে জল সচেতনতার শোভাযাত্রা বের হয়। তাতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক - শিক্ষিকারা অংশ নেয়। 'বিন্দু বিন্দু জল আমাদের সম্বল', 'জল নষ্ট করবেন না', 'পুকুর খুঁড়ে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন', 'মাটির নীচের জল ক্রমশঃ শেষ হয়ে যাচ্ছে' শিক্ষার্থীরা এই সমস্ত জল সচেতনতার বার্তা দেয়। অযোধ্যা কালিদাসী বিদ্যানিকেতনের শিক্ষক তুহিনশুভ্র মণ্ডল এর আগেও সমগ্র শিক্ষা মিশনের জেলা শিক্ষা আধিকারিক বিমল কৃষ্ণ গায়েনকে আবেদন করেন ২২ মার্চ বিশ্ব জল দিবস থেকেই প্রতিটি বিদ্যালয়ে জল সচেতনতার কার্যক্রম হোক। তিনি সেই মর্মে প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষিকাদের কাছে আবেদনও করেন। পরিবেশ কর্মী ও শিক্ষক তুহিনশুভ্র মণ্ডল জানান - 'জল সঙ্কট ক্রমশ ঃ প্রবল আকার ধারণ করছে। প্রত্যেককে জল সচেতন হতে হবে। হতে হবে জলবন্ধু। ভবিষ্যতে জল সংরক্ষণের জন্য শিক্ষার্থীদের এখন থেকেই প্রস্তুত করতে হবে।

কৃষ্ণনগর থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত বহু আগে চলত ন্যারোগেজ রেল, পরবর্তীতে সেই ন্যারোগেজ রেল, ব্রডগেজে পরিণত

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২২ মার্চ ঃ নদীয়ার কৃষ্ণনগর থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত বহু আগে চলত ন্যারোগেজ রেল। তবে পরবর্তীতে সেই ন্যারোগেজ রেল, ব্রডগেজে পরিণত হয়েছে। রেল সূত্রে খবর এই রেল রুট দিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হতে পারে কৃষ্ণনগর আমঘাটা রেল চলাচল। তবে এই রেল চলাচল কে কেন্দ্র করে এখন বর্তমানে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে ব্রডগেজ হওয়ার পরেই রেল লাইনের পার্শ্ববর্তী এলাকা ঘিরে দিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। বেশ কিছু জায়গা যাতায়াতের জন্য খোলা ছিল। তবে রেল চলাচল চালু হলে যাতে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা বা বিপদ না ঘটে সে কারণে এখন সমস্ত ফাঁকা জায়গা ঘিরে দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। সেখানেই এখন সমস্যা। এলাকাবাসীর অভিযোগ ব্রডগেজ হওয়ার পর জায়গা ফাঁকা রাখলেও, বর্তমানে জায়গা ঘিরে দিলে লাইনের পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষজন স্কুল, কলেজ, হাসপাতালে যেতে পারবে না। তাহলে এই সমস্ত মানুষগুলো কোথায় যাবে। রেল কর্তৃপক্ষের উচিত অতিসত্বর সাধারণ মানুষের কথা বিচার করে তাদের যাতায়াতের জন্য কিছু জায়গা খোলা রাখা হোক। যাতে করে ছাত্রছাত্রী রোগী এবং সাধারণ মানুষ তাদের কাজ করতে যেতে পারে। আজ রেল কর্তৃপক্ষের তরফে যখন জায়গা ঘিরতে আসা হয়, তখনই এলাকার মানুষজন রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে আসে রেল পুলিশের উদ্বোধন কর্তারা। যদিও এলাকাবাসীর দাবি যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা কোন সুবিচার পাচ্ছেন বা তাদের যাতায়াতের রাস্তা ঠিক হচ্ছে ততক্ষণ তারা আন্দোলন চালাবেন। যদিও আদতে কতদিনে সাধারণ মানুষের জন্য রেল ভাববে সেটাই এখন দেখার।

কোর কমিটির বৈঠকে ভোটার তালিকার জেলা বিলএ গঠন

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২২ মার্চ ঃ কোর কমিটির বৈঠকে ভোটার তালিকার জেলা বিলএ কমিটি গঠন হলো শনিবার বোলপুর দলীয় কার্যালয়ে। এই নিয়ে তিন মহকুমার মধ্যে দুই মহকুমা বৈঠক শেষ করলো কোর কমিটি। পরবর্তী রামপুরহাট মহকুমার বৈঠক সিউড়ি তে হবে ১৯ এপ্রিল। এদিনের বৈঠকে পাঁচজন উপস্থিত থাকলেও অনুপস্থিত ছিলেন। সুদীপ্ত ঘোষ শারীরিক অসুস্থতার কারণে কলকাতায় এ্যাপেলোতে ডাক্তার দেখাতে যান এবং মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দেউচা পাঁচামিতে যান অনুব্রত মণ্ডল, বলে কোর কমিটির আহ্বায়াক বিকাশ রায়চৌধুরী জানান। যদিও, কোর কমিটির অন্যতম সদস্য কাজল সেখকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, বেলেঘাটার বিদ্যুৎ উন্নয়ন ভবনে দেউচা পাঁচামী নিয়ে বৈঠক ছিল। সেখানে প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আই এস পি বি সেলিম, বীরভূম জেলাশাসক বিধান রায়, এসপি, ডিএসপি ডি এন টি প্রমুখরা। দেউচা পাঁচামীতে দলীয় স্তরে কোনো বৈঠকের জন্য কোনো দলীয় নির্দেশ নেই। দেউচা পাঁচামী এখন প্রশাসনিক বিষয়। দলীয় কিছু বিষয় নয়। এদিন ফায়েজুল হক ওরফে কাজল সেখ বলেন, ভার্চুয়াল বৈঠকে যুবরাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মোতাবেক ভোটার তালিকা নিয়ে জেলা বিলএ গঠন হয়েছে। তার তালিকাও রাজ্যে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। সাঁইথিয়ায় গণ্ডগোল নিয়েও আলোচনা হয়। এলাকার দায়িত্বে থাকা বিধায়ক অভিজিত সিনহার কাছে জানতে চাওয়া হয়, এলাকায় তাঁকে কেন গণ্ডগোলের সময় দেখা যায়নি। তার জবাব পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয়, সিউড়ি, দুবরাজপুর, খয়রাসোল, নলহাটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তিন মাস পর এই বৈঠক পয়েন্ট ধরে আলোচনা হয়েছে।

রমজানের ২১ তম দিনে যুব তৃণমূলের আয়োজনে সম্প্রীতির ইফতার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ মার্চ ঃ সামনেই খুশির ঈদ্। চলছে পবিত্র রমজান মাস। রমজানের ২১ তম দিনে যুব তৃণমূলের পরিচালনায় সম্প্রীতির ইফতার।

একদিকে যখন সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগে হিন্দুত্বের রাজনীতিতে বিজেপি। সেই সময় ইফতার থেকে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা যুব তৃণমূলের। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর বাস স্ট্যান্ড এলাকায় হরিশ্চন্দ্রপুর ১ (এ) যুব তৃণমূলের পক্ষ থেকে এদিন ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি বিশ্বজিত মন্ডল, ব্লক যুব তৃণমূলের আহ্বায়ক পুজন দাস, ব্লক তৃণমূল সভাপতি জিয়াউর রহমান, আইএনটিটিইউসি ব্লক সভাপতি সাহেব দাস প্রমুখ। প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষ এক সঙ্গে ইফতারে অংশ গ্রহণ করেন। জেলা যুব তৃণমূল সভাপতির মতে ধর্ম যার যার উৎসব সবার। তৃণমূল সম্প্রীতির বার্তায় বিশ্বাস করে। জেলা জুড়ে তাই যুব তৃণমূল ইফতারের আয়োজন করছে। তার অঙ্গ হিসাবে এদিন এই ইফতার।

নিম্নমানের পাইপ দিয়ে কাজ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ মার্চ ঃ প্রতিশ্রুতি মতো পিএইচই পাইপ লাইনের কাজ শুরু হলেও নিম্নমানের পাইপ দিয়ে কাজ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ স্থানীয়দের। প্রতিশ্রুতি মতো পিএইচই পাইপ লাইনের কাজ শুরু হলেও নিম্নমানের পাইপ দিয়ে কাজ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে

বিক্ষোভ স্থানীয়দের। যদিও স্থানীয়দের অভিযোগ মানতে নারাজ ঠিকাদার সংস্থার কর্মী। শুক্রবার সকালে পানীয় জলের দাবিতে এবং বাড়ি বাড়ি জল সংযোগের জন্য হরিশ্চন্দ্রপুরে মারওয়ারী পাড়া এলাকায় বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে চলে বিক্ষোভ। বিক্ষোভ সামলাতে গিয়ে ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় পুলিশকে। পরে পিএইচই দপ্তরের আধিকারিকরা এসে শনিবার থেকে কাজ শুরু করার প্রতিশ্রুতি দিলে বিক্ষোভ উঠে যায়। রাতে দপ্তরের তরফে স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য পানীয় জলের ট্যাংক ও পাঠানো হয়। তা ফেরত পাঠিয়ে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের দাবি ছিল স্থায়ী সমাধান করতে হবে। সেই মতো আজ সকালে বাড়ি বাড়ি জল সংযোগ দেওয়ার জন্য পাইপ লাইনের কাজ শুরু করে পিএইচই দপ্তর। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ নিম্নমানের পাইপ দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। অসংখ্য ফুটো রয়েছে পাইপে। ফলে জল সংযোগ দেওয়া হলেও জল পৌঁছাবে না বাড়িতে। তাই ফের বিক্ষোভে সামিল হন স্থানীয়রা। যদিও নিম্নমানের পাইপ ব্যবহারের কথা অস্বীকার করেছেন ঠিকাদার সংস্থার কর্মী। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া।

বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের পাশে রয়েছে আরএসএস ঃ অরুণ কুমার

বেঙ্গালুরু, ২২ মার্চ ঃ বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের পাশে রয়েছে আরএসএস। শনিবার এমনটাই জানালেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ অরুণ কুমার। বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠকের দ্বিতীয় দিনে, শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে সরকার্যবাহ অরুণ কুমার বলেছেন, আমরা বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছি। হিন্দু-সহ বাংলাদেশের সকল সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে আমরা গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছি। শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের কারণে আমাদের এটিকে রাজনীতি অথবা অন্য কিছু হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। এর একটি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণও রয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ও ক্রমাগত লক্ষ্যবস্তু হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুরা। অরুণ কুমার আরও বলেছেন, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন নতুন নয়। ১৯৫১ সালে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ২২ এবং এখন তা কমে ৭.৯৫ হয়েছে। এটি বাংলাদেশে হিন্দুদের জন্য একটি অস্তিত্বগত সংকট। এবার যে হিংসা ঘটছে, তার পিছনে সরকার এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তারা এটিকে কেবল হিন্দু- বিরোধী নয়, ভারত-বিরোধী করার চেষ্টা করছে। আমাদের প্রস্তাবে, আমরা আন্তর্জাতিক শক্তি সম্পর্কেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছি। ভারত এবং তার প্রতিবেশী দেশগুলি কেবল দেশের একটি গোষ্ঠী নয় আমাদের একটি দীর্ঘ ইতিহাস ভাগ করা হয়েছে... আমাদের অনেক মিল রয়েছে। অনেক বিশ্ব শক্তি ভারত এবং তার প্রতিবেশীদের মধ্যে অবিশ্বাস তৈরি করার চেষ্টা করছে।

প্রধানমন্ত্রী লাখপতি প্রকল্পে ঋণ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ মার্চ ঃ লাড়লি বেহনা হোক কি লক্ষীর ভান্ডার, এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে মহিলাদের কেবল অনুদান দেওয়া হবে। তাদের স্বনির্ভর করা যাবে না। প্রধানমন্ত্রী লাখপতি দিদি প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলারা স্বনির্ভর হতে পারবে। লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্প কে কটাক্ষ ইংরেজ বাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর। শনিবার লাখপতি দিদি প্রকল্পের প্রায় সাত জন মহিলাকে লোনের ব্যবস্থা করা হয়। তাদের হাতেই চেক তুলে দেন বিজেপি বিধায়ক। তিনি দাবি করেছেন অনুদানয্য.মহিলাদের স্বনির্ভর করতে হবে সারা দেশের মধ্যে ইংরেজ বাজারে খুব দ্রুত ১০০ জন মহিলাকে লাখপতি দিদি প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। ডাক বিভাগের মাধ্যমে এই প্রকল্প চলে। সামনে নির্বাচন ভাঁওতা দিচ্ছেন বিজেপি বিধায়ক দাবি জেলা তৃণমূলের মুখপাত্রের।

দার্জিলিংয়ে বরফের চিড়িয়াখানা

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ২২ মার্চ ঃ দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইড়ু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্কে তৈরি হচ্ছে বরফের চিড়িয়াখানা,

যা দেশের মধ্যে প্রথম। এড়ুকেশনাল টুরিজম বিকাশে বড় উদ্যোগ নিল বিশ্বসেরা দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইড়ু হিমালয়ান জুওলজিক্যাল পার্ক। উত্তরের পর্যটন এবং শিক্ষাক্ষেত্রকে এক জায়গায় করে আগামীদিনে গবেষণায় নতুন পথ দেখাতে বন্যজন্তুর ডিএনএ সংরক্ষণ করা হবে -১৯৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে, এছাড়াও ইতিমধ্যেই দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় চালু হয়েছে স্কেলিটন মিউজিয়াম। দার্জিলিংয়ের এই বরফের চিড়িয়াখানা সকলের কাছেই এক নতুন চমক। এ যেন ওর শৈল শহরে আস্ত এক জুরাসিক পার্ক। তবে এখানে কোন ডাইনোসরের গল্প নেই, এখানে থাকবে হিমালয়ান বন্যজন্তুরা। বরফের চিড়িয়াখানা, নামটা শুনেই সকলের মনে প্রশ্ন জাগছে কি এমন থাকবে এই চিড়িয়াখানয়? দেশের মধ্যে প্রথম 'দেশের চিড়িয়াখানা' যেখানে বন্য জন্তুদের ডিএনএ সংরক্ষণ করা হবে।

যুবতীর দেহ খালে ফেলল পরিবার, ৫ জন গ্রেফতার

কানপুর, ২২ মার্চ ঃ উত্তরপ্রদেশে প্রেমঘটিত কারণে আত্মহত্যা করেছিল এক যুবতী। তারপর নিজের মেয়ের মৃতদেহ খালে ফেলে দিয়েছিল তার পরিবার। শনিবার পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শেষে ৫ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ফত্তেপুর গ্রামের বাসিন্দা প্রিয়াংশী নামের এক যুবতীর প্রেম ছিল একই গ্রামের যুবকের সঙ্গে। পরিবার বিষয়টি মেনে না নেওয়ায় মেয়েটি আত্মহত্যা করে। সামাজিক সম্মান রক্ষার্থে পরিবারের লোকজন মেয়েটির মৃতদেহটি একটি বস্তায় ভরে খালে ফেলে দেয়। ১৬ মার্চ কানপুরের ধর্মমঙ্গদপুর গ্রামে ওই দেহটি উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন প্রিয়াংশীর বাবা-মা , দিদি , কাকা ও গাড়িচালক । জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন।

জল সংরক্ষণ প্রাচীন ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ঃ মুখ্যমন্ত্রী সাইনি

পাঁচকুলা, ২২ মার্চ ঃ বিশ্ব জল দিবসে জল সংরক্ষণের ওপর বিশেষ জোর দিলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি। তিনি বলেছেন, জল সংরক্ষণ আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। পূর্ববর্তী সময়ে, আমরা

সাবধানে প্রতিটি জলের ফোঁটা সংরক্ষণ করেছিলাম। আমি সকলকে সেই অভ্যাসগুলি পুনরুজ্জীবিত করার জন্য অনুরোধ করছি। যখন আমরা কূপ থেকে জল তুলতাম, তখন আমরা যতটা প্রয়োজন ততটাই জল নিতাম। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য জল সংরক্ষণের অঙ্গীকার করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সাইনি। বিশ্ব জল দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সি আর পাতিলের নেতৃত্বে হরিয়ানা থেকে জল শক্তি অভিযানঃ ক্যাচ দ্য রেইন-২০২৫ অভিযানের সূচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সাইনি এদিন বলেছেন, আমি কৃষক ভাইদের ধন্যবাদ জানাই যারা জল সংরক্ষণে তাদের অমূল্য অবদান রেখেছেন। তিনি জানান, হরিয়ানায় জল সংরক্ষণের জন্য সরকার নিরবচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনা করেছে।

কাজ পাইয়ে দেওয়ার নামে গাড়িতেই তরুণীকে ধর্ষণ, ধৃত ৩

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২২ মার্চ ঃ কাজের প্রলোভন দেখিয়ে তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ। ন্যক্কারজনক ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরায়। কোনওক্রমে প্রাণ হাতে নিয়ে পালান নির্যাতিতা। থানায় অভিযোগ জানাতেই তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যরা। অভিযোগ পাওয়ার পরেই অভিযুক্তদের খোঁজে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। অবশেষে শনিবার ভোরে ডেবরা থেকেই গ্রেফতার হয় তিনজন। শনিবার ধৃত তিন যুবককে মেদিনীপুর আদালতে পেশ করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। জানা গেছে, হুগলির বাসিন্দা ওই যুবতী। শুক্রবার সকালে একটি ফোন পান তিনি। তাঁকে কাজের খবর দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট জায়গায় যুবতীকে যেতে বলা হয়। কাজের আশায় চলেও যান তিনি। অভিযোগ, নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছতেই যুবতীকে জোরপূর্বক একটি গাড়িতে তোলা হয়। এরপর চলন্ত গাড়িতে তাঁকে ধর্ষণ করে তিন যুবক। কোনওরকমে প্রাণ হাতে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন নির্যাতিতা। কোনওভাবে পৌঁছে যান ডেবরা থানায়। সেখানেই লিখিত অভিযোগ জানান তিনি।

বর্জ্য পরিষ্কারের জন্য ৫ টি ডাম্পারের শুভ সূচনা করলেন মেয়র

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ ঃ শিলিগুড়ি পুর নিগমের ১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা অর্থানুকূল্যে পুরনিগম এলাকার বর্জ্য পরিস্কারের জন্য ৯ টনের ৫ টি ডাম্পারের শুভ সূচনা করলেন মেয়র গৌতম দেব। এদিন শিলিগুড়ি পুরসভাতে এই ডাম্পারের উদ্বোধন করে এদিন মেয়র গৌতম দেব জানালেন, বর্জ্য অপসারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আজকের থেকে নয়, শিলিগুড়ি পুরসভাতে যেদিন থেকে তৃণমূল কংগ্রেস এসেছে সেদিন থেকেই এই বর্জ্য অপসারণের কাজে মনোযোগ দিয়েছে। আমাদের পুরসভা সর্বদাই মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করে যায়। আজকে যে উদ্বোধন হলো এর ফলে উপকৃত হবেন গোটা শিলিগুড়ির স্থানীয় মানুষ। এতে আধুনিক হবে আমাদের শহর শিলিগুড়ি, এদিন মেয়রের সাথে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরসভার এম এমআইসি শ্রাবণী দত্ত, এম এমআইসি মানিক দে এবং দুলাল দত্ত সহ অন্যান্য কাউন্সিলরেরা। এদিন মেয়র গৌতম দেব আরো জানালেন আধুনিক শহর শিলিগুড়িতে দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে লোক সংখ্যা, তাই বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ বাড়ছে দিনের পর দিন। আমাদের চটজলদি অপসারণের কাজ শুরু না করলে সমস্যা তৈরি হতে পারে। এই কারণেই এই ব্যবস্থা , শহরকে যদি আমরা আধুনিক করতে চাই তবে এই ব্যবস্থা দ্রুত শুরু করতে হবে যাতে মানুষের উপকার হয়। ছুটির দিন এবং উৎসবের পরে শিলিগুড়ি শহরের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়, আমাদের ভাইয়েরা যতটা সম্ভব পারা যায় চেষ্টা করে, শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার। কিন্তু দ্রুত করা সম্ভব হয়নি। আজকে এই ব্যবস্থার ফলে তারাও অনেকটা উপকার পাবে বলে জানান মেয়র গৌতম দেব।

বদ্যুৎহীনতার সমস্যায় ভুগছেন এলাকার মানুষ, ক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তা অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২২ মার্চ ঃ একটু বৃষ্টি হলেই বিদ্যুৎ বন্ধ, দীর্ঘদিন বিদ্যুৎহীনতার সমস্যায় ভুগছেন এলাকার মানুষ, অবশেষে ক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তা অবরোধ করলেন এলাকার সাধারণ মানুষ। গোপীবল্লবপুর দু'নম্বর ব্লকের চৈনিশোল, পাঁচরুখি, আমদাপাল, বড় আসনবনী, রামচন্দ্রপুর, গোয়ালমারা সহ আশেপাশের প্রায় ১০ থেকে ১৫ টি গ্রামে বিদ্যুৎ সমস্যা প্রায় দিন লেগেই থাকে। এলাকার বাসিন্দার অভিযোগ করছেন, এক দুই ফোঁটা বৃষ্টি হলেই এলাকায় বিদ্যুৎ থাকে না, রাতভর বিদ্যুৎ আসে না, কখনো কখনো ২৪ ঘণ্টার বেশি বিদ্যুৎ চলে যায়। গত দুদিন ধরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হচ্ছে এলাকা জুড়ে আর তাতেই ঘন্টার পর ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকছে না বলে অভিযোগ এলাকার বাসিন্দাদের। তারা জানান, বাড়িতে বৃদ্ধা, ছোট বাচ্চা রয়েছে ফলে প্রচন্ড গরমে সমস্যায় পড়তে হয়। বিদ্যুৎ না থাকলে পানীয় জলের সমস্যা পড়তে হয়, এই সমস্যা দীর্ঘ কয়েক বছরের। একাধিকবার বিদ্যুৎ দপ্তরে জানিয়েও এর সুরাহা হয়নি। এই সমস্ত অভিযোগ তুলে ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের চৈনিশোল বাসস্ট্যান্ডে শনিবার সকাল ৮ থেকে রাজ্য সড়কে রাস্তা অবরোধ করেন সাধারণ মানুষ। তড়িঘড়ি বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে মোতায়ন হয় ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

মালদায় সক্রিয় অ্যাম্বুলেন্স চক্র

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ মার্চ ঃ মালদায় সক্রিয় অ্যাম্বুলেন্স চক্র। মালদা মেডিকেল কলেজে রেফার করা রোগীদের ভুল বুঝিয়ে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ। এরপর চিকিৎসার নামে দিনের পর দিন নার্সিংহোমে রেখে মোটা অংকের বিল। মূলতঃ অ্যাম্বুলেন্স চালক এবং নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ গুলির যোগসাজশে মালদায় ক্রমশঃ সক্রিয় উঠছে এই চক্র। অভিযোগ পেয়ে ঠিক সেই রকমই একটি চক্রের হদিশ বের করে সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করল জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। মালদা জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় গাজোল থানার আলাল পাহাড়ি ভিটা এলাকার বাসিন্দা কুমার কোরা শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা নিয়ে চলতি মাসের ১৭ তারিখ গাজোল হাসপাতালে ভর্তি হন। এরপর তাকে সেখান থেকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। অভিযোগ যে অ্যাম্বুলেন্স করে ওই রোগীকে নিয়ে আসা হচ্ছিল সেই চালক পরিবারের সদস্যদের মালদা মেডিকেল কলেজে ট্রিটমেন্ট হয় না ভুল বুঝিয়ে মালদা শহরের আমবাজার এলাকায় অবস্থিত একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। এরপর সেখানে কার্যত ওই রোগীকে আটকে রেখে স্বাস্থ্যের নামে ব্যবসা শুরু করে সেই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ বলে অভিযোগ। প্রায় এক লক্ষ টাকার ওপর বিল করা হয়। এরই মধ্যে খবর পেয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই রোগীকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেন সেই সঙ্গে ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এদিকে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ নিজেদের ভুল স্বীকার করেছেন ক্যামেরার সামনে।

Office of The Ladhurka Gram Panchayat
Vill+PO-Ladhurka, PS-Hura, Dist.-Purulia,723148
Under Hura Dev. Block
E-Tender Notice
NIeT No:-WBPUR/LGP/HURA/NIT(e)-9/24-25, Dt.-20/03/2025 Date & Time of Download/sale from **21/03/2025 10:30 am. To 27/03/2025 4.00** PM. Date & Time of Bid submission (online) from **21/03/2025 10:30 A.M.** to **27/03/2025 04.00PM.** Date & Time of Bid Opening (Technical Proposal):- **29/03/2025 (04:30 PM).** For detail visit website **http://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Ladhurka Gram Panchayat

আমমোক্তারনামা

১) **রফিকুল সেখ,** পিতা- মৃত আরসাদ সেখ, সাং- খোজারপাড়া, ২) কাশেদ সেখ, পিতা-মৃত এরফান সেখ, সাং- নওদা, উভয়ের পোঃ- গনকর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. **অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২১ সালে Book-I 6038 নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) মহঃ রফিক সেখ, ২) কাশেম সেখ, ৩) মানেজা বিবি, ৪) জাহিদা বিবি, ৫) মজিবুর রহমান, ৬) জুলফুকার রহমান, ৭) আদরী বিবি, ৮) বোকুল সেখ, ৯) অটুল সেখ, ১০) মিটুল সেখ, ১১) কাশমিরা বিবি, ১২) ডলি বেওয়া** আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **১৩৫ নং রামচন্দ্রবাটি মৌজাস্থিত এল. আর. ২৭৮ নং দাগের এল. আর. ১২৮০ নং খতিয়ানের মোট ১৮ শতক** সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-1 অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা

শ্যামল ঘোষ, পিতা- মৃত সুধীর কুমার ঘোষ, সাং- রঘুনাথগঞ্জ পাকুরতলা, পোঃ- ও থানা-রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বর্তমান ইং ২০২৫ **সালে** Book-I, 1120 নং **আমমোক্তার দলিল মূলে ১) প্রভাত কুমার ঘোষ, ২) প্রনব কুমার ঘোষ আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত** করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **৯৬ নং দেউলী মৌজাস্থিত এল. আর. ১৬১ নং দাগের এল. আর. ৭৪৪৩, ৭৪৪৫ নং খতিয়ানের মোট ১২ শতক** সম্পত্তি হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

খাওয়া- দাওয়া

ফুলকপির কোরমা

উপকরণঃ মাঝারি আকারের ফুলকপি একটি, লবণ পরিমাণমতো, ভিনেগার ১ টেবিল চামচ, তেল চার টেবিল চামচ, ঘি চার টেবিল চামচ, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, দারুচিনি দুই টুকরা, ছোট এলাচি চারটি, তেজপাতা একটি, পেঁয়াজবাটা দুই টেবিল চামচ, রসুনবাটা এক চা-চামচ, আদাবাটা এক চা-চামচ, চারমগজ বাটা এক টেবিল চামচ, কাঠবাদামবাটা এক টেবিল চামচ, পেস্তাবাদামবাটা এক টেবিল চামচ, কাজুবাদামবাটা এক টেবিল চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ, মরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ, টক দই দুই টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বেরেস্তা দুই টেবিল চামচ, জল এক কাপ, চিনি এক টেবিল চামচ বা পরিমাণমতো, দুধ এক কাপ, ভাজা জিরাগুঁড়া এক চা-চামচ, গরমমসলার গুঁড়া এক চা-চামচ।

প্রণালিঃ ফুলকপি টুকরা করে ধুয়ে নিন। ফুটন্ত গরম জলেতে লবণ, ভিনেগার, ফুলকপি দিয়ে দুই-তিন মিনিট ফুটিয়ে নিন। এরপর ঠান্ডা জলেতে রাখুন। এক টেবিল চামচ তেল ও এক টেবিল চামচ ঘি গরম করে নিন। ফুলকপিগুলো কিছুক্ষণ ভেজে নিন। আরেকটি প্যানে বাকি তেল আর ঘি গরম করে নিন। পেঁয়াজ ভেজে নিন। গরমমসলা, সব বাটা মসলা, গোলমরিচগুঁড়া, মরিচগুঁড়া কষিয়ে নিন। দই, বেরেস্তা, লবণ দিয়ে আরও কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিন। জল দিন। ফুটে উঠলে চিনি, দুধ, ফুলকপি দিয়ে কিছুক্ষণ চুলায় রেখে দিন। ভাজা জিরাগুঁড়া ও গরমমসলার গুঁড়া দিয়ে কিছুক্ষণ চুলায় রেখে নামাতে হবে।

ছানার কোরমার

ছানার উপকরণঃ দুধ ২ লিটার, ভিনেগার তিন থেকে চার টেবিল চামচ।

প্রণালিঃ দুধ জ্বাল দিয়ে ফুটে উঠলে চুলা বন্ধ করে দিতে হবে। ভিনেগারের সঙ্গে দুই টেবিল চামচ জল মিশিয়ে অল্প অল্প করে গরম দুধে দিতে হবে। ছানা কেটে গেলে আর দেওয়া লাগবে না। সাদা পাতলা কাপড়ে ছানা ঢেলে দিন। জল চিপে নিন। কাপড় চারপাশ থেকে ভাঁজ করে ছানাকে ঢেকে দিন। চপিং বোর্ডের ওপর রেখে ভারী কিছু দিয়ে চাপা দিন। ৩-৪ ঘণ্টা রেখে দিতে হবে। এবার ছানা পছন্দমতো টুকরা করে কেটে নিন।

কোরমার উপকরণঃ তেল তিন টেবিল চামচ, ঘি তিন টেবিল চামচ, পেঁয়াজবাটা চার টেবিল চামচ, আদাবাটা আধা চা-চামচ, রসুনবাটা সামান্য, পেস্তাবাদামবাটা দুই টেবিল চামচ, কাজুবাদামবাটা দুই টেবিল চামচ, কাঠবাদামবাটা দুই টেবিল চামচ, গরমমসলার গুঁড়া এক চা-চামচ, সাদা গোলমরিচ গুঁড়া এক চা-চামচ, লবণ পরিমাণমতো, টক দই তিন টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বেরেস্তা তিন টেবিল চামচ, দুধ এক কাপ, চিনি এক টেবিল চামচ বা পরিমাণমতো।

প্রণালিঃ তেল আর ঘি গরম করে নিন। সব বাটা মসলা, গুঁড়া মসলা দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিন। লবণ, টক দই, বেরেস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিন। দুধ, চিনি দিন। ফুটে উঠলে ছানা দিয়ে দিন। কিছুক্ষণ চুলায় রেখে ঝোল কমে এলে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

দেশি মুরগিতে পেঁপের ঝোল

উপকরঃ মুরগি ১টা, পেঁপে ছোট ১টা, হলুদগুঁড়া ১ চা-চামচ, ভাজা জিরার গুঁড়া ১ চা-চামচ, আদাবাটা ১ টেবিল চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, পেঁয়াজবাটা ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, দারুচিনি ২ টুকরা, লবঙ্গ ৪টি, গোলমরিচ ৪টি, তেজপাতা ২টি, গরম জল পরিমাণমতো, কাঁচা মরিচ ৫৬টি, এলাচি ৪টি, সয়াবিন তেল সিকি কাপ।

প্রণালিঃ মুরগি ও পেঁপে একই আকারে কেটে নেওয়ার চেষ্টা করুন। হলুদগুঁড়া, আদাবাটা, রসুনবাটা, পেঁয়াজবাটা দিয়ে মাখিয়ে রাখতে হবে। এবার পাত্রে তেল গরম করে নিন। আস্ত মসলার ফোড়ন দিয়ে দিন। পেঁয়াজকুচি বাদামি করে ভেজে মেখে রাখা মুরগি আর পেঁপে দিয়ে দিন। ভালোভাবে কষিয়ে নিন। ঝোলের জন্য পরিমাণমতো গরম জল দিতে হবে। মাংস সেদ্ধ হয়ে ঝোল যখন মাংসের সমান হবে, ভাজা জিরাগুঁড়া দিয়ে চুলা বন্ধ করে দিতে হবে। পাঁচ মিনিট পর পরিবেশন করুন।

ইলন মাস্ককে পদত্যাগ করার আহ্বান

যুক্তরাষ্ট্রের বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার (সিইও) পদ থেকে ইলন মাস্ককে পদত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির দীর্ঘদিনের বিনিয়োগকারী রস গার্বার। তিনি বলেছেন, তাঁর মনোযোগ বিভক্ত হয়ে পড়ায়, বিশেষ করে হোয়াইট হাউসের ভূমিকায় টেসলা সংকটে পড়ছে। গার্বার কাওয়াসাকি ওয়েলথ ম্যানেজমেন্টের সিইও গার্বার স্কাই নিউজকে বলেন, 'কোনো সন্দেহ নেই, তিনি (মাস্ক) সরকারি চাকরির ব্যাপারে নিবেদিতপ্রাণ, সেখানেই তাঁর সময় ব্যয় করছেন। তিনি টেসলা চালাচ্ছেন না।' তিনি আরও বলেন, 'আমি মনে করি, টেসলার একজন নতুন সিইও দরকার। দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা অবহেলিত হয়ে আছে।' মাস্কের নেতৃত্বে টেসলাকে এক দশকের বেশি সমর্থন দিয়ে এসেছেন গার্বার কাওয়াসাকি। যদিও তাঁর প্রতিষ্ঠান কাওয়াসাকি ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট টেসলার বৃহত্তম অংশীদারদের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবু চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টেসলায় এটির ২ লাখ ৬২ হাজার ৩৫২টি শেয়ার রয়েছে। সংস্থাটি ২০২৩ সাল থেকেই টেসলায় তার শেয়ার ক্রমাগত কমিয়ে চলেছে। টেসলার পরিচালনা বোর্ডে পরিবর্তন আনার দাবিতে সোচ্চার হওয়া ব্যক্তিদের অন্যতম রস গার্বার। ক্রমেই আরও বেশি মাস্কের সমালোচক হয়ে উঠছেন তিনি, বিশেষ করে হোয়াইট হাউসে মাস্ক যুক্ত হওয়ার পর থেকে। স্কাই নিউজকে রস গার্বার বলেন, 'টেসলা গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু করছে। তাই ইলনের অন্য চাকরি ছেড়ে হয় টেসলায় ফিরে আসা ও এটির সিইও হওয়া উচিত (সিইওর কাজ সম্পাদন করা), না হয় সরকারেই মনোযোগ দেওয়া এবং যা করছেন তা-ই করে যাওয়া উচিত। কিন্তু টেসলার একজন যোগ্য সিইও খোঁজা দরকার।' পুঁজিবাজারে টেসলার দর কমা অব্যাহত আছে। গত পাঁচ দিনে এটির দর কমেছে ৫ শতাংশ। রস গার্বার গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, প্রতিষ্ঠানটির নেতৃত্বে পরিবর্তন দরকার। গার্বার আরও যুক্তি দেন, টুইটারে (বর্তমানে এক্স) মাস্কের সম্পৃক্ততা তাঁর মনোযোগ (টেসলা থেকে) অন্যদিকে সরিয়ে দিয়েছে।

শনিবার রাজনগর বিশ্বম্ভর হাই স্কুলে নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এর পক্ষে দ্বাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী বিদিশা দাস এবং সদ্যপিতৃহারা মেধাবী ছাত্রী শ্রাবণী দলুই (এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে) কে মাসিক বৃত্তি প্রদান করা হলো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সভাপতি শোভন সুন্দর গিরি, অংকের শিক্ষক সুব্রত জানা, সংগঠনের সম্পাদক ড. শান্তনু বেরা, ট্রেজারার ও শিক্ষক বিদ্যুৎ তিয়ারী, এক্সিকিউটিভ মেম্বার ও শিক্ষক রনজিত মন্ডল। ছবি- তাপস পাল

'যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিধিনিষেধ থাকা জায়গাগুলোতেও প্রবেশ করতে পারেন'

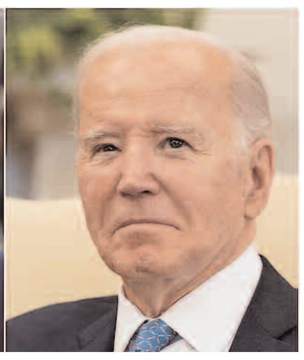

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর পূর্বসূরি জো বাইডেন এবং কয়েকজন প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা ও হোয়াইট হাউস কর্মকর্তার নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছেন। শুক্রবার নির্বাহী বিভাগ ও বিভিন্ন সংস্থার প্রধানদের এমন নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। যাঁদের নিরাপত্তা ছাড়পত্র থাকে, তাঁরা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিধিনিষেধ থাকা জায়গাগুলোতেও প্রবেশ করতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের রীতি অনুযায়ী, দায়িত্ব ছাড়ার পরও সাবেক প্রেসিডেন্টেরা কিছু গোয়েন্দা তথ্য পান। ট্রাম্পের নির্দেশের কারণে বাইডেন সে সুযোগ হারাবেন। নিরাপত্তা ছাড়পত্র হারানো মানুষের ওই তালিকায় বাইডেন ছাড়াও তাঁর পরিবারের সদস্য এবং সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের নাম রয়েছে। প্রাক্তন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পরাজিত প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটন, বাইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভানের নামও এ তালিকায় আছে। বিভিন্ন সংস্থার প্রধানকে পাঠানো চিঠিতে ট্রাম্প বলেছেন, সেখানে নাম উল্লেখ করা ব্যক্তিদের যেন আর রাষ্ট্রীয় গোপন নথি দেখতে পাওয়ার সুযোগ না দেওয়া হয়।

ট্রাম্প বলেন, 'আমি এর মাধ্যমে প্রতিটি নির্বাহী বিভাগ এবং সংস্থার প্রধানকে নির্দেশ দিচ্ছি, উল্লিখিত ব্যক্তিদের দেওয়া যেকোনো ধরনের নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রত্যাহার করতে হবে। আমি সব নির্বাহী বিভাগ এবং সংস্থার প্রধানদের আরও নির্দেশ দিচ্ছি, যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি স্থাপনাগুলোকে এসব মানুষের কাছ থেকে নিরাপদ রাখতে তাঁদেরকে যেন বিনা পাহারায় প্রবেশাধিকার না দেওয়া হয়।'ট্রাম্প তাঁর পূর্বসূরি বাইডেনের ওপর ক্ষুব্ধ এবং তাঁকে নিয়ে প্রায়ই আক্রমণাত্মক বক্তব্য দিয়ে থাকেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রথমবারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ট্রাম্পের বিরুদ্ধেও রাষ্ট্রের গোপনীয়তা সংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে তদন্ত হয়েছিল।

হোয়াইট হাউসের গোপন নথি তাঁর নিজস্ব মালিকানাধীন মারএলাগো রিসোর্টে নিয়ে যাওয়ায় এ তদন্ত হয়। ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় ফিরে আসার পর তদন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়। ট্রাম্পের তালিকায় যাঁরা আছেন, তাঁদের অনেকেই বাইডেনের হাতে নিয়োগ পাওয়া। তবে প্রাক্তন রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা এবং ট্রাম্পের ঘোর সমালোচক লিজ চেনির নামও তালিকায় আছে।

ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত গোয়েন্দা বিশ্লেষক ফিওনা হিলকেও তালিকায় রাখা হয়েছে। ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানউভয় প্রশাসনের অধীনেই কাজ করেছেন তিনি।

সৌদি আরবে গত ৫ বছরে কেনিয়ার অন্তত ২৭৪ জন শ্রমিক মারা গেছেন

কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবির আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বহির্গমন এলাকা। সপ্তাহের যেকোনো দিন সেখানে গেলে দলবেঁধে থাকা নারীদের দেখা মিলবে। একই রকমের টি-শার্ট পরে, চোখে স্বপ্ন পূরণের উচ্ছ্বাস নিয়ে সেলফি তুলছেন তাঁদের অনেকেই। নতুন চাকরিতে পাওয়া বেতনের টাকায় কে কী করবেন, তা নিয়ে আলোচনায় মশগুল তাঁদের কেউ কেউ। কেনিয়ার এসব নারী চাকরি করতে যাচ্ছেন সৌদি আরবে। কেনিয়া সরকারের উৎসাহে এবং নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের প্রলোভনে তাঁদের এই দলবেঁধে বিদেশযাত্রা। দুই বছর সৌদি আরবে থাকবেন। গৃহকর্মীর কাজ করবেন। এরপর বেতনের টাকায় দেশে ঘরবাড়ি করবেন, সন্তানদের শিক্ষিত করবেন ও নিজেদের ভাগ্য ফেরাবেন, ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করবেনএসবই তাঁদের প্রত্যাশা। যদিও প্রত্যাশা আর বাস্তবতায় ঢের ফারাক। সেটা বোঝা যায় একই বিমানবন্দরের আগমন এলাকায় গেলে। সেখানে অনেক নারী শ্রমিক সৌদি আরব থেকে ফিরে আসেন স্বপ্ন হারানোর রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে। তাঁদের কেউ হয়তো ঠিকঠাক বেতন পাননি। কেউবা দিনের পর দিন অনাহারে থেকেছেন। কাউকে মারধর করা হয়েছে। আবার কেউ যৌন নির্যাতন বা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা কফিনবন্দী হয়ে দেশে ফিরেছেন। সৌদি আরবে গত ৫ বছরে কেনিয়ার অন্তত ২৭৪ জন শ্রমিক মারা গেছেন। বেশির ভাগই নারী। এর মধ্যে ২০২৪ সালে মারা গেছেন ৫৫ জন। এ সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় দ্বিগুণ। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনগুলো অস্পষ্ট আর পরস্পরবিরোধী। বলা হয়েছে, কেউ হয়তো ট্রমায় মারা গেছেন। কেউবা পুড়ে কিংবা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন। অর্থাৎ তাঁদের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। একজন নারীর মৃত্যুর কারণ লেখা হয়েছে, 'ব্রেইন ডেড'। শুধু কেনিয়া নয়, আফ্রিকার আরেক দেশ উগান্ডার অনেক নারী শ্রমিক সৌদি আরবে মারা গেছেন। যদিও উগান্ডার সরকার সেই সংখ্যা প্রকাশ করেনি। প্রভাবশালীরা সম্পৃক্ত সৌদি আরবে গিয়ে প্রতারিত এসব নারীর সুরক্ষায় কাজ করেন ফাবিয়ান কাউলে মুলি। তিনি কেনিয়ার পার্লামেন্টের শ্রমবিষয়ক কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান। প্রভাবশালী এই কমিটি নারী শ্রমিকদের মৃত্যুর কারণ নিয়ে তদন্ত দাবি করতে পারে। আরও ভালো সুরক্ষার জন্য সৌদি আরবের সঙ্গে আলোচনা করতে নিজ দেশের সরকারকে চাপ দিতে পারে। এমনকি প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিবাসন কার্যক্রম সাময়িক স্থগিত রাখতে আইনের খসড়া করতে পারে। তবে পূর্ব আফ্রিকার অন্যান্য অনেক সরকারি কর্মকর্তার মতো ফাবিয়ান কাউলে মুলির মালিকানায় সৌদি আরবে নারী শ্রমিক পাঠানোর একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ করতে সৌদি আরবে যাওয়া শ্রমিকদের একজন মার্গারেট মুথেউ মুয়েনি বলেন, সৌদি নিয়োগকর্তা তাঁর পাসপোর্ট আটকে রেখেছিলেন। প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তাঁকে কেনিয়া থেকে 'কিনে আনা' হয়েছে। নিয়মিত খাবার দিতেন না।

এই পরিস্থিতিতে নিরুপায় হয়ে ফাবিয়ানের প্রতিষ্ঠানে ফোন করে সহায়তা চান মার্গারেট। তখন শ্রমিক পাঠানো ওই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি তাঁকে বলেন, 'আপনি সাঁতার কেটে লোহিত সাগর পার হয়ে এরপর দেশে (কেনিয়ায়) ফিরে আসতে পারেন।' নিউইয়র্ক টাইমসের এক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, কেনিয়া, উগান্ডা আর সৌদি আরবে ব্যাপক নির্যাতনের শিকার হলেও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রমিক পাঠানোর ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা রয়েছে।

গল্ফ কোর্স এবং রেলওয়ে অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

গোরক্ষপুর, ২২ মার্চঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন এর তত্ত্বাবধানে কর্মকর্তা এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য ২১ থেকে ২৩ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত গোরক্ষপুরের সৈয়দ মোদী রেলওয়ে স্টেডিয়াম, গল্ফ কোর্স এবং রেলওয়ে অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনে, ২২ মার্চ, ২০২৫ সকাল ৭ টায় উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, শ্রীমতী সৌম্য মাথুর ওয়াকাথনের উদ্বোধন করেন। হেডকোয়ার্টার এবং বিভাগের রেলওয়ে কর্মকর্তারা ওয়াকাথনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও, বাস্কেটবল (মহিলা বিভাগ), ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, গলফ, টেবিল টেনিস, ক্যারম, দাবা, মজার খেলা ইত্যাদির ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। হেডকোয়ার্টার্স এবং ডিভিশনের মধ্যে মহিলা ক্রিকেট ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে জেনারেল ম্যানেজার মিসেস সৌম্য মাথুরের নেতৃত্বে হেডকোয়ার্টার্স দল প্রথমে ব্যাট করে এবং ৩ উইকেট হারিয়ে ৭৫ রানের লক্ষ্য নির্ধারণ করে। যেখানে ডঃ শাগুন সিং ০৩টি ছক্কা এবং ০৬টি চারের সাহায্যে ৪৩ রানের দুর্দান্ত অবদান রাখেন।

জবাবে, মন্ডলের দল ৫৪ রানে অলআউট হয়ে যায়। মন্ডলের দলের স্মৃতি তার দলের হয়ে ২৯ রান যোগ করেন, যার মধ্যে ২টি ছক্কা এবং ৪টি চারের মার ছিল। এইভাবে বিভাগীয় দলকে ২১ রানে পরাজিত করে সদর দপ্তর দল বিজয়ী হয়।

পুরুষ ক্রিকেটের সেমিফাইনাল ম্যাচে, ইজ্জতনগর বিভাগের দল প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১০ উইকেট হারিয়ে ৫৭ রান করতে সক্ষম হয়। জবাবে, লখনউ বিভাগের দল কোনও উইকেট না হারিয়ে ইজ্জতনগরকে ১০ উইকেটে পরাজিত করে এবং ফাইনালে তাদের স্থান নিশ্চিত করে। বারাণসী বিভাগ এবং হেডকোয়ার্টার ব্লু-এর মধ্যকার ম্যাচে, বারাণসী বিভাগ ৪ উইকেট হারিয়ে ৮৫ রানের লক্ষ্য দেয় যেখানে হেডকোয়ার্টার ব্লু-এর দল মাত্র ৭৬ রান করতে সক্ষম হয়। এইভাবে, বারাণসী দল হেডকোয়ার্টার্স ব্লুকে ০৯ রানে হারিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করে। লখনউ বিভাগ এবং বারাণসী বিভাগের মধ্যে শেষ সন্ধ্যায় ফাইনাল ক্রিকেট ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

টেবিল টেনিসের অনূর্ধ্ব ১২ বছর বয়সী মেয়েদের বিভাগে ফাইনাল ম্যাচে আরাধ্য শর্মা যশিকাকে ০২-০১ গোলে পরাজিত করেন এবং ছেলেদের বিভাগে বিরাজ সিং প্রাঞ্জল শর্মাকে ২-০ গোলে পরাজিত করে বিজয়ী হন। ২১ বছরের কম বয়সী মেয়েদের টেবিল টেনিসের ফাইনাল ম্যাচে অদিতি যাদব আরাধ্য শর্মাকে ২-০ গোলে পরাজিত করেন এবং ছেলেদের বিভাগে বিরাজ সিং নোমান আহমেদকে ২-১ গোলে পরাজিত করে বিজয়ী হন। অনূর্ধ্ব ১২ বছরের মেয়েদের ক্যারামের ফাইনাল ম্যাচে, প্রত্যুষা মৌর্য কাশভি গাঙ্গোয়ারকে ২-০ গোলে পরাজিত করেন এবং ছেলেদের বিভাগে আদিত্য কুমার সমর্থ সচানকে ২-১ গোলে পরাজিত করে বিজয়ী হন। ক্যারাম অনূর্ধ্ব-২১ মেয়েদের বিভাগে ফাইনাল ম্যাচে মুক্তা মিশ্র অদিতি যাদবকে ২-১ গোলে পরাজিত করেন এবং ছেলেদের বিভাগে নোমান আহমেদ আশাদ আহমেদকে ২-১ গোলে পরাজিত করে বিজয়ী হন।

বন্ধ করে দিয়েছে ভয়েস অব আমেরিকা ভিওএ

ভয়েস অব আমেরিকাসহ কয়েকটি গণমাধ্যম আউটলেট বন্ধ করার ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে অবৈধ দাবি করে ফেডারেল আদালতে একটি মামলা করা হয়েছে। শুক্রবার নিউইয়র্কের ইউএস ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে মামলাটি করা হয়। মামলায় উল্লেখ করা হয়, ট্রাম্প প্রশাসন বেআইনিভাবে ভয়েস অব আমেরিকা (ভিওএ) বন্ধ করে দিয়েছে। একই সঙ্গে এটি আবার চালু করতে আদালতকে নির্দেশনা দিতে অনুরোধ করা হয়েছে। মামলার আবেদনে বলা হয়েছে, এসব গণমাধ্যম বিশ্বের যেসব দেশে নিজেদের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নেই, সেসব দেশসহ অন্যান্য দেশে কয়েক দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করে আসছে। মামলায় বাদী হয়েছে ভয়েস অব আমেরিকার সাংবাদিক, রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস ও কয়েকটি ইউনিয়ন। বিবাদী করা হয়েছে ইউএস এজেন্সি ফর গ্লোবাল মিডিয়া, কারি লেক ও সেখানে থাকা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রতিনিধি অ্যারিজোনাকে।

Name Change
I, Jhuma Biswas W/O Sudip Biswas, declare that my father said name Subash Roy (old name), residing at N52 Milanpally, Barasat (M), P.O.- Hridaypur, P.S.- Barasat, Kolkata- 700127, West Bengal, India, have changed my father name and he shall henceforth be known as Subhash Roy (new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata on 21/03/2025. Subhash Roy (new name) and Subash Roy (old name) both are the same and one identical person.

Name Change
I, Jhuma Biswas Roy (Old Name) wife of Sudip Biswas, residing at N52 Milanpally, Barasat (M), P.O.- Hridaypur, P.S.- Barasat, Kolkata- 700127, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Jhuma Biswas (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 21/03/2025. Jhuma Biswas (New Name) and Jhuma Biswas Roy (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Habibur Rahaman (Old Name) son of Mohammed Yasmin Molla, residing at Vill- Jalilpur, P.O.- Dosatina, P.S.- Bishnupur, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 743503, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Habibur Rahaman Molla (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 21/03/2025. Habibur Rahaman Molla (New Name) and Habibur Rahaman (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Binod Singh (Old Name) son of Sakal Narayan Singh, residing at 20C No GB Road, P.O. & P.S.- Dumdum, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700028, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Binod Kumar Singh (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 21/03/2025. Binod Kumar Singh (New Name) and Binod Singh (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Soma Saharoy (Old Name) wife of Sujit Saharoy, residing at 5/592, Kantaganj, Bedibhaban Haringhata, Nadia, Pin- 741250, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Soma Saharoy Acharjee (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 21/03/2025. Soma Saharoy Acharjee (New Name) and Soma Saharoy (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Rajkumar Charchari (Old Name) son of Mahadeb Ghosh, residing at 9/10 Roynagar Naskarpara, P.O. & P.S.- Bansdroni, Kolkata- 700070, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Rajkumar Ghosh (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 21/03/2025. Rajkumar Ghosh (New Name) and Rajkumar Charchari (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Sekh Said (Old Name) son of Sekh Abdul Samad, residing at Tentulia Para, Sonamui Amta-I, Amta, Howrah- 711401, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Said Rahaman Sekh (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 21/03/2025. Said Rahaman Sekh (New Name) and Sekh Said (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Jaydeb Mondal (Old Name) son of Sricharan Mondal, residing at Mohanpur, P.O.- Chakradhaban, Dist.- East Medinipur, Pin- 721152, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Joydeb Mondal (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 21/03/2025. Joydeb Mondal (New Name) and Jaydeb Mondal (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I,TUNATUN MEHATA (OLD NAME),SON OF VISHWANATH MEHTA, RESIDING AT MAHARAJA NIWAS FLAT NO.1 FLOOR NO.4TH, PODRAH HALDERPARA LANE, HOWRAH - 711109,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TUNTUN MEHTA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/03/2025.THAT TUNATUN MEHATA AND TUNTUN MEHTA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Subodh Prasad Singh (Old Name) son of Late Garib Prasad Singh, residing at Vill.- Hirdanbigha, P.O.- Barhiya, P.S.- Barhiya, Dist.- Lakhisarai, Bihar, Pin- 811302, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Subodh Kumar Singh (New Name) as declared before the Notary, Executive, Court at Lakhisarai, Bihar, dated 12/03/2025. Subodh Kumar Singh (New Name) and Subodh Prasad Singh (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I JYOTSNA PAREKH,W/O PRAFUL PAREKH,R/O 7A,ELGIN ROAD, 6TH FLOOR,PO- LALALAJPAT RAI SARANI,PS- BHAWANIPORE,KOL-700020, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JYOTSNA P PAREKH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/03/2025, THAT JYOTSNA PAREKH AND JYOTSNA P PAREKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Pradip Biswas (Old Name) son of Sudhir Kumar Biswas, residing at 3A , 3rd Floor, Shanti Sudhir Enclave, 8/2/7 Aurobinda Sarani, East Kamalapur, P.O.- Dum Dum, Kolkata-700028, Dist.- North 24 Parganas, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Pradip Kumar Biswas (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 21/03/2025. Pradip Kumar Biswas (New Name) and Pradip Biswas (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I,Muhammed Masud Ali Mallick, residing at Vill.- Paschim Bainan, P.O.- Bainan Bagnan, Howrah- 711303, West Bengal, INDIA,my father Muhammed Taiya Ali Mallick (Old Name) shall henceforth be known as Md Taiyeb Ali Mallick (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 21/03/2025. Md Taiyeb Ali Mallick (New Name) and Muhammed Taiya Ali Mallick (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Ranjeeta Rajya Laxmi Rana & Ranjeeta Raja Laxmi Rana(Old Names) wife of Late Krit SJB Rana, residing at 31 Ballygunge Place, Kolkata- 700019,West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ranjeeta Rana (New Name) as declared before the 1st class Judicial Magistrate, Alipore, Kolkata, dated 21/03/2025. Ranjeeta Rana (New Name) and Ranjeeta Rajya Laxmi Rana & Ranjeeta Raja Laxmi Rana (Old Names) all are same and identical person.

Name Change
I,ALTAF HOSSAIN, SON OF MOHAMMED MAKBOOL,RESIDING AT 33 TALTALA LANE,PO-PARK STREETKOLKATA -700016,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ALTAF HUSSAIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/03/2025.THAT ALTAF HOSSAIN AND ALTAF HUSSAIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,PARESH KUMAR KANGSA BANIK (OLD NAME) S/O LATE SUBAL KANGSA BANIK,RESIDING AT PURBA NUTAN PALLI BARDDHAMAN,PS-BURDWAN, DIST-PURBA BURDWAN, PIN-713101, WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PARESH KANGSA BANIK (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/03/2025.PARESH KUMAR KANGSA BANIK (OLD NAME) AND PARESH KANGSA BANIK (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Sk Altaf Hossen (Old Name) son of Sk Mansur Ali, residing at Sandhipur, Illahipur, P.S.- Chanditala, Pin- 712707, Hooghly Rural, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Altab Hossain (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 21/03/2025. Sk Altab Hossain (New Name) and Sk Altaf Hossen (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I,SWATI RANI KANGSA BANIK (OLD NAME) W/O PARESH KANGSA BANIK, RESIDING AT PURBA NUTAN PALLI BARDDHAMAN,PS-BURDWAN,DIST-PURBA BURDWAN,PIN-713101,WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SATHI KANGSA BANIK (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/03/2025.SWATI RANI KANGSA BANIK (OLD NAME) AND SATHI KANGSA BANIK (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Sk Asadul Hossen (Old Name) son of Sk Altab Hossain, residing at Sandhipur, Illahipur, P.S.- Chanditala, Pin- 712707, Hooghly Rural, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Asadul Hossain (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 21/03/2025. Sk Asadul Hossain (New Name) and Sk Asadul Hossen (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I,GOPAL AGARWAL (OLD NAME) S/O LATE BISWANATH AGARWAL,RESIDING AT FLAT NO.1B,8A,ASHOKA ROAD,ALIPORE,NEAR ALLAHABAD BANK, KOLKATA-700027,WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOPAL KUMAR AGARWAL (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/03/2025.GOPAL AGARWAL (OLD NAME) AND GOPAL KUMAR AGARWAL (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,SHARMISTHA SAHA (OLD NAME) W/O SWAPAN SAHA,RESIDING AT PABNA COLONY,WARD NO.14,PS-CHAKDAH, DIST NADIA, PIN-741222,WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SARMISTHA SAHA BOSE (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/03/2025. SHARMISTHA SAHA (OLD NAME) AND SARMISTHA SAHA BOSE (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Mazid Alam (old name) son of Md Khurshid Alam, residing at 61, Phears Lane, PO- Chittaranjan Avenue, PS- Bowbazar, Kolkata-700073, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md Mazid Alam (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 21/03/2025. Mazid Alam (old name) and Md Mazid Alam (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I,URMILA AGARWAL(OLD NAME) W/O GOPAL KUMAR AGARWAL,RESIDING AT FLAT NO.1B,8A,ASHOKA ROAD, ALIPORE,NEAR ALLAHABAD BANK, KOLKATA-700027,WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS URMILA DEVI AGARWAL(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/03/2025.URMILA AGARWAL (OLD NAME) AND URMILA DEVI AGARWAL (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Tukan Shaw (old name) son of Narayan Shaw, residing at 26, Goala Para Road, Parnasree Pally, Behala, Kolkata – 700060, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Tukun Shaw (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 21/03/2025. Tukan Shaw (old name) and Tukun Shaw (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Mostrif Begam (old name) wife of Md Khurshid Alam, residing at Vill: Chornima, Basadhi, Mohanpur, P.O- Bodh Gaya, Dist: Gaya, Pin: 824231, Bihar, have changed my name and shall henceforth be known as Mustari Khatoon Begam (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 21/03/2025. Mostrif Begam (old name) and Mustari Khatoon Begam (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I,SIKHA ADIKARI (OLD NAME) W/O DEBASHIS ADIKARY,RESIDING AT VILL- DAHI,PO-NAYAGRAM,DIST-JHARGRAM,PIN-721159,WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SIKHA ADIKARY (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/03/2025. SIKHA ADIKARI(OLD NAME) AND SIKHA ADIKARY(NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

ঐতিহ্যবাহী মহাকাল মন্দিরে চালু হতে চলেছে গাড়ি পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ২২ মার্চ : দার্জিলিংয়ের ঐতিহ্যবাহী মহাকাল মন্দিরে চালু হতে চলেছে গাড়ি পরিষেবা। শৈলশহর দার্জিলিংয়ের দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে অবজারভেটরি হিল যেখান থেকে সাদা বরফের চাদরে মোড়া ঘুমন্ত বুদ্ধা অর্থাৎ কাঞ্চনজঙ্ঘা বরাবরই মনমুগ্ধ করে পর্যটকদের এবং সেই রাস্তার শীর্ষে বহু ঐতিহাসিক কাহিনীর সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মহাকাল মন্দির। সকলের কাছেই এটি একটি পবিত্র ধর্মীয় স্থান। দার্জিলিং গেলে এই মহাকাল মন্দির না দর্শন করলে যেন ঘোরা সম্পূর্ণ হয় না। তবে এটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত হওয়ায় সকলের পক্ষে সেই মন্দির দর্শন সম্ভব হয়ে ওঠে না বিশেষ করে বয়স্ক মানুষদের। সেই অর্থে সকল পুণ্যার্থীদের কথা মাথায় রেখেই মহাকাল মন্দিরে গাড়ি চলাচলের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তৈরি হচ্ছে অল্টারনেটিভ রোড।

মিরিক যাওয়ার পথে দার্জিলিংয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মৃত ২

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ২২ মার্চ : পাহাড়ে ঘটে গেল ভয়াবহ দুর্ঘটনা! মিরিক যাওয়ার পথে দার্জিলিংয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। ঘুরতে গিয়ে খাদে পর্যটকবোঝাই গাড়ি। সুখিয়া থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে গয়াবাড়ি এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে পর্যটকবোঝাই গাড়িটি। চালক সহ ১১ জন যাত্রীকে নিয়ে সোজা খাদে পড়ে যায় গাড়িটি।

রাস্তা থেকে প্রায় ৫০০ ফুট নীচে পড়ে যায় গাড়ি। স্থানীয়দের অনুমান, গাড়িটি খুবই দ্রুত গতিতে আসছিল। যে কারণে বাঁকের মুখে এসে চালক আর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন স্থানীয়রা ও পুলিস। দুর্ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ১ জন। পরে সুকনা হাসপাতালে আরও একজনের মৃত্যু হয়। এখনও পর্যন্ত মোট মৃত ২। মৃতদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৪ যাত্রী। আহতদের পানিঘাটা এবং উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি উদ্ধার করেছে পুলিশ।

নিখোঁজ ভাইকে খুঁজে পেলো দিদি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ মার্চ : লকডাউনে নিখোঁজ ভাই, বিভিন্ন জায়গায় খোঁজার পর কোনো খোঁজ না পেয়ে ভেবেছিলেন করোনায় মৃত্যু হয়েছে। ছেলের আসায় মৃত্যু হয়েছে বাবা মায়ের। কিন্তু বহু বছর পর সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইয়ের ভিডিও দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল বোন সহ পরিবারের সদস্যরা। প্রশাসনের কাছে ভাইকে উদ্ধারের দাবী। মানিকচকের নুরপুর পঞ্চায়েতের ব্রাহ্মণগ্রাম

এলাকার বাসিন্দা সুলতান খান,পেশায় দিনমজুর বাবা মায়ের মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের স্ত্রী ছাড়াও রয়েছে দুই নাবালক ছেলে। এছাড়াও তিনভাই ও দুই বোন রয়েছে তারা। বিগত ২০১৯ সালের শেষে পরিবারের আর্থিক সমস্যা দূর করতে ভিন রাজ্য দিল্লিতে ঠিকা শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে যায় তিনি। তবে ২০২০ তে করোনা সংক্রমণ ছড়াতেই লকডাউন হয়। তার ফলে বাড়ি ফিরে আসতে শুরু করে ভিন রাজ্যের শ্রমিকেরা। তবে বাড়ি ফেরেননি সুলতান। লকডাউন হয়ে যাওয়ায় বাড়ি থেকেই ফোনে বিভিন্ন জায়গায় ভাইয়ের খোঁজ করেন। এমনকি লকডাউনের পর দিল্লিতে গিয়েও খোঁজ করেন সুলতানের তবে কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরিবারের সদস্যরা ভেবেছিলেন করোণা সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে। তারপর এর মধ্যেই কেটে গেছে প্রায় ছয় বছর, তার মধ্যেই বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ভিডিওয়ে সুলতানের ছবি দেখতে পেয়ে হতভম্ব হয়ে পড়েন তার দিদি মৌসম বিবি। দেখেন ট্রেনের কামরার এক কোনায় নোংরা অবস্থায় বসে রয়েছে, বড়বড় চুল ও দাড়ি রয়েছে তার। তাকে খাবার দিচ্ছেন এক যাত্রী, সেই ভিডিও ভাইরাল সোশ্যাল মাধ্যমে।যদিও ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করিনি আমরা। যা দেখে একেবারেই কান্নায় ভেঙে পড়েন দিদি। খবর দেওয়া হয় সুলতানের স্ত্রী রেহানা বিবিকে। স্বামী নিখোঁজের পর থেকে তিনি বাবার বাড়িতে থাকতেন। শুক্রবার সুলতানের স্ত্রীকে নিয়ে মানিকচক থানার দারস্থ হন দিদি।পুলিশ আধিকারিকদের সমস্ত বিষয়টি জানান। তবে লিখিত কোনো অভিযোগ নেয়নি মানিকচক থানা। এবিষয়ে দিদি মৌসম বিবি বলেন, ভাইয়ের করোনায় মৃত্যু হয়েছে ভেবেছিলাম। কিন্তু ভিডিওটিতে ভাইকে দেখে আমরা খুশি সে বেঁচে আছে। তবে সে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে বলে অনুমান। আমরা প্রশাসনকে অনুরোধ করেছি তাকে খুঁজে বের করা হোক এবং বাড়ি ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হোক।

শিলিগুড়িকে ক্লিন সিটি করতে হবে বললেন মেয়র গৌতম দেব

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : শিলিগুড়িকে ক্লিন সিটিতে পরিণত করতে হবে এদিন শনিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা অর্থানুকূল্যে পুরনিগম এলাকার বর্জ্য পরিস্কারের জন্য ৯ টনের ৫ টি টিপার ডাম্পার বাহনের শুভ সূচনা করে এই কথাই জানান মেয়র গৌতম দেব। আজ শিলিগুড়ি পুরসভাতে এই ডাম্পারের উদ্বোধন করে এদিন মেয়র গৌতম দেব জানালেন, বর্জ্য অপসারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আজকের

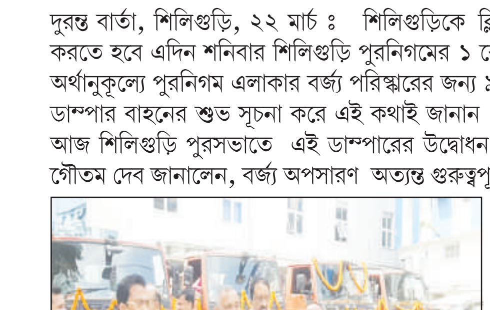

থেকে নয়, শিলিগুড়ি পুরো সভাতে যেদিন থেকে তৃণমূল কংগ্রেস এসেছে সেদিন থেকেই এই বর্জ্য অপসারণের কাজে মনোযোগ দিয়েছে। আমাদের পুরসভা সর্বদাই মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করে যায়। আজকে যে উদ্বোধন হলো এর ফলে উপকৃত হবেন গোটা শিলিগুড়ির সমস্ত মানুষ। এতে আধুনিক হবে আমাদের শহর শিলিগুড়ি। এদিন মেয়রের সাথে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরসভার এম এমআইসি শ্রাবণী দত্ত, এম এমআইসি মানিক দে এবং দুলাল দত্ত সহ অন্যান্য কাউন্সিলরেরা। এদিন মেয়র গৌতম দেব আরো জানালেন আধুনিক শহর শিলিগুড়িতে দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে লোক সংখ্যা, তাই বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ বাড়ছে দিনের পর দিন। আমাদের চট জলদি অপসারণের কাজ শুরু না করলে সমস্যা তৈরি হতে পারে। এই কারণেই এই ব্যবস্থা , শহরকে যদি আমরা আধুনিক করতে চাই তবে এই ব্যবস্থা দ্রুত শুরু করতে হবে যাতে মানুষের উপকার হয়। ছুটির দিন এবং উৎসবের পরে শিলিগুড়ি শহরের অবস্থা খারাপ হয়ে যায় , আমাদের ভাইয়েরা যতটা সম্ভব পারা যায় চেষ্টা করে, শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার। কিন্তু দ্রুত কাজ করা সম্ভব হয়না। আজকে এই ব্যবস্থার ফলে তারাও অনেকটা উপকার পাবে বলে জানান মেয়র।

শহীদগঞ্জে অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত ৫টি বাড়ি

শ্রীনগর, ২২ মার্চ : জম্মু ও কাশ্মীরের অন্তর্গত শ্রীনগরের শহীদগঞ্জ এলাকায় ভয়াবহ আগুন লাগে। আগুনে ৫টি বসতবাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। তবে দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হননি বলে জানা গেছে। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, এদিন সকালে বাটামালুর এফআইএইএস সদর দফতরে একটি জরুরি ফোন আসে। দ্রুত দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আগুন প্রথমে একটি বসতবাড়িতে লাগে এবং দ্রুত তা আশপাশের আরও ৫ টি বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে।

আসানসোলে শুরু হল তিন দিবসীয় আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২২ মার্চ : আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনে শুক্রবার থেকে আয়োজিত হল আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব । প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন রাজ্যের তিন মন্ত্রী মলয ঘটক, ইন্দ্রনীল সেন ও চন্দ্রনাথ সিনহা ও আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। এছাড়াও পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নাবলম, পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সহসভাধিপতি বিশ্বনাথ বাউরি, পান্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আসানসোল পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র অভিজিত ঘটক, আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ সহ আরও অনেকে। জানা যায় যে এই উৎসব আগামী রবিবার ২৩ মার্চ পর্যন্ত চলবে। তবে চাহিদা থাকায় সোমবার বেলা বারোটা ও দুপুর তিনটের সময় আরো দুটি শো দেখানো হবে। তাতে সোনার কেল্লা ও হীরক রাজার দেশে দেখানো হবে বলে উদ্যোক্তাদের তরফে বলা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি এবং পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বলেন, এই বছর প্রথম আসানসোলে শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। আগামী বছর থেকে শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের পাশাপাশি কর্মশালারও আয়োজন করা হবে। যাতে, এই এলাকার ছোট ছোট বাচ্চারা চলচ্চিত্র সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও ধারণা পায়। আইন ও শ্রম মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ২০১১ সালে রাজ্যে সরকার গঠন হওয়ার পরে আসানসোলে বলতে গেলে সবকিছুই হয়েছে। চলচ্চিত্র উৎসব কোন দিন হয়নি। এবার সেটাও শুরু হলো। এই শিশু চলচ্চিত্র

উৎসব তিনদিন অর্থাৎ রবিবার পর্যন্ত হওয়ার কথা ছিলো। কিছু চাহিদা থাকায় সোমবার আরো দুটি শো দেখানো হবে। আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা বলেন, একটা সিনেমার সঙ্গে কোনকিছু জড়িয়ে আছে। সমাজ তৈরিতে চলচ্চিত্র একটা বড় ভূমিকা পালন করে। তিনদিনের শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের প্রথম দিন প্রথম শোয়ে দেখানো হয় সত্যজিত রায়ের সোনার কেল্লা । উল্লেখ্য, এই উৎসবের আয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শিশু কিশোর একাডেমি ও তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। সহযোগিতায় রয়েছে পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসন ও আসানসোল ফিল্ম একাডেমি।

নদীয়ায় চারশত বছরের প্রাচীন দেবী শীতলার আরাধনায় আজও মিলিত হয় ২২টি গ্রামের মানুষ

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২২ মার্চ : চাঁদ সদাগরের সূচনা করা দেবী শীতলা মায়ের পুজোকে ঘিরে আজও পড়ায় ২২ টি গ্রামের অসংখ্য ভক্ত সমাগম ঘটে নদীয়ার রানাঘাটের হবিবপুর পুরাতন বাজারে। তবে এখানে বট বৃক্ষই দেবী শীতলা রূপেই পুজিত হয়। এই পুজোকে কেন্দ্র করে রয়েছে অনন্য ইতিহাস। কথিত আছে লক্ষিন্দরের পিতা চাঁদ সদাগর অসুস্থ হয়ে পড়ায় ভাগীরথী নদী থেকে জল তুলে তার আরোগ্য কামনা করতেই তিনি স্বপ্নাদেশ পান ওই স্থানে মা শীতলার আরাধনা করতে। স্বপ্নাদেশ

পেতেই তৎক্ষণাত্মক ওই স্থানে একটি বট বৃক্ষের চারারোপণ করে শুরু করেন দেবীর আরাধনা। কথিত রয়েছে কয়েক শতাব্দী আগে এই পুজোর সূচনা করেছিলেন চাঁদ সদাগর, তারপর থেকেই দেবী অত্যন্ত জাগ্রত বলেই পরিচিত হয়ে ওঠে নদীয়া জেলার কোনে কোনে। বর্তমান পূজো উদ্যোক্তা জানাচ্ছেন, এই পুজো প্রায় ৪০০ বছরের প্রাচীন, পার্শ্ববর্তী ২২ টি গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে দেবী শীতলার আরাধনা করেন। মূলতঃ দোল পূর্ণিমার সাত দিন পরের বিশেষ তিথিতে এই পুজো শুরু হয়, চলে দশ দিনব্যাপী। আর হাজার হাজার ভক্তবৃন্দের জন্য থাকে প্রসাদের ব্যবস্থা। শনিবার সকাল শুরু হতেই পুজোস্থানে নামে ভক্তবৃন্দের ঢল। প্রদীপ, মোমবাতি, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দেবীর কাছে কামনা করেন ভক্তরা। জানা গেছে, কাউকেই নিরাশ করেন না তিনি, যার যেমন মনস্কামনা তার তেমনি পূরণ হয়। সেই কারণে দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা অত্যন্ত ভক্তদের কাছে। দেবী শীতলা মায়ের আরাধনায় রয়েছে বেশ কিছু অলৌকিকতা। সদ্য বিবাহ হওয়া কিংবা বিভিন্ন জটিল রোগ আক্রান্ত মানুষরাও সারা বছর অপেক্ষায় থাকেন এই বিশেষ তিথিতে দেবীর কাছে কামনা করার জন্য। ভক্তরা জানাচ্ছেন, শুধু রানাঘাট কিংবা হবিবপুর নয় জেলার বিভিন্ন স্তর থেকে মানুষ ছুটে আসে দেবীর টানে। বাতাসা দিয়ে হরি লুট শঙ্খ ধনী উলুধ্বনি দিয়ে অঞ্জলীর মন্ত্র পাঠ, যা পূজোর স্থানটিকে আরো মনমুগ্ধকর করে তোলে। পূজো উদ্যোক্তারা জানাচ্ছেন, বট বৃক্ষের উচ্চতায় প্রমাণ হয়ে যায় কয়েক শতাব্দী প্রাচীন আগে এই বৃক্ষরোপণ করা হয়েছিল, কারণ চাঁদ সদাগরের জীবন কাহিনী ইতিহাসে রয়েছে কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই।

শিলিগুড়ি শহরে সাইনবোর্ড-হোর্ডিংয়ে বাংলা বাধ্যতামূলক, বিজ্ঞপ্তি পুরনিগমের

শিলিগুড়ি পৌর নিগম

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : সরকারি হোক বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সকলের সাইন বোর্ডে এবার প্রতিষ্ঠানের নাম লিখতে হবে বাংলা ভাষায়। অন্য যে কোনও ভাষায় ওই প্রতিষ্ঠানের নাম লেখা থাকলেও, বাংলায় লেখাটা বাধ্যতামূলক। এই বিষয়ে শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে শহরের আমজনতা থেকে সমস্ত স্তরের ব্যবসায়িক সংগঠনগুলো। নির্দেশিকায় সমস্ত বেসরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, দোকান, বিপণন কেন্দ্র, শপিং মল, অফিস, রেস্তরাঁ, হোটেল, হাসপাতাল, ডায়গনস্টিক সেন্টারের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাংলায় সাইন বোর্ড লেখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পয়লা বৈশাখের আগেই এই সিদ্ধান্ত লাগু করার নির্দেশ দিয়েছে পুরনিগম। এছাড়া কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলোকেও এই বিষয় অনুরোধ করবে পুরনিগম। চলতি বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি মেয়র পারিষদের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে প্রস্তাব ওঠে, আলোচনাও হয়। এরপর ৫ মার্চ বোর্ড অফ কাউন্সিলরের বৈঠকে বিষয়টি পাস করা হয়। ২১ মার্চ বিজ্ঞপ্তি জারি করে পুরনিগম। যেখানে শহরের সাইন বোর্ড, হোর্ডিংয়ে বাংলা ভাষায় লেখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইতিমধ্যে পুরনিগমের সমস্ত কার্যালয় ও শাখা কার্যালয়, বরো অফিসগুলোর সমস্ত সাইন বোর্ড বাংলায় লেখা হয়েছে। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, শহরের সমস্ত সাইনবোর্ড, হোর্ডিংয়ে অন্য যে কোনও ভাষা থাকতেই পারে, তবে প্রথমে বাংলা ভাষায় লেখাটা বাধ্যতামূলক। এই বিষয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব জানিয়েছেন, অনেকদিন ধরেই পুরনিগমের ঘোষণা, খুশি সব মহল আমাদের এটা আলোচনা চলছিল। আমরা এটাকে বাস্তবায়িত করতে চাইছিলাম। আমরা বাংলায় থাকি। বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। বাংলা ধ্রুপদী ভাষার সম্মান পেয়েছে। উত্তরবঙ্গের রাজধানী শিলিগুড়ি। এই ভাষার প্রসার ঘটাতে তাই এই পদক্ষেপ। অন্যান্য ভাষা চলুক। কিন্তু বাংলাকে বাধ্যতামূলক করেছি। এই বিষয়ে বাম পরিষদীয় দলনেতা মুন্সি নুরুল ইসলাম বলেন, পুরনিগমের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। এই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ করবে পুরনিগম বলে আশা করি। পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসাবে আমরা চাই, সব জায়গায় বাংলার ব্যবহার হোক।

'শীঘ্রই শান্তি ফিরবে মণিপুরে', চূড়াচাঁদপুরে বাস্তুচ্যুতদের সাথে দেখা করে আশ্বাস সুপ্রিম কোর্টের বিচারক-দলের

মণিপুর, ২২ মার্চ : ' শীঘ্রই শান্তি ফিরবে মণিপুরে', চূড়াচাঁদপুরে এসে শরণার্থী শিবিরে সংঘর্ষের শিকার বাস্তুচ্যুতদের সাথে সাক্ষা করে এই আশ্বাস দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ সদস্যের বিচারক-দল। আজ শনিবার সকালে বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারকের দল সংঘর্ষ-বিধ্বস্ত মণিপুর এসেছেন। পাঁচ সদস্যের বিচারক-দলে জাস্টিস বিআর গাভাই ছাড়া রয়েছেন জাস্টিস যথাক্রমে সূর্য কান্ত, বিক্রম নাথ, এমএম সুন্দরেশ এবং নংমেইকাপাম কোটিশ্বর সিং। তাঁদের মধ্যে কোটিশ্বর সিং ছাড়া পাঁচ বিচারক চূড়াচাঁদপুর জেলায় সম্ভাবনা মণ্ডপের ত্রাণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। এখানে বাস্তুচ্যুত পরিবারবর্গের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ মতবিনিময় করেছেন বিচারকরা। গোষ্ঠী সংঘর্ষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংবলিত কাহিনি শুনে বিচারকরা আশ্বাস দিয়েছেন, 'শীঘ্রই শান্তি ফিরবে মণিপুরে, আপনারা নিজেদের বাড়িঘরে যেতে পারবেন। আমরা জানি, আপনারা সকলে এক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে দিনপাত করছেন। তবে সকলের সহায়তায় এই কঠিন সময় অল্পদিনের মধ্যেই শেষ হবে।' বিচারপতি বিআর গাভাই আশ্বাস দিয়ে বলেন, ' সংবিধানের ওপর আস্থা রাখুন। আমাদের সংবিধান নিশ্চিত করবে, রাজ্যে একদিন পুরোপুরি শান্তি ফিরে আসবে। একদিন আমরা সৃষ্ট সংকট কাটিয়ে উঠব।' বিচারকরা চূড়াচাঁদপুর জেলার লামকায অবস্থিত মিনি সচিবালয় থেকে ভার্চুয়ালি একটি আইনি পরিষেবা শিবির, একটি চিকিৎসা শিবির এবং একটি আইনি সহায়তা ক্লিনিকের উদ্বোধনও করেছেন আজ। এদিকে সরকারি এক সূত্রে জানা গেছেন, আইনজীবীদের এক সংগঠন 'মণিপুর বার অ্যাসোসিয়েশন' (এএমবিএ)- এর চূড়াচাঁদপুর জেলা কমিটির আপত্তির দরুন কুকি-জো অধ্যুষিত চূড়াচাঁদপুর জেলায় যাননি প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য এবং মেইতেই জনগোষ্ঠীর সদস্য বিচারপতি নংমেইকাপাম কোটিশ্বর সিং। তিনি বিষ্ণুপুর জেলায় যাবেন। এদিকে বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিংকে চূড়াচাঁদপুরে কুকি-জো অধ্যুষিত এলাকায় যাওয়া সম্পর্কিত আপত্তি প্রত্যাহার করতে এএমবিএ-এর চূড়াচাঁদপুর জেলা কমিটিকে নির্দেশ দিয়েছে ' মণিপুর বার অ্যাসোসিয়েশন'।

বিহার দিবসে স্কুল পড়ুয়াদের প্রভাতফেরি

পূর্ব চম্পারণ , ২২ মার্চ : বিহার দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার সকালে পূর্ব চম্পারণের মোতিহারি সমাহরণালয় থেকে স্কুল পড়ুয়ারা এক প্রভাতফেরি বের করে। প্রভাতফেরির সূচনা করেন জেলা আধিকারিক সৌরভ জোরওয়াল। এছাড়াও এই দিনের অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত সমাহর্তা, উপ উন্নয়ন কমিশনার, সিভিল সার্জন সহ জেলার অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি শিক্ষা দফতরের আধিকারিক, মোতিহারি নগর নিগমের উপ-মহাপৌর সহ জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। প্রভাতফেরিতে অংশ নেওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে জেলা আধিকারিক সারা জেলাবাসীকে বিহার দিবসের অভিনন্দন জানান। পাশাপাশি তিনি বিহারের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কামনাও করেন।

বান্দাপানি চা বাগানে ফের অচলঅবস্থা শুরু

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২২ মার্চ : আলিপুরদুয়ার জেলার ভুটান সীমান্তের বান্দাপানি চা বাগানে ফের অচলঅবস্থা শুরু হল। বাগানে ম্যানেজার না থাকায় কাজ বন্ধ রয়েছে। অনিশ্চিতায় পড়েছে শ্রমিকদের ভবিষ্যত। জানা গেছে গত বুধবার রাত থেকে বান্দাপানি চা বাগানে ম্যানেজার নেই, ম্যানেজার বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছেন। বাগানটি পরিচালনা করছে মেরিকো টি কোম্পানি। শ্রমিকরা জানান, তাদের ৫ পাক্ষিক মজুরির টাকা বকেয়া। স্টাফ এবং সাবস্টাফদের চারমাসের বেতন বকেয়া। স্বাভাবিকভাবেই কাজ করা মুশকিল হয়ে পড়েছে তাদের। এরই মধ্যে ম্যানেজার বাগান ছেড়ে চলে যাওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে তাদের। বাগানে গাছ ছাঁটাইয়ের পর ফের নতুন পাতা বের হয়েছে। এসময় ম্যানেজার চলে যাওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েছেন তাঁরা। উল্লেখ্য ২০১৩ থেকে প্রায় নয় বছর বন্ধ থাকার পর গত ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বান্দাপানি চা বাগান খুলেছিল। সম্প্রতি কিছু মাস ধরে চা বাগানে সমস্যা তৈরি হয়েছে, শ্রমিকদের সময় মত বেতন প্রদান করা হচ্ছে না। বেতনের দাবিতে শ্রমিকরা গেট মিটিং সহ আন্দোলন শুরু করে। এবার দেখা গেল বাগান ছেড়ে চলে গেছে বাগান ম্যানেজার, অনিশ্চিতায় পড়েছে বাগানের প্রায় দুই হাজার শ্রমিক পরিবার। বাগানে অচলঅবস্থা শুরু হওয়াতে চিন্তায় পড়েছে শ্রমিকরা।

দিল্লিতে ভুয়ো আধার ও ভোটার কার্ড চক্রের পর্দাফাঁস, ১৮ বাংলাদেশি- সহ ধৃত ২৬

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ : রাজধানী দিল্লিতে ভুয়ো আধার ও ভোটার কার্ড চক্রের পর্দাফাঁস করলো পুলিশ। এই চক্রের সঙ্গে জড়িত ১৮ জন বাংলাদেশি-সহ ২৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাকি ৮ জন ভারতীয় নাগরিক। দক্ষিণ দিল্লি পুলিশ ভুয়ো আধার এবং ভোটার আইডি কার্ড তৈরির সঙ্গে জড়িত ১৮ জন বাংলাদেশি এবং ৮ জন ভারতীযকে গ্রেফতার করেছে। ডিসিপি অঙ্কিত চৌহান জানিয়েছেন, দিল্লি জুড়ে অবৈধ অভিবাসীরা কাজ করছে। ধৃতরা ভারতীয়রা নথি জাল করার জন্য সাইবার ক্যাফে চালাত। দক্ষিণ জেলা পুলিশের ডিসিপি অঙ্কিত চৌহান বলেছেন, ভারতে বসবাসকারী অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসীদের চক্র ভেঙে দক্ষিণ জেলা পুলিশ একটি বড় সাফল্য অর্জন করেছে। আমরা ১৮ জন বাংলাদেশির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি, এছাড়াও আমরা ৮ জন ভারতীয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি, যারা তাদের ভারতে প্রবেশ, এখানে থাকা এবং ভুয়ো কাগজপত্র তৈরিতে সহায়তা করেছিল, তাদের মধ্যে অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আরও বেশ কয়েকজন বর্তমানে আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে রয়েছে।

কালের তালে ছন্দপতন ঘটছে, ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে তবলা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২২ মার্চ : বাঁকুড়া শহরের বড় কালীতলা এলাকায় যাতায়াত করার সময় এই দৃশ্য চোখে পড়বেই। বিগত প্রায় ৪০ বছর ধরে চলে আসছে 'তবলা সারাই' করার এই দোকানটি। ধুলো পড়া তবলার খোল আর চামড়াগুলো বলে দিচ্ছে বর্তমান এর পরিস্থিতি। বিষ্ণুপুরের কাঁকিলা থেকে এসেছিলেন বিশ্বনাথ রুইদাসের দাদু। দীর্ঘ ১০০ বছরের পারিবারিক ব্যাবসা প্রসার পায় বাঁকুড়া

শহরেও। কিন্তু কালের তালে ছন্দপতন ঘটছে । দাদু এবং বাবার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বর্তমানে এই জীবিকা বহন করে চলেছেন দুই ভাই , বিশ্বনাথ রুইদাস এবং ভোলানাথ রুইদাস। তবলা বাঁধা বা তবলা সরানো একটি সময় সাপেক্ষ কঠিন কাজ। কিন্তু মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এই কঠিন কাজ করে আসছে না আশানুরূপ মুনাফা। দীর্ঘ ১০০ বছরের পারিবারিক ব্যাবসা প্রসার পায় বাঁকুড়া শহরেও। কিন্তু কালের তালে ছন্দপতন ঘটছে এবার। করোনা এবং স্মার্টফোনের জন্যেই বন্ধ হতে চলেছে এই ব্যাবসা। বিশ্বনাথ রুইদাস জানান, যে করোনা অতিমারি ভেঙে দিয়েছে মানুষের আর্থিক কাঠামো। তাই সঙ্গীত চর্চা করার যথেষ্ট রসদ হাতে না থাকায় মন্দা নেমেছে তবলা সারাইয়ের ব্যাবসায়। তার সঙ্গে বাচ্চাদের হাতে জায়গা করে নিয়েছে 'অতি বুদ্ধিমান' স্মার্টফোন যার ফলে সাংস্কৃতিক চর্চায় মন নেই বর্তমান প্রজন্মের। তবলা যদি না থাকে তাহলে তবলা সারানোর প্রশ্নই আসে না। ঠিক সেই রকমই পয়সা না থাকলে মনে হয় না ব্যাবসার। ৪০ বছরের পুরনো দোকান ধারাবাহিকতার সাথে চোখে পড়লেও হয়তো আর মাত্র কয়েকবছর পরই চোখে পড়বে না এই দৃশ্য।

সিমেন্ট বোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু পাঁচবছরের শিশুর

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২২ মার্চ : মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু পাঁচবছরের শিশুর। শনিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির নাওয়াপাড়া এলাকায়। সিমেন্ট বোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে তার। ঘটনায় শিশুর দেহ পথে ফেলে বিক্ষোভ দেখান পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা। পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেয় তাঁরা। ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মৃত শিশুর নাম অভি রাউত। সে জলপাইগুড়ির ৭৩ মোড় সংলগ্ন নাওয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা। এদিন সকালে মায়ের সঙ্গে দোকানে যাচ্ছিল সে। সেই সময় একটি সিমেন্ট বোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে অভিকে। ট্রাকের তলায় পিষ্ট হয়ে, ঘটনাস্থলেই মারা যায় অভি। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয়রা। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় দুটো হিমঘর রয়েছে। আলু রাখতে রাত থেকে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে থাকে ট্রাক। তার জেরে রাস্তায় যানজট তৈরি হয়। দুর্ঘটনাও ঘটেছে একাধিবার। পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয় না বলেও অভিযোগ স্থানীয়দের। শিশুর দেহ আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন প্রতিবেশীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশের বিশাল বাহিনী। তাদের ঘিরেও চলে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ। ঘটনায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়।

জয়েন্তিকা চা বাগানে সহকারী ম্যানেজারকে খুনে গ্রেফতার বাগানের সর্দার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়ার জয়েন্তিকা চা বাগানে সহকারী ম্যানেজারকে খুনের ঘটনায় গ্রেফতার বাগানের সর্দার, খুন করে সে ওই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে জানিয়েছে টাকা নিয়ে তাকে ঠকানো হয়েছে। ওই ম্যানেজার তাকে টাকা নিয়ে অনেক ঘুরিয়েছে। সে চিন্তায় পড়েছে, তার পরিবার আছে, কি হবে তাদের। পাশে থাকা লোকেরা অবাক হয়ে গিয়েছিলো কিভাবে একটা মানুষ খুন করে ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। সে মানসিক ভাবে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে ছিল বলে মত তার পরিবারের লোকজনদের। আপাতত সে পুলিশ এর হেফাজত এ আছে।

জোকা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত পার্পল লাইনের সিবিটিসি ভিত্তিক সিগন্যালিং সিস্টেম পরিদর্শন করেছেন কমিশনার

কলকাতা, ২২মার্চ : শ্রী সুমিত সিংহল, রেলওয়ে নিরাপত্তা কমিশনার (সিআরএস) / মেট্রো এবং এনএফ সার্কেল আজ অর্থাৎ ২২.০৩.২৫ তারিখে পার্পল লাইনের জোকা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয় যোগাযোগ ভিত্তিক ট্রেন নিয়ন্ত্রণ (সিবিটিসি) সিগন্যালিং সিস্টেম পরিদর্শন করেছেন। পার্পল লাইনের জোকা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত যোগাযোগ ভিত্তিক ট্রেন নিয়ন্ত্রণ (সিবিটিসি)

সিগন্যালিং সিস্টেম চালু করার জন্য সিআরএস পরিদর্শন এবং অনুমোদন বাধ্যতামূলক। সিআরএস শনিবার সকালে পার্পল লাইনের জোকা ডিপো থেকে পরিদর্শন শুরু করেন এবং কার্শেড, রোলিং স্টক, রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। তিনি এদিন জোকা ডিপো থেকে মাঝেরহাট স্টেশন পর্যন্ত একটি রেকে সিবিটিসি সিস্টেমের মাধ্যমে ট্রেন চলাচল পরীক্ষা করার জন্য পরিদর্শন করেন। মাঝেরহাটে পৌঁছানোর পর, সিআরএস মাঝেরহাট স্টেশনে অপারেশন কন্ট্রোল সেন্টার (ওসিসি) পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের সময়, শ্রী অনুজ মিত্তল, প্রধান প্রধান প্রকৌশলী (পিসিই), মেট্রো রেলওয়ের অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং শ্রী অমিত ট্যান্ডন, ইডি / মেট্রো, আরভিএনএল এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা তার সাথে ছিলেন।

বেহাল পরিকাঠামো জয়গাঁ বাস টার্মিনাসের

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২২ মার্চ : কলকাতা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় চলে বাস। কিন্তু নেই আলো, নেই শৌচালয়, থাকার জায়গা নেই। বাধ্য হয়ে বাড়ি ভাড়া করে থাকেন জয়গাঁ বাস চালক ও কন্ডাকটররা। এমন পরিস্থিতি জয়গাঁ বাস টার্মিনাসের। বেহাল পরিকাঠামো এমনটাতেই শেষ নয়, বিকেল গড়াতেই সমাজবিরোধীদের দখলে চলে যায় এলাকা বলে অভিযোগ। জয়গাঁ বাস স্ট্যান্ড অবস্থিত দারাগাঁও এলাকাতে এই বাস স্ট্যান্ড থেকে শিলিগুড়ি, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা মিলিয়ে ৬০ টির ওপরে বাস চলে দিনভর। ভিন রাজ্যে যাওয়ার বাস চলে ১০ টির ওপরে। পাকা বাস টার্মিনাস, তবে প্রবেশের মুখ ভাঙাচোরা। টার্মিনাসের দেওয়ালের সিমেন্টের চাঙর খসে পড়ছে প্রতিনিয়ত। বাস স্ট্যান্ডের প্রবেশের মুখ এতটাই খারাপ যে অনেক যাত্রী বাস বাইরে আসার জন্য বাইরে অপেক্ষা করতে থাকেন। বাস এলে তারা বাসে চাপেন।

Corrigendum

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে WBPUR Niet NO-06/24-25/CGP ও WBPUR Niet No-07/24-25/CGP Dated - 10.03.2025 এর Tenders opening Last date বিশেষ কারণ বশত 19.03.2025 এর বদলে 25.03.2025 তারিখ 5:30 PM করা হল এবং Tenders Opening date 28.03.25 দুপুর 12:30 PM করা হল।

Pradhan
Chakaltore Gram Panchayat

Office of the
MAHALANDI-II GRAM PANCHAYAT
P.O.-Jibanti, PS-Kandi, Dist.-Murshidabad
NIeT No. 12/MHND-II G.P./2024-25 (2 nd Call), Date: 21.03.2025

The Prodhan, Mahalandi-II G.P. invites e-tender for total 3 (Three) Nos. different works. Bid submission starting from **22/03/2025 at 4.00 PM. up to 25/03/2025 at 4.00 PM.** Bid opening date for Technical & Financial Proposals on **28/03/2025 at 11:00 am.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Mahalandi-II Gram Panchayat

এএফসি এশিয়ান কাপ ঃ চোট সমস্যায় দুশ্চিন্তায় কোচ মার্কুয়েস

শিলং, ২২ মার্চ ঃ এশিয়ান কাপের বাছাইয়ে মঙ্গলবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে শিলংয়ে অনুশীলন করছে ভারত। ম্যাচটি খেলা হবে শিলংয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে তারা। সবশেষ প্রস্তুতি ম্যাচে মালদ্বীপকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে ভারত। এরপরও বাংলাদেশকে নিয়ে সতর্ক সুনীল ছেত্রীর ভারত। বিশেষ করে হামজাকে নিয়ে আলাদা পরিকল্পনা করছেন ভারতীয় কোচ মানোলো মার্কুয়েস। শুক্রবার অনুশীলনের পর শেফিল্ডের এই তারকার প্রশংসা করতে ভুলেননি তিনি, ‘ অসাধারণ খেলোয়াড়। এখন সে প্রিমিয়ার লিগে না থাকলেও চ্যাম্পিয়নশিপে খেলে নিয়মিত।’ পাশাপাশি বাংলাদেশেরও প্রশংসা করেছেন মার্কুয়েস, ‘ এখন ভালো ফুটবল খেলছে। গত ৩-৪ বার মরসুম ধরে ওরা একই কোচের অধীনে খেলছে। আমার মনে হয় এটা সহজ ম্যাচ হবে না। আমার ধারণা দুদলের জন্যই কঠিন হবে ম্যাচটা।’ মার্কুয়েসের চিন্তাটা আরও বেড়েছে ভারতীয় শিবিরে চোটের হানা দেখে। চোটের জন্য ভারতীয় দল থেকে ছিটকে গেছেন দুই উইঙ্গার লালিয়ানজুয়ালা ছাঙতে, মানভীর সিং আর মিডফিল্ডার ব্র্যান্ডন ফার্নান্দেজ। তাদের ছাড়া ভারত বাংলাদেশের বিপক্ষে বাড়তি পরীক্ষা দেবে তাতে সন্দেহ নেই।

প্রয়াত বক্সিং কিংবদন্তি জর্জ ফোরম্যান

২২ মার্চ ঃ প্রয়াত হলেন বক্সিং কিংবদন্তি জর্জ ফোরম্যান। ৭৬ বছরে নিজ বাড়িতেই জীবনাবসান হয়েছে তাঁর। ১৯৭৪ সালে ‘রাম্বল ইন দ্য জাঙ্গল’-এ মহম্মদ আলির সঙ্গে তাঁর লড়াইয়ের কথা এখনও মুখে মুখে ফেরে। তাঁর পরিবার ইনস্টাগ্রামে এই খবর নিশ্চিত করেছে। তাঁরা লেখেন, ‘আমরা দু ঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি জর্জ এডওয়ার্ড ফোরম্যানের মৃত্যু হয়েছে। ২১ মার্চ তিনি আমাদের বিদায় জানিয়েছেন। একজন ভালো স্বামী ও স্নেহশীল বাবা ছিলেন। আমরা সবসময় তাঁর পাশে থেকেছি।’ নির্ভীক এই বক্সারের হয়ে পরিসংখ্যানই কথা বলবে। ৮১টি ম্যাচে জিতেছেন ৭৬টিতে। দুবারের এই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ১৯৬৮-র মেক্সিকো সিটি অলিম্পিকে প্রচারের আলোয় আসেন। মাত্র ১৯ বছর বয়সে হেভিওয়েটে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন। তখন তিনি ছিলেন অ্যামেচারিশ। পেশাদার হওয়ার পর ফোরম্যান টানা ৩৭টি ম্যাচ জিতেছিলেন। জামাইকার কিংস্টনে চ্যাম্পিয়ন জো ফ্রেজিয়ারের মুখোমুখি হন। তাঁকে দুটি রাউন্ডের পর টেকনিক্যাল নকআউটে ফ্রেজিয়ারকে পরাজিত করেন। ১৯৭৩ সালে অপরাজিত বক্সার ছিলেন এই জো ফ্রেজিয়ার। তাঁর বিরুদ্ধে রিংয়ে নামতে ভয় পেতেন বিপক্ষ কোনও বক্সার। তাঁকে হারিয়ে ফোরম্যান বিশ্ব হেভিওয়েট শিরোপা জিতেছিলেন। তবে, ১৯৭৪ সালে রাম্বল ইন দ্য জাঙ্গলে মহম্মদ আলির কাছে হেরে যান। এরপর রিং থেকে ১০ বছর দূরে ছিলেন। ১৯৯৪ সালে মাইকেল মুরর-এর মুখোমুখি হয়েছিলেন ফোরম্যান। সেই ম্যাচ জিতে স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন ফোরম্যানের। এভাবেই তিনি সবচেয়ে বেশি বয়সে (৪৬ বছর, ১৬৯ দিন) বক্সিংয়ে বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ী হিসেবে রেকর্ড গড়েন। মাইকেল মুরর তাঁর থেকে ১৯ বছরের ছোট ছিলেন। টেক্সাসের বাসিন্দা ছিলেন ফোরম্যান। অলিম্পিক স্বর্ণপদক জয়ী হিসেবে তাঁর বক্সিং কেরিয়ার শুরু। তাঁর নামেই রয়েছে সবচেয়ে বেশিবার হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রেকর্ড।

কাটল জট, রামনবমীর দিনই ইডেনে খেলবে কেকেআর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মার্চ ঃ নির্ধারিত সূচি মেনেই খেলা হবে কেকেআর বনাম লখনউ সুপার জায়ান্টসের ম্যাচ। আগামী মাসের ৬ তারিখ ইডেনে ওই ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। আগামী ৬ এপ্রিল রাজ্যজুড়ে পালিত হবে রামনবমী। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কিছু মিছিল বেরতে চলেছে রামনবমী উপলক্ষে। তাছাড়া সাম্প্রতিক অতীতে রামনবমীকে কেন্দ্র করে রাজ্যে অশান্তির ছবিও দেখা গিয়েছে। তাই কলকাতা পুলিশ সতর্ক। কলকাতা পুলিশ জানিয়েছিল, সেই ম্যাচে নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়। ম্যাচ অন্যত্র সরে যাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত জটিলতা কেটেছে। নির্ধারিত দিনেই ইডেনে খেলতে নামবে দুই দল। আগামী ৬ এপ্রিল রাজ্যজুড়ে পালিত হবে রামনবমী। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কিছু মিছিল বেরতে চলেছে রামনবমী উপলক্ষে। তাছাড়া সাম্প্রতিক অতীতে রামনবমীকে কেন্দ্র করে রাজ্যে অশান্তির ছবিও

দেখা গিয়েছে। তাই কলকাতা পুলিশ সতর্ক। রামনবমীর দিন ইডেনে ম্যাচে নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয় বলে ইতিমধ্যেই সিএবিকে চিঠি দিয়েছে পুলিশ। পরে সিএবির তরফেও জানানো হয়, নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই ওই দিন ম্যাচ সরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিক ভাবে শোনা যাচ্ছিল, কলকাতা থেকে সরে ম্যাচ চলে যাবে গুয়াহাটি। কেকেআর ম্যাচ যেন কলকাতার বাইরে চলে না যায়, তার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল স্বয়ং সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। পুলিশ-প্রশাসনের সর্বোচ্চ আধিকারিকের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করেছেন মহারাজ। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে যাতে ইডেনেই কেকেআর-লখনউ ম্যাচ আয়োজন করা যায়, সে নিয়ে কথাবার্তা বলেছেন সৌরভ। আসলে লখনউ ম্যাচকে ঘিরে কলকাতাবাসীর আলাদা উন্মাদনা রয়েছে। বিশেষ করে মোহনবাগান ভক্তদের জন্য। কারণ ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা আইপিএলের সঙ্গে মোহনবাগানকে মিশিয়ে সারপ্রাইজ দিয়েছেন অতীতেও। কিন্তু ম্যাচটি শহর হাতছাড়া করলে পন্থদের পারফরম্যান্সের সাক্ষী থাকা হবে না দর্শকদের। তাই ক্রিকেটের নন্দনকাননেই এই ম্যাচ যাতে হয়, তার সবরকম প্রয়াস করছেন সৌরভ।

চেন্নাই শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না

২২ মার্চ ঃ আইপিএলের ১৮তম আসর শুরু হচ্ছে আজ, আরও একবার বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় টি-টোয়েন্টি লিগের উন্মাদনায় মাতবে ক্রিকেট বিশ্ব। ১০ দলের এই আসরে এবার শিরোপা জিতবে কারা? টুর্নামেন্ট শুরুর আগে দলগুলোর শক্তি-দুর্বলতা বিশ্লেষণ করে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হচ্ছে। চেন্নাই সুপার কিংস- যার অধিনায়ক ঃ রুতুরাজ গায়কোয়াড় কোচ ঃ স্টিভেন ফ্লেমিং। শিরোপা ঃ ৫টি(২০১০, ২০১১, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩)।স্কোয়াডঃ ২৫ জন,ভারতীয়-১৮ জন,বিদেশি-৭ জন। রিটেইনড (ধরে রাখা খেলোয়াড়) রবীন্দ্র জাদেজা, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, মাতিশা পাতিরানা, শিবম দুবে, এম এস ধোনি। নিলামে কেনা ঃ নূর আহমেদ, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, ডেভন কনওয়ে, খলিল আহমেদ, রাচিন রবীন্দ্র, রাহুল ত্রিপাঠি, অংশুল কম্বোজ, স্যাম কারেন, গুরজপনীত সিং, নাথান এলিস, দীপক হুদা, জেমি ওভারটন, বিজয় শঙ্কর, বংশ বেদি, শ্রেয়াস গোপাল, সি আন্দ্রে সিদ্ধার্থ, রামকৃষ্ণ ঘোষ, শেখ রশিদ, মুকেশ চৌধুরী, কমলেশ নাগরকোটি। শক্তি- চেন্নাই সুপার কিংস জটিল হিসাব-নিকাশে বিশ্বাসী নয়। বছরের পর বছর ধরে তারা অনেকটা একই দল নিয়ে খেলে। এবারও তাদের দলে খুব বেশি পরিবর্তন আসেনি। রবীন্দ্র জাদেজা, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, মাতিশা পাতিরানা, শিবম দুবে, এম এস ধোনি-এই মূল ৫ ক্রিকেটার এবারও আছেন চেন্নাইয়ে। রবিচন্দ্রন অশ্বিন হতে পারেন গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। ১০ বছর পর চেন্নাইতে ফিরেছেন এই স্পিনার। উইকেটের পেছনে থাকা ধোনির সঙ্গে অশ্বিনের কম্বিনেশন খুব ভালো। মাথার চালে দুজনে মিলে চেন্নাইকে এগিয়ে দিতে পারেন। ইতিহাস এগিয়ে রাখবে চেন্নাইকে। আইপিএলে সবচেয়ে বেশি ১২ বার প্লে-অফে খেলা দলটি ধারাবাহিক ক্রিকেট খেলাটাকে অভ্যাস বানিয়ে ফেলেছে। হতে পারে এটিই এম এস ধোনির শেষ আইপিএল। ধোনিকে ট্রফি হাতে বিদায়

দেওয়ার তাড়নাও দলটির জন্য অনুপ্রেরণা হতে পারে। চেন্নাইয়ের এম এ চিদাম্বরমের স্পিন সহায়ক উইকেটের সুবিধা নেওয়ার মতো স্পিনার আছে চেন্নাইয়ের। জাদেজা-অশ্বিনের সঙ্গে আছেন শ্রেয়াস গোপাল, নূর আহমেদ। দুর্বলতা- ২০১৮ সাল থেকে ২০২৪-টানা ৬ মৌসুমে চেন্নাইয়ের নতুন বল সামলেছেন পেসার দীপক চাহার। এবার নিলামে চাহারকে ধরে রাখতে পারেনি চেন্নাই। মিডল অর্ডারে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের অফ ফর্ম চেন্নাইকে ভোগাতে পারে। রাহুল ত্রিপাঠি, বিজয় শঙ্কর, দীপক হুদা-দলে আসা এই তিন মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানের কেউই ২০২৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত খেলা টি-টোয়েন্টি তে ২৫ গড়েও ব্যাটিং গড়তে পারেননি। পুরোনো ধোনিকে কি এবার পাবে চেন্নাই? বোধ হয় না। গত কয়েক মৌসুম ধরেই ধোনি ১০-১২ বলের জন্য ব্যাটিংয়ে নামেন। গত মৌসুমে ধোনি সব মিলিয়ে বল খেলেছিলেন ৭৩টি। ক্যামিও নয়, আগের মতো ফিনিশার হিসেবে ধোনি খেললে চেন্নাইয়ের ভালো করার সম্ভাবনা আরও বাড়বে। তবে ৪৩ বছর বয়সী ধোনির সেই সম্ভাবনা কম। প্রত্যাশা ও বাস্তবতা- চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্যই মাঠে নামে চেন্নাই। প্রতিবারই এমন ‘ তবে কার্যকর দল গড়ে চেন্নাই। এই দলটি শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

বড় শাস্তি পেলেন ব্রাজিল তারকা

২২ মার্চ ঃ ব্রাজিলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের জন্য চলমান উইন্ডোতে ডাক পেয়েছিলেন ম্যাথিউস কুনহা। যদিও আন্তর্জাতিক বিরতিতে আসার আগে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মেজাজ হারিয়ে লাল কার্ড দেখেছিলেন উলভারহ্যাম্পটনের এই ফরোয়ার্ড। তবে সেখানেই শেষ নয়, ইংলিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ) তার শাস্তির মাত্রা আরও বা।য়ে দিয়েছে। কুনহাকে তিন ম্যাচ নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি জরিমানা করা হয়েছে ৫০ হাজার পাউন্ড (সাড়ে ৭৮ লাখ টাকারও বেশি)। এক বিবৃতিতে এফএ জানিয়েছে, ‘ কুনহা ১৩ এপ্রিল রবিবার পর্যন্ত ঘরোয়া ফুটবলে নিষিদ্ধ থাকবেন।’ এর ভেতর তার দল উলভারের তিনটি ম্যাচ রয়েছে। এর আগে ১ মার্চ এফএ কাপের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল উলভারহ্যাম্পটন ও বোর্নমাউথ। ম্যাচটিতে এক গোল করা ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড কুনহা শেষ বাঁশি বাজানোর (১২০ মিনিট) আগমুহূর্তে প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিবাদে জ।য়ে লাল কার্ড দেখেন। এর আগে অবশ্য কুনহাকে প্রাথমিকভাবেও তিন ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল। লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়ার আগে তিনি প্রতিপক্ষ ফুটবলার মিলোস কার্কেজের সঙ্গেই কেবল বিবাদে জ।াননি, তিনি তর্ক করেছেন ম্যাচ রেফারি, সতীর্থ এবং কোচিং স্টাফদের সঙ্গেও। শেষমেষ তার দলও সেই ম্যাচটিতে হেরে যায়। নির্ধারিত সময়ের পর অতিরিক্ত আরও ৩০ মিনিটের খেলায় ম্যাচটি ছিল ১-১ সমতায়, পরে টাইব্রেকারে ৫-৪ ব্যবধানে হারে উলভার। এ নিয়ে চলতি মৌসুমে দুই বার নিষেধাজ্ঞা পেলেন কুনহা। এর আগে ডিসেম্বরে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ইপচউইচ টাউনের বিপক্ষে খেলায় প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই ও বিবাদের কারণে দুই ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছিলেন। বর্তমানে প্রিমিয়ার লিগে তার দল উলভার ১৭ নম্বরে রয়েছে। শঙ্কা আছে রেলেগেশনে নেমে যাওয়ার। আর এক ধাপ অবনতি হলেই তারা পরবর্তী মৌসুমে ইপিএলে খেলতে পারবে না। এদিকে, বর্তমানে জাতীয় দলের সঙ্গে বিশ্বকাপ বাছাই খেলতে গিয়েছেন কুনহা। গত ফেব্রুয়ারিতে তার সঙ্গে নতুন করে আরও সাড়ে বছরের চুক্তি করেছে উলভার। বেশ ফর্মেও আছেন ২৫ বছর বয়সী এই তারকা ফরোয়ার্ড। চলতি মৌসুমে তিনি ক্লাবটির হয়ে ২৯ ম্যাচে ১৫ গোল ও ৪টি অ্যাসিস্ট করেছেন।

মেসিহীন আর্জেন্টিনাকে জিতিয়ে নায়ক আলমাদা, বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনের দোরগোড়ায় দল

২২ মার্চ ঃ লিওনেল মেসি চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছিলেন আগেই। ছিলেন না দিবালা, লাউতারো মার্টিনেজও। তাই উরুগুয়ের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের এই ম্যাচটি আর্জেন্টিনার কাছে ছিল বেশ চ্যালেঞ্জিং। তবে এত সব ‘ মধ্যেও উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন থিয়াগো আলমাদা। তাঁর করা একমাত্র গোলে উরুগুয়েকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থান আরও পোক্ত করল আকাশি-সাদা ব্রিগেড।

আলমাদার গোলটি ছাড়া বলার মতো তেমন কিছু করতে পারেনি আর্জেন্টিনা। খেলাটি ছিল উরুগুয়ের মন্টিভিডিওতে। ঘরের মাঠে খেলা হওয়ায় দর্শক সমর্থন ছিল উরুগুয়ের পক্ষে। বল পজিশনে উরুগুয়ে এগিয়ে থাকলেও মাঝমাঠে দুই দলেরই অগোছালো ফুটবল মন কাড়েনি। বলার মতো সুযোগও তৈরি করতে পারেনি কোনও দল। প্রথমার্ধে স্কোর লাইন ছিল গোলশূন্য। দ্বিতীয়ার্ধে লিওনেল স্কোলানির ছেলেরা খোলস ছেড়ে বেরনোর চেষ্টা করেন। পরিস্থিতির খুব একটা বদল আসেনি। একের পর এক ফরোয়ার্ড পাস খেলার সৌন্দর্য নষ্ট করছিল। গোলের সুযোগ তো দূরের কথা, দুই দলই বিপক্ষের ডিফেন্স লাইনে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলছিল। আলমাদা সবকিছু বদলে দেন। গোটা ম্যাচে প্রথমবারের মতো জায়গা করে নেন আটলন্টা ইউনাইটেডের প্রাক্তন এই মিডফিল্ডার। ম্যাচের বয়স তখন ৬৮ মিনিট। ডি বক্সের বাইরে থেকে ডান পায়ে দূরপাল্লার জোরালো শট নেন আলমাদা। অনবদ্য এই গোলে জয় নিশ্চিত করে আর্জেন্টিনা। এই জয়ের পর ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জনের একেবারে দ্বারপ্রান্তে আলবিসেলেস্তারা।

গোল খাওযার পর উরুগুয়ের আক্রমণাত্মক মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। পাসিং ফুটবল খেলার চেষ্টা করে তারা। তবে তা আর্জেন্টিনা ডিফেন্স ভাঙার জন্য যথেষ্ট ছিল না। ম্যাচের ইনজুরি টাইমে (৯০৫ মি.) উরুগুয়ে ফুটবলার নান্দেজের মুখে লাথি মারায় নিকো গঞ্জালেসকে সরাসরি লাল কার্ড দেখান রেফারি। যদিও এতে জয় আটকায়নি আর্জেন্টিনার। ১৩ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে তারা শীর্ষেই রইল। বাকি এখনও পাঁচ ম্যাচ। ১ পয়েন্ট পেলেই ২০২৬ বিশ্বকাপ নিশ্চিত আর্জেন্টিনার।

আইপিএলে টুর্নামেন্ট খেলতে পারলে খেলোয়াড়দের পকেটে ঢোকে বড় অঙ্কের অর্থ

২২ মার্চ ঃ আইপিএল মানেই অর্থের ঝনঝনানি। এই টুর্নামেন্ট খেলতে পারলে খেলোয়াড়দের পকেটে ঢোকে বড় অঙ্কের অর্থ। এবারের আইপিএলে ক্রিকেটারদের আয়ের ক্ষেত্র আরও বাড়ছে। প্রথমবারের মতো আইপিএলে ম্যাচ ফি-ও পেতে যাচ্ছেন ক্রিকেটাররা। ২০ ওভারের ম্যাচ হিসেবে অঙ্কটা বেশ বড়। আইপিএলে প্রতিটি ম্যাচের জন্য ফি হিসেবে ক্রিকেটাররা পাবেন সাড়ে সাত লাখ টাকা করে। একজন ক্রিকেটার আইপিএলে কমপক্ষে ১৪টি (লিগ পর্বে ১৪ ম্যাচ) করে ম্যাচ খেলার সুযোগ পেতে পারেন। প্লে-অফ হয়ে ফাইনালে গেলে ১৭টি। মানে এবার আইপিএলে লিগ পর্বের ১৪ ম্যাচে সুযোগ পাওয়া কোনো ক্রিকেটারের পকেটে ঢুকবে ১ কোটি ৫ লাখ। ফাইনাল পর্যন্ত সব ম্যাচ খেললে ১ কোটি ২৭ লাখ। এই টাকা ক্রিকেটাররা পাবেন তাঁদের সঙ্গে ফ্র্যাঞ্চাইজির চুক্তি মূল্যের বাইরে। প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজি ম্যাচ ফির জন্য

বরাদ্দ রেখেছে মোট ১২ কোটি ৬০ লাখ । ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর এই অর্থ নিলামের বাজেটের বাইরের। অতিরিক্ত প্রণোদনা হিসেবে প্রতি ম্যাচে ম্যাচ ফি পাবেন মাঠে নামা ১২ জন ক্রিকেটার। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ব্যাটসম্যান রজত পতিদারের উদাহরণ টানা যেতে পারে। বেঙ্গালুরু ‘ খেলোয়াড় হিসেবে মাত্র ২০ লাখ টাকাতে পতিদারকে দলে নিয়েছিল। এরপর দলে সুযোগ পাওয়ার পর তাঁর বেতন বাড়িয়ে ৫০ লাখ রুপি করা হয়। পতিদার গত আইপিএলে ম্যাচ খেলেন ১৫টি, এর মানে গত আসরে যদি ম্যাচ ফির নিয়ম থাকত, তাহলে তিনি তাঁর চুক্তির বাইরে আরও ১ কোটি ১২ লাখ ৫০ হাজার বেশি পেতেন।

গত সেপ্টেম্বরে যখন এ উদ্যোগের ঘোষণা আসে, তখন ম্যাচ ফি প্রদান সুপারিশের বিরোধিতা করেছিল কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি। বেঞ্চে থাকা ক্রিকেটারদের কী হবে, এ প্রশ্ন তারা তুলেছিল। গত আসর পর্যন্ত খেলোয়াড়েরা তাঁদের চুক্তির অংশ হিসেবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর নিলামের জন্য মোট বাজেট থেকে একটি প্রণোদনামূলক পারিশ্রমিক পেতেন, যা নির্ধারিত হতো আগের মৌসুমে দলের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে। আইপিএল কর্তৃপক্ষকে দেওয়া এক প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, ম্যাচ ফি দেওয়ার পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রণোদনা তহবিলে রাখা হোক, যা ফ্র্যাঞ্চাইজি তাদের পছন্দ অনুযায়ী পারফরমারদের পুরস্কৃত করতে ব্যবহার করতে পারবে। তবে এ প্রস্তাব টেকেনি।

আইপিএল অভিযান শুরু

প্রথম দুই ম্যাচে অনিশ্চিত রাহুল!

খবর ফাঁস করলেন অস্ট্রেলিয়ার মহিলা দলের ক্রিকেটার অ্যালিসা হিলি

২২ মার্চ ঃ ২৪ মার্চ থেকে আইপিএল অভিযান শুরু দিল্লির। প্রথম ম্যাচে সামনে লখনউ সুপার জায়ান্টস। তারপরের বিপক্ষ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। কিন্তু এই দুই ম্যাচে নাও খেলতে পারেন কেএল রাহুল। আর এই খবর ফাঁস করলেন অস্ট্রেলিয়ার মহিলা দলের ক্রিকেটার অ্যালিসা হিলি। যিনি কি না আবার দিল্লির অজি পেসার মিচেল স্টার্কের স্ত্রী। ফলে একেবারে ঘরের খবরই ফাঁস হয়ে গেল বলে মনে করছেন অনেকে। কিন্তু কেন এই অনিশ্চয়তা? অ্যালিসা বলেন, দিল্লি দলে হ্যারি ব্রুক নেই। তবে এবার দেখার তাঁর বিকল্প ক্রিকেটার কে হন? ওদের কাছে কেএল রাহুল আছে ঠিকই। তবে প্রথম দুটি ম্যাচে তিনি নাও খেলতে পারেন। সন্তান জন্মের অপেক্ষা করছেন তিনি। তবে দিল্লি দলে অনেক তরুণ প্রতিভা আছে। আবার রাহুলের মতো তারকাও আছেন। এবার দেখার ওরা কী করে?

উল্লেখ্য বলি তারকা আথিয়া শেট্টির সঙ্গে রাহুলের প্রেম পরিণতি পায় ২০২৩ সালের ২৩ জানুয়ারি। গত বছরের নভেম্বর মাসে তারকা দম্পতি ঘোষণা করেন নতুন অতিথি আসার বিষয়টি। প্রথমে জানা গিয়েছিল জানুয়ারিতে সন্তানের জন্ম দিতে চলেছেন

আথিয়া শেট্টি। কিন্তু ফেব্রুয়ারি পেরিয়ে মার্চ এলেও নতুন কোনও সুখবর পাননি অনুরাগীরা। কৌতূহল বেড়েছে। কিছুদিন আগেই আথিয়ার বাবা সুনীল শেট্টি জানান যে এপ্রিলেই মা হতে চলেছেন আথিয়া। তবে অ্যালিসা অবশ্য অন্য কথা বলছেন। ১৪ কোটি টাকা দিয়ে কেএল রাহুলকে কিনেছে দিল্লি ক্যাপিটালস। স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা গিয়েছিল, ভারতীয় উইকেটকিপারকে হয়তো অধিনায়ক করবে দিল্লি। কিন্তু তিনি নারাজ থাকায় দায়িত্ব পান অক্ষর প্যাটেল। এর আগে লখনউ সুপার জায়ান্টসে থাকলেও শেষটা ভালো হয়নি। নিলামে তাঁকে তুলে নেয় দিল্লি। আর প্রথম ম্যাচ যেহেতু লখনউয়ের সঙ্গে, ফলে দুই দলের মোকাবিলা আরও উত্তেজক হত, সেরকমই মনে করছেন অনেকে। এবার দেখার বিষয় রাহুল ওই ম্যাচে মাঠে নামেন কি না?

গত মরশুমে মাত্র দুটি ম্যাচ খেলেছিলেন কিউয়ি তারকা,শেষ মুহূর্তে ঢুকে পড়লেন আইপিএলে

২২ মার্চ ঃ আইপিএলে দল পাননি তিনি। নিলাম টেবিলে অবিক্রিত থেকেছেন কেন উইলিয়ামসন। কিন্তু তা বলে আইপিএলের জগৎ থেকে দূরে থাকছেন না তিনি। ব্যাট হাতে নয়, এবার কিউয়ি তারকাকে দেখা যাবে হাতে মাইক নিয়ে। সম্প্রচারকারী চ্যানেল থেকে ধারাভাষ্যকারদের যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে রয়েছে কিউয়ি তারকার নাম।

শুরু কোটি টাকার লিগ। প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। এবার ১৮ বছরে পা দিচ্ছে আইপিএল। মাঠে যেমন তারকার মেলা, তেমনই কমেন্ট্রি বক্সের জৌলুসও কম নয়। বীরেন্দ্র শেহওয়াগ, শিখর ধাওয়ান, হরভজন সিং, সুরেশ রায়না, অনিল কুম্বলে, এবি ডি ভিলিয়ার্স, সুনীল গাভাসকর- কে নেই সেই

তালিকায়! আর সেখানে এবার নতুন মুখ কেন উইলিয়ামসন। ২০২১-এর আইপিএলের মাঝপথে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অধিনায়ক হয়েছিলেন। পরের মরশুমটা অবশ্য একেবারেই ভালো কাটেনি। আবার ২০২৩-এ গুজরাট তাঁকে কিনলেও চোটের জন্য প্রায় কোনও ম্যাচেই খেলতে পারেননি। গত বছর খেলেছেন মাত্র ২টি ম্যাচ। সব মিলিয়ে নিলামে দল পাননি তিনি। যদিও দুবার আইপিএল জিতেছেন উইলিয়ামসন। ২০১৬ সালে আইপিএল জয়ী হায়দরাবাদ ও ২০২২-র গুজরাট টাইটান্সের দলে ছিলেন কিউয়ি তারকা। এবার মাইক হাতে শুরু উইলিয়ামসনের নতুন ইনিংস। ওই সময় নিউজিল্যান্ডের কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ নেই। ফলে ধারাভাষ্যের সঙ্গে তাঁর যুক্ত হতে কোনও বাধা নেই।

জয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব শুরু ইংল্যান্ড-পোল্যান্ডের

২২ মার্চ ঃ জয় দিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব শুরু করেছে ইংল্যান্ড ও পোল্যান্ড। শুক্রবার রাতে ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বাছাইপর্বে আলবেনিয়াকে হারিয়েছে ইংল্যান্ড ও মাল্টাকে হারিয়েছে পোল্যান্ড। প্রথম ম্যাচে টমাস টুখেলের অধীনে গ্রুপ ‘কে’ থাকা ইংল্যান্ড ২-০ গোলে আলবেনিয়াকে হারিয়েছে। ইংল্যান্ডের হয়ে ম্যাচের ২০ মিনিটে লেইস সেঙ্কি প্রথম গোল করেন। ৭৭ মিনিটে গোল করেন হ্যারি কেইন। ইংল্যান্ডের গ্রুপে থাকা লাটভিয়া জিতেছে অ্যান্ডোরার বিপক্ষে। এছা।। জয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব শুরু করেছে রবার্ট লেভানডভস্কির পোল্যান্ড। গ্রুপ ‘জি’ থাকা মাল্টাকে ১-০ গোলে হারিয়েছে পোল্যান্ড। গোল করেছেন লেভা। ওই গ্রুপ থেকে ফিনল্যান্ড জিতেছে লিথুনিয়ার বিপক্ষে। এছাড়া ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে গ্রুপ ‘এইচ’ থেকে বসনিয়া ও সাইপ্রাস জয় তুলে নিয়েছে। তিনটি করে পয়েন্ট পেয়েছে তারা। আগামী বিশ্বকাপে ইউরোপ থেকে ২৬ দল টিকিট পাবে। বাছাইপর্বে খেলছে ইউরোপের ৫৪ দেশ।

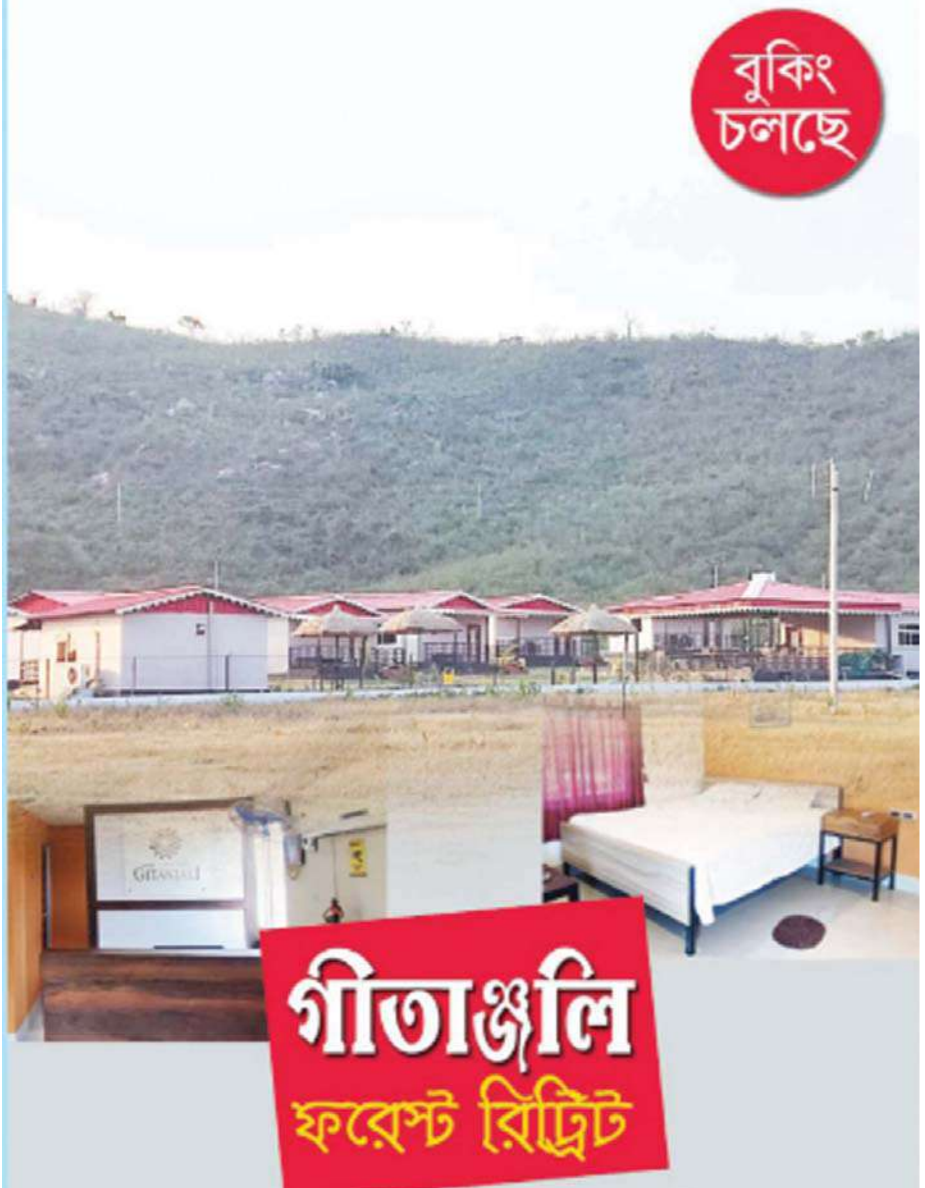

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com